











# ଧନା

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ (ଆକର) ଗ୍ରନ୍ଥ

ସନ୍ତୋଷ ରାୟ, ଏମ୍-ଏ

ନାଟ୍ୟନିକେତନେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ସ୍ୱାଧୀନତାଦିନ, ୨୬/୮/୨୦୧୨

ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଞ୍ଚ୍ ସମ୍ପ୍

୨୦୦/୨୦୨ କର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ, କଲିକତା

একটাক্ষ চাবি আনা

M - ৬৮  
Acc 22/000  
28/2/2009

ভকদান চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ইন্ডে  
ক্রিগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত  
২০৩১।: কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা

# ৰেফাৰেন্স (আকৰ) গ্ৰন্থ

## লেখকের কথা

‘খনা’ লিখিযাছিলাম নিজেৰ প্ৰেৰণাৰ, ১৯৩২ সালে, পূজাৰ ছুটিতে। খনাব মতই এ নাটকখনিৰ ভাগ্য বিচিত্ৰ। আৰ্টাথিয়েটাব লিমিটেড্ পৰিচালিত ষ্টাব থিয়েটাৰে ইহা প্ৰথম পঠিত ও গৃহীত হয়, দিনাজপুৰ নাট্যসমিতি কৰ্তৃক ইহা প্ৰথম অভিনীত হয়, অধুনালুপ্ত “নাট্যকুঞ্জ” (কলিকাতা) কৰ্তৃক ইহা প্ৰথম বিজ্ঞাপিত হয়, “বাঙলাৰ বাণী” সাপ্তাহিকপত্ৰে ইহা প্ৰথম প্ৰকাশিত হয়, অবশেষে বৰ্তমানৰূপে ৰূপান্তৰিত হৈয়া বাজধানীৰ নাট্যশালায় প্ৰথম অভিনীত হয় “নাট্যনিকেতনে”— গত ১১ই জুলাই (১৯৩৫) সাড়ে সাতটায়। “মেগাফোন” নামক সুপৰিচিত গ্ৰামোফোন কোম্পানীৰ প্ৰথম নাট্যাৰ্থী “খনা” আমাৰ এই নাটকেৱহঁ সংক্ষিপ্ত সংস্কৰণ। খনাব কোন ইতিহাস পাঠ নাই। এই নাটকেৰ বাব আনা আনাৰ কল্পনা এবং চাৰি আনা কিংবদন্তী।

“খনাব” জন্ত আমি অনেকৰ নিকটই ধনী। প্ৰাথমক উপদেশ দিয়াছিলেন পৰম বাক্যৰ শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুক্ত হৰিদাস চট্টোপাধ্যায়। উৎসাহ দিয়াছিলেন নাট্যকাৰ-বন্ধু শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুক্ত শিবপ্ৰসাদ কৰ। সঙ্গীত-ৰচনা কৰিয়াছেন কবি-শিল্পী বন্ধুবৰ শ্ৰীঅখিল নিয়োগী। তাহাতে সুব সংযোগ কৰিয়াছেন সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচাৰ্য্য সুর-সুন্দৰ বন্ধু শ্ৰীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য পৰিকল্পনা কৰিয়াছেন কলা-লোকেৰ লক্ষ্মী-কল্যা শ্ৰদ্ধেয়া শ্ৰীযুক্তা নীহারবালা। দৃশ্যপটৰ চাক্ৰকল্পনা এবং গ্ৰহেৰ প্ৰচ্ছদপট অঙ্কন কৰিয়াছেন শিল্পীৰ বন্ধু শ্ৰীনৱেন দত্ত। নাটকেৰ প্ৰফ্



দেখিয়া দিয়াছেন বন্ধু-বৎসল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশঙ্কর নিয়োগী। নাটক প্রযোজনাব কষ্টকর প্রাথমিক আয়োজন কবিয়া দিয়াছেন নট-ভিলক শ্রীযুক্ত মণী ঘোষ। প্রদ্বাবনত চিত্তে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সর্বশেষে শ্রবণ করিতেছি তাঁহাদিগকে বাহাবা পবমাত্মীয়েব মত আমার অনাকে নাটানিকেতনোপযোগী রূপসজ্জায় ঐশ্বর্য্যময়ী করিয়াছেন। তাঁহারা নাট্য-নাটক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত এবং বাঙলাব নটশ্রব্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। সর্বশেষে—শেষ নিঃশ্বাসে লোকে কাঁহাকে শ্রবণ করে তাঁহারা তাহা জানেন।

“বরদা ভবন”,

বাগুর ঘাট

(দিনাজপুর)

৮ই জুলাই, ১৯৫৫।

মন্মথ রায়

ଅଧିଳ ନିଯୋଗୀ

ବନ୍ଧୁବରେଷୁ—

ସନ୍ତୋଷ ରାୟ



# ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଞ୍ଜନୀ

୧୧ଇ ଜୁଲାଇ ବୁଦ୍ଧମ୍ପତିବାର, ୧୯୩୫

## ସଂଗଠନକାରୀମାନ

ଶିକ୍ଷକ	ଶ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦ ଚୌଧୁରୀ
ସମ୍ପାଦକ-ବଚନା	ଶ୍ରୀ ଅଶିଳ ନିୟୋଗୀ
ସ୍ବର ସଂଯୋଜନା	ଶ୍ରୀ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ
ଦୃଶ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦନା	ଶ୍ରୀ ନବେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ
ନାଟ୍ୟ-ପରିଚ୍ଛେଦନା	ଶ୍ରୀ ଯତୀ ନୀତ୍ୟାବତୀ
ବଜ୍ରପୀଠାଧ୍ୟକ୍ଷ	ଶ୍ରୀ ଭୃମ୍ମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ
ଶାବ୍ଦମୋନିୟନ ବାଦକ	ଶ୍ରୀ ଚାକ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଶିଳ
ସଙ୍ଗୀତ	ଶ୍ରୀ ବନବିହାରୀ ପାନ
ବେହାଳା-ବାଦକ	ଶ୍ରୀ କନକନାବାସନ ଭୂପ
ଆବାକ	{ ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀ ଶତୀଞ୍ଜନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଆଲୋକ ସମ୍ପାଦ	{ ଶ୍ରୀ ହରିବଳ୍ଲଭ କୁମାର ଶୁଭ ଓ ଶ୍ରୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ
ବେଶକାର୍ଯ୍ୟ	ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜନାଥ ବାସ

## অভিনেতৃগণ

### পুরুষ

বিক্রমাদিত্য	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
বিভাবসু	শ্রীবজ্রেন্দ্র সবকার
ধর্ম্মাধিকার	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
বরাহ	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
মির্জিব	শ্রীজীবন গাঙ্গুলী
কামনক	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
তৈরন	শ্রীমণি ঘোষ ( এমেচাব )
মহাকাল	শ্রীননীগোপাল মল্লিক
বিশালাক্ষ	শ্রীথগেন্দ্রনাথ দাস
বাহন	শ্রীআদিত্য ঘোষ
তিলক	শ্রীবেচু সিংহ
রক্ষসেন্দ্রগণ	শ্রী ভবানী ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিবিজা মিত্র, শ্রীসুধাংশু গুহ, শ্রীকালীকুমার বসু
সিংহলের মন্ত্রীদ্বয়	শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিবিজা মিত্র, শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য
জনতা	শ্রীজীবনরক্ষ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর বসু, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীগিরিজা মিত্র, শ্রীসুধাংশু গুহ, শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি
চাষা	শ্রীসন্তোষ দাস ( ভুলো )
জটনৈক লোক	শ্রীঅমলা হালদার
পথিক	শ্রীগোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

## স্ত্রী

থনা	শ্রীমতী সরস্বালা
ধরনী	শ্রীমতী চাকরীলা
মদনিকা	শ্রীমতী নিকপমা
তনলিকা	শ্রীমতী তারকবালা ( লাইট )
উম্মাদিনী নারী	শ্রীমতী হেনাবালা
চাষা-স্ত্রী	শ্রীমতী কোহিনূববালা
ছাত্র-ছাত্রীগণ	} শ্রীমতী পুষ্পরাণী, শ্রীমতী মুকুলমালা, শ্রীমতী স্তবাসিনী, শ্রীমতী বাধারানী, শ্রীমতী তাবকবালা, শ্রীমতী হেনাবালা, শ্রীমতী বাণীবালা, শ্রীমতী লীলাবতী, শ্রীমতী আশাগতা
ও	
পূসনাবীগণ	

## চরিত্র

### পুরুষ

বিক্রমাদিত্য	...	ভারত সম্রাট
বিভাবত্স	...	ঐ মন্ত্রী
বরাহ-	...	ঐ জ্যোতির্ষাণব
মিহিব	..	ববাহের পুত্র
কামন্দক	...	ঐ শিস্ত
চৈবব	..	ঐ ক্রীতদাস
মহাকাল	.	লঙ্কাব জ্যোতিষী
রাহুল	..	ঐ শেষ বক্ষ-রাজ-বংশধর
বিশালাক্ষ	...	ঐ রক্ষ সেনাপতি
শিলক	...	ধনার দেহবক্ষী

জনৈক চাষা, ছাত্রগণ, ধর্ম্মাধিকার, জনৈক লোক,  
বক্ষ-সৈন্তগণ, সিংহল-মন্ত্রীগণ ইত্যাদি

### স্ত্রী

থনা	...	লঙ্কার সিংহবাজকন্যা
ধরনী		ববাহের স্ত্রী
মদনিকা		ঐ কন্যা
তবলিকা	...	মদনিকার সহচরী

ছাত্রীগণ, জনৈক চাষা-স্ত্রী, উগ্ৰাদিনী নারী,  
পূরনাবীগণ ইত্যাদি

# থনা

## প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহল

মহাকালের চতুর্পাঠী—অদূবে সমুদ্র

ছাত্র-ছাত্রীগণ থনা ও এক চাবা দম্পতি

ছাত্র-ছাত্রীগণের গান

দাগ কেটে আব আঁক কষে ভাই হস্তবেশা করবো বিচার  
মোদের কথাব ভুল ধবিলে, বিধাতাকেও বলবো কি ছাব !  
কবে তোমাব জনম হ'লো ? কখন যাবে যমের বাড়ী ?  
মোব মগজে জমা আছে—সকল বকম কথাব সারি ।  
সাম্ভা কথা—বলবো সোজাই—ধাব ধাবিনা নিছক মিছার ॥  
আপনি বুঝি হাত দেখাবেন ? কিসের খবর জানতে চান ?  
মোদের কাছে বাঁধা আছেন—ভূত-ভবিষ্যৎ-কর্ত্তমান ।

ফাঁড়া আছে ?—চান তাড়াতে ?

চান কি কোন রোগ সাবাতে ?

ফস্ কবে সব ফর্দ ককন—ইচ্ছে আছে জানতে কি আর !



খনা

মিহিরের প্রবেশ

চাষা। আমরা আর কতক্ষণ বসে থাকবো। মহাকাল মশায় সেই  
কখন গেছেন, এখনো ফিবলেন না—এদিকে বেলাও পড়ে  
গেল।

মিহির। বাজবাড়ীতে গেছেন, কেন গেছেন জানিনে। (খনাকে)  
স্বাক্ষরকৃত কি জানেন?

খনা। যে জন্তুই গিয়ে থাকেন তা জেনে এঁদের কি লাভ! আপনাদের  
কি ননকার ঠুকে (মিহিরকে দেখাইয়া) বলুন—শুকদেবেব প্রধান  
শিক্তি উনি।

চাষা। এসেছিলাম গণাতে।

খনা। ঠুকে বলুন—উনি গণে দেবেন।

চাষা। তবে মশায় আপনিই কথাটা একটু গুরুতবই। (স্ত্রীকে  
দেখাইয়া) উনি আমার পরিবার। আজ সকালবেলা ঘুম থেকে  
উঠেই কথাটা একটু গুরুতবই...

মিহির। বলুন -

চাষা। বলছেন “দিকি কব আমি মবলে আব বিষ কববে না।” আমি  
বলছি - এমনটী কি হবে? উনি বলছেন “হোক না হোক কব  
দিকি।” আমি বলছি, তাহলে মহাকাল মশাইকে দিবে গুণিয়ে  
দেখতে হয়। তাই এখন বলুন এমনটী কি হবে?

মিহির। কেমনটী?

চাষা।—এই যে উনি কি সত্য সত্যই স্বর্গারোহণ করছেন—অবিশ্বাস  
আমার পূর্বে?

## প্রথম অঙ্ক

মিহির। কথাটা গুরুতবই বটে। আমাকে ক্ষমা করন, আপনি বরং  
কাল আসবেন—গুরুদেব থাকবেন—তিনিই—

থনা। এ কথা বললে, কাব বেশী অপমান হচ্ছে বুঝি না! শিষ্যের না  
গুরুব—যে গুরু এমন শিষ্য?

চাষা। (জ্ঞানকে) কি গো, একটা দিন সবুর করতে পারবে?

চাষা-স্ত্রী। একটা-দিন। একটা মুহূর্তও আমাব সহিছে না। যে স্বপ্ন  
আমি দেখেছি—না, আব আমার তব সহিছে না—দিকিটা  
ফেল--ফেল বলছি—ভাল চাও গো।

চাষা। (মিহিরের প্রতি) দেখলেন—দেখলেন তো?

মিহির। আমাব যা বলবাব আমি বলেছি—

থনা। অর্থাৎ উনি এত সামান্ত গণনা করেন না।

চাষা। তা মা—আপনাব নাম ডাকও খুব শুনেছি। শুনেছি মেয়ে মানুষ  
আব বাজাব মেয়ে না হলে মণিকাল মশাট আপনাকেই নাকি তাঁব  
গদী দিতেন। তা মা, দেখেছন তো যদি দয়া কবে আপনিই—

থনা। তা উনি যখন এত তুচ্ছ গণনা করবেন না, তখন তাঁর অক্ষমতা  
হ'লে—

মিহির। কাবও অক্ষমতা নিয়ে এত বড় বহুস্ত করা রাজকন্ডার পক্ষেই  
শোভা পায়। আমি তা ধবছি না। বরং গুরুব সম্মানটা রক্ষা  
পাক শিষ্য এই কথাই বলেছে

শ্রীমদ্রামানুজমিশ্রের আগনি-আপনিও না আসুন, এগিবে আসুন—  
অক্ষরে দ্বিগুণ, চৌগুণ মাত্রা  
নামে নামে করি সমতা।

খনা

তিন দিবা হরে আন  
তাহে মবা বাঁচা জান ॥  
এক শূন্যে মরে পতি  
দুই বহিলে মবে যুবতী ॥

( চাষাকে ) মহাশয়ের নাম ?

চাষা । উদ্ভট ।

খনা । উদ্ভট অক্ষর সংখ্যা হ'ল তিন । ( জীকে ) আপনার নাম ?

চাষা-জী । বলনা গো কি—

চাষা । আমি বলব কি গো ?

খনা । ( জীকে ) আপনিই বলুন না—

চাষা-জী । নামের কি ঠিক আছে...গিলে নড়িতে ঘড়িতে নতুন নতুন  
নামে ডাকে—

খনা । বাপ-মায়ের দেওয়া নামটা বলুন ।

চাষা-জী । মক্ষিকা ।

খনা । মক্ষিকা... তাহলে অক্ষর সংখ্যা হল ছয় । তাকে কব দুই দিয়ে  
গুণ, হ'ল বার । এইবার মাত্রা । উদ্ভটের মাত্রা “উ” আর মক্ষিকার  
মাত্রা হ'ল “ই” আর “আ” । উভর নামের মাত্রার সংখ্যা হল “উ”  
“ই” “আ” কিনা তিন । কব তাকে চার দিয়ে গুণ । হ'ল বাব ।  
অক্ষরের বাব, আর মাত্রার বাব, যোগ দাও—হ'ল চব্বিশ । কব  
তাকে তিন দিয়ে ভাগ । ভাগ শেষ বটল শূন্য । অতঃ

চাষা । অতএব—

জী । হ'—

খনা।

এক শূন্যে মবে পতি ।

দুই বহিলে মবে সুবতী ॥

চায়া। অর্থাৎ—?

খনা। অর্থাৎ ভাগশেষ বখন শূন্য, স্তম্ভবাং স্বর্গাবোহণ করছেন আপনিই  
আপো।

চায়া। বটে। ( স্ত্রীকে ) দিখিটা ত তাজল তোমাকেই কব্বে, হচ্ছে  
মক্ষিবাণী—জানতে বখন পানলামই তখন তো আব ছাড়তে পাবি  
না। যে দিনকাল পড়েছ বাবা, এক সঙ্গে বিশ বৎসর ঘর-কন্না  
কলেও স্বামী জীবিত থাকতেই মাগ বলে ও আমার স্বামী নয়—  
শ্রদ্ধ হতে না হতেই যে তুমি আব এক শালার গলার মালা দেবে,  
আব সেই শালা পবমানন্দে আমার বথা সর্বস্ব কব্বে জোগ,  
স্বর্গ থেকে তাই আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'বে দেখবো - আব ক'ব্বে  
পাববো না কিছুই—তাতো হ'তে পাবেনা মক্ষিবাণী! দিখিটা  
এখনই কোবে ফেল দেগি—আমিট স্বর্গে গেলে বিয়েটি আর  
কোববেনা—

স্ত্রী। ভালো বিপদ। তাই কি আমি পাবি?

চায়া। খুব পাবো - বাপ মা জান্নী লোক—সাধে কি আর নাম  
কেপেছিলেন মক্ষিবাণী—তাই ত আমি বলি—

নিহিব। থাক থাক ওসব ঘরের কথা ওসব ঘরে গিয়েই

চায়া। ঘরের কথা। কে না জানে মশাই। আচ্ছা বেশ, চলো ত ঘবে  
—তারপর—সে আমি দেখে নিচ্ছি—( খনাকে ) যে উপকারটা আজ  
করলে মা—( স্ত্রীকে ) দিবি কব—দিবি কব—কর এখনও দিবি—

খনা।

মিহির। আ হা-হা থাক না এখন। আসুন—আপনারা এখন আসুন।

ছাত্র-ছাত্রীসকলে ইঙ্গিত করিতে তাহার। কোলাহল করিয়া

উজ্জয়ের পিছনে বাওয়া করিল

মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে তো খনা দেবী ?

খনা। অর্থ ?

মিহির। কিন্তু আমি বলি লোক-সমক্ষে আমাদের এত হেব বববাব  
এই চেষ্টার কি কোন প্রয়োজন ছিল ? নৈশবে মাগব-জলে  
ভেসে এসে আমি এই সিংহলে কূস পেয়েছিলুম, তোমাব পিতা-মাতা  
দয়া ক'রে আমাদের লাজন পালন কবলেও আমি কুলদীন, গোত্রদীন  
—এই অর্থ্যাতি এই অমর্যাদাট কি যথেষ্ট নয় বাজকতা ?

খনা। যে আমাদের বাজবজ্ঞা বাঁচ সন্তোষন কবে তার কথার উত্তর  
দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছাদান।

মিহির। তার পূর্বে জানা আবশ্যক সত্ত্ব কোন নামে অভিনন্দন করবাব  
অধিকার আমার আজ আছে কিনা। বিশেষ গুরুদেবকে বাজপুত্রে  
যে উদ্দেশ্যে ডেকে নেওয়া হয়েছে - তা জানবাব পবও ?

খনা। সেই অধিকারই সত্যিকার অধিকার—যা কোনক্রমেই  
কেউ কোনদিনই ত্যাগ করবে না। না—আজও না। যে  
কোন নামে, যে কোনরূপে অভিনন্দন করবাব অধিকার আমি  
দিতে পারি—হবত বা দিযেওছিলাম, কিন্তু সে অধিকার যদি  
কেউ ত্যাগ কবে—ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক,  
—আমি বলবো সে আমাকে কোন-দিনই গ্রহণ করে না—  
অন্তরের সঙ্গে।

শশব্যস্তে মহাকালের প্রবেশ

মহাকাল। এই যে! তোমরা! শুনেছ তো মা! শুনেছ মিহির?  
থনা মাব বিয়ে (একান উত্তর না পাইয়া) শুনেছ নিশ্চয়। সবাই  
শুনেছ—আমি বরং শুনলুম অনেক পরে। তা হোক আর সময়  
নেই—মহারাজ বলেছেন আজই ঘোটক বিচার কবে দিতে হবে।  
মিহির, এসো ত বাবা—আমাকে একটু সাহায্য কর। থনা মা!  
বিয়ে হলেও জ্যোতিষ চর্চাটা ছেড়না—তুমি মা দাগাং সবস্বতী  
এস মিহিব—এই হচ্ছে থনাব জন্মপত্রিকা—আব এই হচ্ছে বাহুলের—  
থনা। মাকে আমি বলেছি শুকদেব, বাহুলের সঙ্গে আমার বিবাহ  
হবে না।

মহাকাল। সে কি মা। সব যে ঠিক। অবশ্য ঘোটক বিচারবাদি  
এখনও হয়নি। কিন্তু তা—

থনা। ঘোটক বিচার কবতে হয় বকন। কিন্তু আমি আমার ভাগা-  
বেথা বিচার কবেছি। অশ্ব কোন বিচার না হয় থাক। আমি  
বলছি বাহুলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে না।

মহাকাল। বড়ো গোলমালে কথা! কিন্তু মা, আমি ত ঘোটক বিচার  
না কবে পাবি না। মহাবাজ আমায় ডেকে বললেন—কালই  
আছে লগ্ন—কালই হবে বিয়ে। আমি বরং বলেছিলাম এত তাড়া  
কেন? তিনি বলেন, বিশেষ কারণ আছে। গোপনে আমার বললেন  
—তা তোমাদের বলতে বাধা নেই, কাবণটা বিশেষই বটে। মহারাজ  
হয়েছেন বৃদ্ধ—জরা-জীর্ণ। সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, লঙ্কার বক্ষবংশ  
বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বদ্ধপবিকর হয়েছে। তারা বন্ধে বাঙলার

অম্মা

বিজয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত সিংহ-বংশের শাসন আর আমরা সহিবো না—  
তোমার পিতার নিকট এর মধ্যেই তারা দাবী জানিয়েছে—লঙ্কার  
সিংহল নাম তুলে দিতে হবে। কথাটা তো অন্তায় নব মা। মহারাজ  
এ সম্বন্ধে অবশ্য এখনও কিছু স্থির করেন নি—কিন্তু বাহুলের সঙ্গে  
তোমার বিবাহ স্থির ক'বে ফেলেছেন। বাহুল হচ্ছে বিজিত বক্ষ  
রাজবংশের শেষ বংশধর। তার সঙ্গে সিংহ-বংশের একমাত্র উত্তরাধি-  
কারিণী তোমার বিয়ে হ'লে লঙ্কার বক্ষ-রাজবংশের সঙ্গে বাহুলের  
সিংহ বংশের যে মিলন সংস্থাপিত হবে তাতে সম্ভাবিত বক্ষ-বিদ্রোহ  
অসম্ভব হবে—দেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। তা বাহুলও মা তোমার  
অনুবাগী, এবং বংশমর্যাদায় ও গুণ-গরিমায় তোমার সর্বাংশে  
উপযুক্ত নব মা? কি বল মিহিৰ?

মিহিৰ। দেশের শান্তি বক্ষার্থে।—

ধনা। (দপ্ কবিয়া জলিমা উঠিয়া) দেশের শান্তি অশান্তি বিচার না  
ক'বে গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন কর্তে বোটক বিচার কবাই  
বরং ভালো (ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া) গুরুদেব! গুরুদেব! স্বামী  
দ্রাব অগ্র-পশ্চাৎ মৃত্যু গণনা যে ক'তে পারেনা তাকে আপনি  
আপনার সাহায্যের জন্ত ডাকছেন তাও বা সহ্য হয়—কিন্তু এ আমি  
সহ্য ক'তে পারি না যে... এত আশাতেও আপনার ঐ শিষ্যের  
চৈতন্য হয় না। কাপুরুষ আর কাকে বলে আমি ত জানি না  
গুরুদেব।

বহাকাল। ব্যাপার কি মিহিৰ? তোমাদের উভয়ের মধ্যে কি <sup>দেখুন</sup>  
কলহ হইবে?

অনুরে রাহুলের প্রবেশ

না—না কলহ কব্বে কেন। ছিঃ তোমরা দুজনে একসঙ্গে আশিশব  
প্রতিপালিত হয়েছ ঠিক যেন সহোদর ভাই বোন। উভয়েই  
একসঙ্গে খেলা খুলা করেছে, আমার এখানে বিদ্যাভ্যাস করেছে,  
তোমাদের মধ্যে যে কলহ বড়ই অশোভন—বিশেষ খনাব এই শুভ-  
পরিণয়ের প্রাকালে। খনাব বিবাহের অনেকখানি ভারই যে  
তোমাকে নিতে হবে মিহিব। উৎসবের ব্যবস্থা, বিবাহের আয়োজন,  
সবই যে তোমাকে দেখতে হবে। না—মিহিব, খুব উৎসাহ নিধে  
আমার সঙ্গে এসো দেখি চল আমার নিভৃত-কক্ষে বোটক বিচারটা  
খুব ভালো হবে কব্বে হবে। খনা মা হচ্ছে খেবালী মেয়ে। বলে  
কিনা বাতলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। সেযেবা অমন বলেই  
থাকে। এত ঐ বলছে অন্ত মেয়ে হ'লে বলতো—

রাহুল। বনতো “সে কি মা বিয়ে। আমি করব না”।

মহাকাল। এই যে বাহুল। এস পড়েছ বাবা! ভালই হয়েছে।  
শুনলে ত সব। তু ভাই বোনের এই ঝগড়া মেটাতেই বিলম্ব হয়ে  
গেল। তা তুমি খনা মাব সঙ্গে একটু গল্প কর আমি আর মিহিব  
একটু বোটক বিচার কব্ছি।—

মিহিবকে লইয়া অন্তর প্রস্থান

বাহুল। খনা দেবী। আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে না একথাটা  
তোমার নিজের মুখে শুনলে বলার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পার্ভাম ওটা  
‘বরাদ্দ’ সূচক কি অনুরাগ সূচক। (খনা উত্তর দিল না) “মোনং  
সম্মতি লক্ষণম্” শাস্ত্র বাক্য। অতএব ধরে নিচ্ছি—



খন্দা।

খন্দা। বেশ তো ধরুন না, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হল। তারপর ?

রাহুল। ফুলশয্যা—

খন্দা। নিশ্চয়। তাবপর ?

রাহুল। জীবনের স্বপ্ন। স্বপ্নেব জীবন।

খন্দা। বেশ—বেশ ! তাবপর ?

রাহুল। তাবপর, তুমি বল খন্দা, আমিই কি আজ সব কথা কইব ?

তুমি কি কিছুই বলবে না ?

খন্দা। বলবার জন্ত আমি ছট্-ফট্ করছি। বলি ?

রাহুল। বল—বল—

খন্দা। বুদ্ধ পিতা আব কয়দিন। বেই চোপ বুজছেন অমানি—আকাশ-

নাশ প্রকল্পিত হবে মহা-মহাসম্মেলনে হবে অভিষেক উৎসব। কি

উজ্জল দৃশ্য ! স্বর্ণ-সিংহাসনে রাজ-ছত্রতলে রত্নকুল-বন্দিতা বাঙালি

সংস্কার-কল্যাণ আমি। আব পদতলে তুমি কি উচ্চপদ চাও রাহুল ?

—মন্ত্রী ? মন্ত্রী চাওনা ? সেনাপতিত্ব তোমায দিতে পারব না...

বেশ তবে... কৃষিবিভাগ ?

রাহুল। খন্দা ! খন্দা !

খন্দা। কৃষিবিভাগ যদি অভিলাষ নয়, কলাবিভাগ ?

রাহুল। খন্দা। আমি তোমার স্বামী !

খন্দা। ( সহজভাবে ) তুমি ভুলে যাচ্ছ যোটক বিচাবও বাকী—

রাহুল। যোটক বিচাবের আবশ্যকতা ধার আছে তার থাক। অন্য

কোনরূপ বিবাহে আমার অকিঞ্চিৎ নেই, তবে আমি নিজে বিবাহের

রাস্তা বিবাহ। রাস্তা বিবাহ কি জানো ?

থনা। নিশ্চয়ই জানি। হই না খেন বাঙালীর মেয়ে কিন্তু রাজস্ব  
করছি রাজস্বের দেশে। রাজস্ব কি তাও জানি—রাজস্ব বিবাহও  
জানি। কিন্তু তুমি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছে কেন বলত? বেল্লপ  
বিবাহই হোক উত্তরাধিকারীদের বিধান বদলাবে না! রাজকুমার  
যেখানে নেই, সেখানে সিংহাসন হ'চ্ছে রাজকুমার, রাজ-জামাতাব  
নয়। না-না রাজল, রাজস্বের রক্ত-চক্ষুতে কিংবা তার পুত্র-  
শক্তিতেও এ বিধান বদলায় না--বদলাবে না।

বাহুল। যদি তোমাকে হত্যা করি?—

থনা। তবে আমাকে বিয়ে ক'রা হয় না।

বাহুল। আমি তোমাকে—আমি তোমাকে ভালবাসি থনা--

থনা। কিন্তু থনা কাকে ভালবাসে তা তুমি জানো না।

বাহুল। সে আমি অনুমান কর্তে পারি থনা—তবু আমাকে দয়া কর্তেই  
বলছি থনা। সত্যই আমি তোমাকে ভালবাসি। রাজস্বের  
কুমার মতো স্নাতক অত্যাচার আমার প্রেম-তুমি উপেক্ষা করোনা  
করোনা থনা--তুমি আমার দয়া কর, দয়া কর--থনা!

থনা। দয়া ক'রে প্রেম হয় না বাহুল। তুমি কিছু জানো না—কিছু  
জানো না রাজল!

বাহুল। যদি বলি সিংহাসনে তুমিই উপবেশন করো থনা-পদতলেই  
আমি বসবো—

থনা। বলোনা, বলোনা রাজল--ও কথা বলোনা। এক্ষণ যদিও বা  
কথা কইছি—চেষ্টা দেখছি—ও কথা বললে এইখানেই নিবেদন  
ইতি—এবং ববনিকা পতন!

আমার

রাহুল ! থনা !

থনা । আর যে কি তোমার বলবার আছে এবং আমার শোনবার  
আছে ভেবে পাচ্ছি না । বরং তুমি শুনতে পার—

রাহুল । কি ?

থনা । একটা গান—

—গান—

চাঁদ ওঠে উজলিয়া গগনে—

কতজনে মুঠি ভরি ধরে তারে স্বপনে !

তাবে কিবা কব আব—

যেবা জেগে অনিবাব—

চায় সুদূরেব শশী—তাব নিজ ভবনে ।

মহাকাল ও মিত্রিরর প্রবণ । জাতে কন্য পম্বিকাদয়

মহাকাল । এই যে । বেশ । বেশ । কিন্তু একটু গোলমাল হ'য়ে  
যাচ্ছে যে—

ক্ষত্র বিট শূদ্র বিপ্রাঃ স্ত্র্যঃ

ক্রমাগ্রেষাদি রাশয়ঃ ।

পুংসাঃ বর্ণাধিকা কন্তা

নৈবোদাহা কদাচন ।

বরের বর্ণাপেক্ষা কন্তার বর্ণ শ্রেষ্ঠ হইলে সেই কন্তাকে কদাচ বিবাহ  
করিবে না । এখানে ঠিক তাই হ'চ্ছে—চিন্তনীয় ষটে ।—

## প্রথম অঙ্ক

মিহির। চিন্তনীয় কি বলছেন প্রভু! এ বিবাহ কখনও হ'তে পারে না। অষ্টমে পাপগ্রহ - যদি জ্যোতিষ সত্য হয়, এ বিবাহের কল কল্লার মৃত্যু।

মহাকাল। মহারাজ এদিকে সব আয়োজন প্রস্তুত করে কেলোছেন— অথচ এই বিচারের পর আমিই বা তাকে কি করে বলি এ বিবাহ হোক—তিনিই বা কি কবে জেনে শুনে এ বিবাহ দেন?—

খনা। তাইতো! কি হবে গুরুদেব।

বাহুল। বুঝলাম। উত্তম। আমার পথ আমিই দেখছি। উত্তম! উত্তম! এখনি যদি বিবাহের বাস্তব বেজে ওঠে...চমকে উঠোনা রাজকন্যা—

খনা। বিবাহের বাস্তব শোনবাব জন্তু কুমারীবা উন্মূখ হয়েই থাকে বাহুল। চমকায় না।

রাহনের প্রস্থান

মহাকাল। না—না—এ সব কি কথা। মিহির...এস তো—আর একবার ববং ভাল করে—

খনা। ঐ অন্তমনস্ক শিশু নিয়ে? তবেই হোয়েছে। যদিওবা কিছুমাত্র আশা ভরসা ছিল...তাও গেল।

মহাকাল। না—না,—তা হ'লে...মিহির তুমি ববং...ই্যা আজ তোমাকে একটু অন্তমনস্কই দেখছি বটে। আচ্ছা, খনা মা, তুমি নিজেই এসে দেখনা—

খনা। আমি ত দেখেছি এ বিয়ে হবে না। বরং আপনি দেখুন আমার ভুল হ'ল কোথায়!

খন্না।

মহাকাল। হ্যাঁ। মা...কিন্তু বিয়েটা হলেই বড় ভাল হ'তো...আমাদের  
রক্ত কুলের এখু বদি তুমি হও মা, আমাদের কুল হবে উজ্জল, আনন্দ  
হবে আমার সব চেয়ে বেশী—কারণ আমি জানি তুমি কি! না—মা,  
আর দেবী কবব না রাহুলের গতিকটা ভাল দেখলাম না, কখন  
কি করে বসে কে জানে। আমি ববং মহারাজের কাছে গিয়েই  
সব বলে আসছি—

খন্না। না, তা হলে তো আপনার আর কিছুতেই দেবী কবা চলে না।—

মহাকালকে রওনা করিয়া দিলেন

সত্যই আব দেবী করা চলে না। কখন কি হয় কে জানে (ভূমিতে  
রেখাপাত কবিয়া কি দেখিয়া) শনিবার—বার-দোষ নেই, তিথি  
নিবেধ নেই—প্রশস্ত-নক্সত্র—অতএব গোধূলি লগ্নেই আজ আমার  
বিষে। মিহিব!

মিহির নীরব রহিলেন

খন্না। কি কথা কইছ না যে? দেশের শাস্তি?

মিহির। রাহুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ হতে পারে না। কখনো না—

এ বিবাহ হলে তোমার নিশ্চিত অকাল মৃত্যু—

খন্না। দেশের শাস্তি অশাস্তি যে বিচার কন্তে যায় তার মুখে একথা।

কিন্তু একথা শোনে কে! দলবল নিয়ে রাহুল এখনি আসছে।

আজই হবে আমার বিয়ে!

মিহির। অসম্ভব! রাহুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ—আমি জীবিত  
থাকতে নয়।

খনা। আমার জীবনের জন্ত তোমাব এ দরদ বিচিত্রই বোধ হচ্ছে মিহির।  
মিহির। বিচিত্র বোধ হবে বৈকি! ভূমিকম্প যেদিন হয় সেদিন  
বিচিত্রই বোধ হয়...কিন্তু সে কি একদিনের রচনা? একদিনের রচনা  
খনা? দিনের পর দিন—রাতে পর রাত—বর্ষের পর বর্ষ, তোমার  
চোখেব আড়ালে তোমার জ্ঞানের অন্তরালে...তোমার মনেব  
অজ্ঞাতে তিলে তিলে . ধীবে ধীবে...চুপি চুপি সে হয়েছে রচিত।  
আজ আজ হয়ত সেই ভূমিকম্প—খনা! যে বিবাহে তোমার  
জীবনহানি অবধাবিত, আমার জীবন থাকতে সে বিবাহ আমি হাতে  
দেব না—দেব না খনা।

খনা। যদি আমার পিতামাতা এ বিবাহ চান?

মিহির। আমি তা মানবো না। অসুভব কর্তে পারি—অসুভব কর্তে  
পারছি আমি জীবনে এমন মুহূর্ত্তও আসে যখন মনে হয় এবং তা  
মিথ্যা নয় যে, তোমার পিতামাতাব চেয়েও আমি বড় . আমার  
জীবনে সেই মুহূর্ত্তই হয়তো এসেছে। তাই আজ আমি সকল বাধা  
সকল বিঘ্ন তুচ্ছ করতে পারব তোমাব জন্ত।

খনা। হ্যাঁ ভূমিকম্পই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু আমার কি গতি হবে  
বলত? রাহুলকে না হয় তাড়ালে, কিন্তু তারপর?

মিহির। সে আমি জানিনা খনা।

খনা। তবে কি জানব আমি! একি সেই মুহূর্ত্ত নয় মিহির যে মুহূর্ত্তে  
তোমার মনে হ'চ্ছে তুমি আমার আত্মীয় স্বজন পরিজন সবার চেয়ে  
বড়? তা যদি হয় আমার মনেব দিকে . মুখের দিকে তুমি চাইতে  
বাধ্য—বাধ্য—

খনা।

মিহির। আমি কি বুঝছি না খনা...বুঝছি না খনা তুমি কি বলছ? কিন্তু তুমি হয়ত ভুলে গেছ,—হ্যাঁ ভুলেই গেছ খনা, আমি গোত্রহীন, গৃহহীন অজ্ঞাতকুলশীল নিঃস্ব বুধক। এই ক্লান্ত সত্যটি শ্রবণ ক'বেও কি আমাব সঙ্গে এমনি খেলা খেলবে তুমি?

খনা। খেলা। যা হল জীবন-মরণের কথা—মান-সম্মানেব কথা—তাই হল খেলা! বাঙলার সিংহ-বংশের এক কন্তাকে ভয়ে আত্মদান করতে বাধ্য করবার জন্য আসছে লঙ্কার অনার্য রাক্ষস তার নাম খেলা। ভারতীয় আৰ্য-রক্তকে কলঙ্কিত, লাঞ্ছিত করবার জন্য উন্মুক্ত তরবারী হাতে ছুটে আসছে অনার্য রাক্ষস...পাশ্বে দণ্ডায়মান তুমি...এক ভারত সন্তান।

মিহির। ভারত সন্তান!

খনা। হ্যাঁ তুমি ভারত সন্তান...নির্ভীকার চিত্তে বলছ কিছু নয়, খেলা!

মিহির। আমি ভারত সন্তান?

খনা। হ্যাঁ, তুমি ভারত সন্তান।

মিহির। কি বলছ খনা? তুমি কি বলছ খনা?

খনা। জ্যোতিষ বা ঘোষণা করেছে তাই বলছি মিহির!

মিহির। আমি ভারত সন্তান!

খনা। তুমি ভারত সন্তান!

মিহির। কে বলে?

খনা। আমি। বহু বর্ষের সাধনার আমি স্বয়ং রচনা করেছি

## প্রথম অঙ্ক

তোমার জন্ম-পত্রিকা। যদি জ্যোতিষ-শাস্ত্র সত্য হয়, আমি ঘোষণা করছি তুমি ভারত সন্তান, ভারতবর্ষের পরম পবিত্র আৰ্য্য-বংশ জাত। পিতা তোমার বিশ্ববিখ্যাত মনীষী, মাতা তোমার সাক্ষাৎ ভগবতী।

মিহির। সত্য। সত্য?

থনা। অঙ্করে অঙ্করে সত্য।

মিহির। থনা! থনা! তুমি যখন বলছ তবে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। নব-জন্ম—আজ আমার নব-জন্ম। কোথায় কোথায় আমার সেই জন্ম-পত্রিকা? কে কে আমার পিতা...কে আমার মাতা?

থনা। পিতৃ-পরিচয় লাভ করবার সে শুভক্ষণ তোমার জীবনে এখনও আসে নি মিহির। যখন আসবে তোমার প্রণয়ের অপেক্ষা কর্কশনা। সেই হবে আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় মুহূর্ত্ত। কিন্তু তা আজ নয়।

মিহির। কিন্তু থনা—কিন্তু থনা—

থনা। বুণা তুমি ব্যাকুল হচ্ছ মিহির! পিতৃ-পরিচয়ের জন্য শুভ মুহূর্ত্তের যে অপেক্ষা করতে হয়। জ্যোতিষের এ জ্ঞান-টুকুও কি তুমি হারালে? (হঠাৎ কি দেখিয়া চীৎকার কবিতা উঠিলেন) এ কি! তিলক! এমন কেন? কি সর্কনাশ!

মিহির। তিলক। তাইতো! উন্মুক্ত রক্তাশ্রুত অঙ্গি হস্তে ছুটে আসছে—



খনা।

কৈশোর বোবনের সন্ধিক্ষেপে অবস্থিত তিলক উন্মুক্ত  
রক্তাপ্লুত অসি হস্তে ছুটিয়া আসিল

খনা। এ কি তিলক ! এ ভাবে তুমি—

তিলক নীরব রহিল

কি করেছি। তুই কি করেছি।

তিলক। বাহুল্যকে আমি বধ করে এলাম দেবী !

খনা। উঃ .. কেন—কেন তিলক ?

তিলক। তুমি তাকে কি ব'লেছ জানিনা। সে এখান থেকে গিয়ে  
একদল রাক্ষসকে ধর্মের দোহাট দিবে উত্তেজিত ক'রে—অস্ত্র-শস্ত্র  
নিযে এখানে আসছিল, আর ঘোষণা করছিল “সিংহ-বংশের সিংহিনী  
আজ রক্ত-বংশের দাসী হবে—কে দেখবে এস।” আমি তোমাকে  
রাজপুরীতে নিয়ে যেতে আসছিলাম। পারলাম না আমি তোমার  
সে লাঞ্ছনা সহিতে। সোজা গিয়ে বাহুল্যকে হৃদয়বুদ্ধে আহ্বান করলুম ..  
সে আমাকে কণাঘাত ক'রে হেসে উঠলো। অলীল অভদ্র ভাষায়  
সে পুনরায় তোমার লাঞ্ছিত করল। সহ্য করতে পারলাম না, আমি  
ছুটে গিষে তার বুকে তোমার দেহরক্ষার এই অসি আমূল বিদ্ধ ক'রে  
তার রসনা দিলাম চিরতরে শুষ্ক করে।

খনা। তিলক। তিলক ! তুমি আজ আমার জয় তিলক ! তারপর  
—তারপর তিলক ?

তিলক। কথার সময় নেই দেবী ! উত্তেজিত রক্ষণ তোমায় বন্ধিনী  
করতে ছুটে আসছে। এই নাও আমার অস্ত্র, বাহুল্যের রক্ত-রঞ্জিত

## প্রথম অঙ্ক

এই বিজয়-অস্ত্র...আমি রক্ত-বিদ্রোহের সংবাদ মহারাজকে জ্ঞাপন করতে চললাম—যতক্ষণ না রাজসৈন্য এসে উপস্থিত হয়, যে প্রকারে পার আত্মরক্ষা ক'র।

খনাকে অসি দিরা ছুটির চলিরা গেল

মিহির। এখনি তারা আসবে। তোমার ঐ অসি আমার দাঁও খনা—  
খনা। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে এই পুণ্য-পুত অসি আমি শুধু তারই  
হাতে তুলে দিতে পারি মিহির—যে ধর্মসাক্ষী ক'রে আমার বুকে  
টেনে নিষে বলবে, আমি তোমার ইহকালে—পবকালে—  
মিহির। খনা!—খনা।

খনা। হ্যাঁ, তাবই হাতে,—শুধু তারই হাতে আমি দিতে পারি  
এই অসি...তা যদি না দিতে পারি...এ অসি নারীর হৃদয়  
হৃদেই শোভা পাবে—বলিষ্ঠ সবল পুরুষ তুমি দাঁড়িয়ে তাই  
দেখবে।

মিহির। খনা। ধর্মসাক্ষী করেই বলছি খনা, দাঁও তোমার অসি...  
আমার ভীক প্রেমকে তুমি—তুমিই যখন দিলে সাহস, আর আমি  
ভয় করি না খনা। উর্ধ্বেব আকাশ—অস্তরের অন্তর্যামী—তিলকের  
অসি এবং রাহুলের রক্ত সাক্ষ্য রেখে আজ এই গোখুলি লগ্নে আমি  
তোমার পানিগ্রহণ ক'লাম খনা!

তববারি হইতে রক্ত লইয়া তদ্বারা খনার সীমন্তে

সিঁদুর রেখা টানিয়া দিলেম খনা তাহাকে

\*\* প্রণাম করিরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন

খনা।

খনা। মিহির! শ্রিতম। আর দেবী নয় এইবার তবে ছুটে

চল—

মিহির। কোথায়? কোথায়?

খনা। সমুদ্রের বুকে—

মিহির। কেন—কেন খনা?

খনা। পিজালয়ের খেলা ভাঙলো। বধু চললো স্বামীর হাত ধরে—

খণ্ডরালয়ে—সমুদ্রের ওপারে ভারতবর্ষে!—

মিহিরকে টানিয়া লইয়া খনা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইল

মাগুচর রক্ষনায়ক বিশালাক্ষের প্রবেশ

বিশালাক্ষ। ঐ যে খনা...পালাচ্ছে, সাবধান!

বক্ষণ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া তীরক্ষেপ উত্তত হইল। খনা নৌকায় উঠি গেলেন

কিরিয়া আসিলেন। পক্ষাত আসিলেন মিহির। বিশালাক্ষের সম্মুখে গিয়া

খনা। কি চাও?

বিশালাক্ষ। প্রতিশোধ—রাহলের মৃত্যুর প্রতিশোধ।

খনা। অর্থাৎ আমার মৃত্যু চাও?

বিশালাক্ষ। না। বত অসভ্যই তোমরা আমাদের মনে কর না কেন,

ক্ৰী-হত্যা আমরা করি না।

খনা। তবে?

বিশালাক্ষ। রাহলের অন্তিম-বাসনা আমরা করব চরিতার্থ। সিংহ-

বংশের সিংহিনী। দ্রুপ আমরা তোমার করব চূর্ণ। রাহলের

শবদেহের সঙ্গেই হবে তোমার বিবাহ—

## প্রথম অঙ্ক

থনা। শব্দেহের সঙ্গে বিবাহ। চমৎকার! কিন্তু একটু বিলম্ব  
হ'য়ে গেছে সেনাপতি! বেনী নয়, সামান্য, বিবাহ আমার হ'য়ে  
গেছে!

বিশালাক্ষ। বটে। কার সঙ্গে বিবাহ হল শুনি?

থনা। কুলত্যাগ ক'রে বার সঙ্গে অকূলে ভাসতে যাচ্ছি—দেখ্ছো না?

বিশালাক্ষ প্রভৃতি। মিহির!

থনা। মিহিব।

বিশালাক্ষ। হাঃ হাঃ হাঃ ওসব আমরা মানি না। (অন্তরদের  
প্রতি) বন্দী কব।

থনা। বন্দী কব! বটে! উত্তম ফিরে চল মিহির প্রাসাদে।

মিহিব। সে কি থনা?

থনা। হ্যাঁ ফিরে চল প্রাসাদে। মূর্খের দল। ওরা এনেছে আমাকে  
বন্দী ক'বতে। ভুলে গেছে যে আমি রাজকন্যা, সিংহল-সিংহাসনের  
ভাবী উত্তরাধিকারিণী। না তবে আব দিখা নয় মিহির! ফিরে  
চল,—ফিরে চল প্রাসাদে।

মিহির। কিন্তু—

থনা। কিন্তু নয়। ফিরে আমাকে যেতেই হবে। কেননা, ওরা  
স্বাধীনতা চায় না। ওরা—ওবা চায় চির অধীনতা। ওরা  
চায়—আমি ফিরে গিয়ে ওদের শাসন করি, পেষণ করি,  
পাঁড়ন করি। শুধু আজ নয়—বংশ-পরায়ুক্রমে, চিরদিন—  
চিরকাল—

রক্ষণ। না, কখনো না—

অম্বা

ধনা । হাঁ তাই । তা না হলে আমার অভাবে—সিংহ-বংশের উত্তরাধি-  
কাবীষ্মের অভাবে—লক্ষ্য রাঙ্গস-বাজষ্মের হবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা  
—এ কথা জেনেও কেন—কেন বাঙ্গলার সিংহ-কন্যাকে বন্দনা  
কর্যাব জন্ত বন্দী ক'বে যাবে নিয়ে যেতে চাও ? কেন ?  
কেন ?

রক্ষণ । না না, চাই না ।

ধনা । সেনাপতি !

বিশালাক্ষ । না, চাই না ।

ধনা । তবে বিদায় ।

মিহিরের হাত ধরিয়া সমুদ্রের দিকে যাইতে ছিলেন । এমন সময়ে

অদূরে সামরিক বাজসহ রাজ-সৈন্যগণের ধ্বনি শোনা গেল—

ক্রমে ক্রমে সেই ধ্বনি নিকটতর হইতে লাগিল

সিংহলেশ্বর জয়তু !

সিংহলেশ্বর জয়তু !

সিংহলেশ্বর জয়তু !

বিশালাক্ষ । ( সাতকে ) রাজসৈন্য !

রক্ষসৈন্যগণের মধ্যে বিষম চাকলা—তাহারা পালাইতে চাহিবে এমন সময়ে

ধনা । রক্ষস ! বন্ধুস ! যদি দেশের স্বাধীনতা চাও, পানিয়ো না—  
পালিতে দাও আমাকে । রাজসৈন্য এসে যদি দেখে তাদের  
রাজকন্যা রাজ্য ছেড়ে—সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে স্বামীর হাত  
ধরে—স্বামীর ঘর করতে চলো চিরতরে—তারা কিপ্ত হ'য়ে ছুটে

## প্রথম অঙ্ক

এসে আশ্রয় ধরে রাখবে। বধু হারাবে স্বামীর ডিটা—তোমরা  
হারাবে স্বাধিকার, বুঝেছ—বুঝেছ কি বন্ধুদল? যদি বুঝে থাক—  
জীবন পণ করে স্বাধীনতার এই অপূর্ব সংগ্রামে ক্ষণেক দাঁড়াও—  
শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ না আমরা সমুদ্রের ঐ দিকচক্রবালে মিশে যাই  
চিরতরে বন্ধু—চিরতরে।

বিশালাক্ষ। দেবী। দেবী। আজ তোমার একি কপ দেখলাম  
দেবী! নির্যাতিত-উৎপীড়িত-রক্ষকুলের মহিমাময়ী মা! তোমার  
সৈন্ত আজ আমরা। (জানু পাতিয়া) অশীর্বাদ কর।  
পনা। নির্ভগ হও। লক্ষা স্বাধীন হোক।

বিশালাক্ষ ও সৈন্তগণ নতজানু হইয়া অশীর্বাদ গ্রহণ করিল— পনা  
মিহিরর হাত ধরিয়া সমুদ্র-পথে ছুটিলেন

## দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ববাহের পাঠগৃহ

সন্ধ্যা-রাত্রি

গান গাহিতে গাহিতে মদনিকা ও তবলিকা ধূপের ধোঁয়া দিয়া

সন্ধ্যা রাত্রিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল

উভয়ের গীত

তবলিকা ।

সন্ধ্যায় অলকে

নীপ বাঁধি বল কে

বাতায়নে বসে একা নীরবে,

মদনিকা ।

ধূপ-ধোঁয়া-গন্ধে

মন নাচে ছন্দে

জ্যোছনায় একা ঘরে কি ববে !

তবলিকা ।

আজি এই সন্ধ্যায়

কার পানে মন ধায়

বল দেখি মুখ খুলে বালিকা—

মদনিকা ।

যেবা আসে স্বপনে

তারি গলে গোপনে

দেবো কবে তুলে মম মালিকা !

## দ্বিতীয় অঙ্ক

- তর। কি স্নানর জ্যোৎস্না, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে।  
মদ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) বিভাবরী বিষধরি ভোগন্ত ভিমোমনিঃ—  
তব। সে আবার কি ?  
মদ। ওকি চাঁদ না সূর্য ?  
তর। সন্ধ্যাবাতে সূর্য ?  
মদ। তাইত, তবে চাঁদই। না, তাও নয়। চন্দ্রের কিরণ ত এত প্রখর  
নয়। ও দাবানল সখি, দাবানল !  
তর। দাবানল আকাশে ? সে কি সখি ?  
মদ। তবে বজ্র।  
তব। কিন্তু আকাশে মেঘই বা কই ?  
মদ। হ'য়েছে সখি হ'য়েছে। রাত এলেই বিরহিণীদের কি মনে হয়  
জান ? মনে হয় এ ত রাত নয়, যেন সাপ, আকাশের ঐ বে চাঁদ  
সে ঐ সাপেরই মণি !  
তর। এ কবিত্বের কাছে কালিদাসও পরাজয় স্বীকার করবেন সখি !  
মদ। হিঃ সখি, ( কালিদাসের উদ্দেশ্যে নমস্কার ) ও কথা মুখে আনলেও  
পাপ হয়। এ যে তাঁবই শ্লোক !  
তর। মাঠেঃ ! মাঠেঃ !  
মদ। কাকে বলছ সখি ?  
তব। তোমাকেও আর ঐ যে লোকটি হস্তদন্ত হ'য়ে এদিকে ছুটে  
আসছে... ওকেও।  
মদ। (তাহাকে দেখিয়া সোল্লাসে) সখি ! সে আসছে...ছুটে আসছে—  
তর। মাঠেঃ ! মাঠেঃ !—



কামনা

ছটিয়া পুঁথি হাতে কামন্দকের প্রবেশ

কামন্দক । রক্ষ মাং—রক্ষ মাং—

তর । মাইভঃ... মাইভঃ... ব্যাপার কি ? ব্যাপার কি ?

কাম । (পশ্চাতে অবলোকন করিতে করিতে) বিষম । ভীষণ । তরানক !

পুঁথিগুলি ধব তরলিকা ।

তর । ( পুঁথি লইয়া ) মদনিকা !

ব্যঞ্জন করিতে ইঙ্গিত

মদ । ( ব্যঞ্জন করিতে কবিত্তে ) ভয় পেয়েছেন ?

কাম । আমি পুঁথিগুলি নিয়ে শাজ্ঞালোচনার জন্ত তোমাদের এখানে আসছিলাম—হঠাৎ ঐ বাতীর সম্মুখে এক হস্তিনী—

তর । হস্তিনী ?

কাম । মাইভঃ—দ্বীলোক । শুঁড় নয়, তাত দিয়ে ইসারায়া আমায় ডাকলো । কাছে গিয়ে দেখি—কাঁদছে । জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কি ?

তর । কি বল্লো ?

কাম । “হে পাণ্ড পুস্তককর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠ

বৈজ্ঞোহসি কিং গণিতশাস্ত্রবিশারদোহসি ।

কেনৌষধেন বদ, পশ্চতি ভর্ত্তূবদ্বা

কোর্হ্যাগমিষ্ঠতি পতিঃ সূচির প্রবাসী ॥

আমার হাতে পুঁথি দেখেই ধরে নিয়েছে আমি হয় বৈজ্ঞ না হয় জ্যোতি-  
র্কীদ এবং তাই সকাতরে তার অল্পমব, যদি বৈজ্ঞ হও, তবে বল, কোন্  
ঔষধি দ্বারা আমার ভর্ত্তুরূপা কিনা আমার শাওড়ীর কাণা চোখ

## দ্বিতীয় অঙ্ক

ভাল হয় ! আর যদি জ্যোতির্বিদ হও তবে গণনা করে বল, আমার দীর্ঘকাল প্রবাসী পতি কতদিনে গৃহে আগমন ক'রবেন । অর্থাৎ—

মদ । অর্থাৎ ?—

কাম । আমার শাশুড়ী কাণা, চোখে দেখতে পাননা—পতিও প্রবাসে ।  
অতএব—

তব । অতএব ?—

কাম । বলেই হাত ধরে টানাটানি । একটা কুৎকারে তার হাতের প্রদীপটি নিভিয়ে দিয়ে ~~কুৎকার করে~~—

তব । এখানে এলেন ? এসে ভালই করেছেন । সখীও এখানে বড়ই বিপন্ন । এ গৃহে আব কেউ নেই, মাত্র আমরাই দু'টি অবলা ।  
একটি মাত্র ভৃত্য । সে কাণা নয়, বোবা ।

কাম । কেন, আচার্য্য ? আচার্য্যণী ?

মদ । বাবা আব মা উভয়েই রাজপুত্রে আরতি দর্শন ক'রতে গেছেন ;  
শুধু আছে ঐ ভৈবব ।

কাম । গ্রহবী তবে র'য়েছে ?

মদ । ওব তবেই তো মরি ।

কাম । কেন ? কেন ?

মদ । ও যেন একটা মুকদৈত্য...ক্ৰীতদাস বটে, কিন্তু কি জানি কেন,  
ওকে দেখলেই আমার গা শিউরে ওঠে ।

কাম ॥ আমাবও । ও রকম কুৎসিত বীভৎস ক্ৰীতদাস, তোমাদের মত  
সুন্দরীর পার্শ্বে যখন এসে দাঁড়ায়...চন্দ্রগ্রহণ লেগে যায় । ও বৃদ্ধ  
হ'য়েছে...আচার্য্যদেব ওকে মুক্তি দেন না কেন ?

মদ।

মদ। ও মুক্তি চায় না।

তর। ঐ যে দূরে ওর ছায়া দেখলাম।

মদ। প্রভুর অল্পপস্থিতিতে প্রভু-কন্ডাব রক্ষণাবেক্ষণ করছে, কিন্তু ওর কাণ্ড দেখলে বোঝা শক্ত, ও আমাকে রক্ষণ করবে না ভক্ষণ করবে! কাম। তবু ভাল ও বোঝা। নইলে ওর অভিযোগ আর অভিশাপে অন্ততঃ আমি ভস্ম হ'য়ে যেতাম!

তর। আকার্কে-ইজিতে ও বাচালেব চেয়েও বাকপটু।

মদ। হ্যাঁ সখি! আমার ভয়ই হ'চ্ছে। ও হয়ত পিতাব নিকট অভিযোগ করবে আমরা বিশ্রান্তালাপ কচ্ছি।

তর। অর্থাৎ সখি বলছে, বিশ্রান্তালাভের চেয়ে কোন গুরুতর কার্যে ব্রতী হ'বাব ব্যবস্থা করুন।

কাম। না, না, না,—এসো আমরা শান্ত্রালোচনা করি। আচার্য্যদেব এসে তা দেখলে প্রীত হবেন।

মদ। আমাকে কবিতা রচনা শিক্ষা দিন্।

কাম। কবিতা? আচ্ছা তবে শোন—

“কবিতা বণিতা চৈব স্নেহদা স্বয়মগতা

বলাদাক্ষ্যমানাচেৎ সরসা বিবসায়তে।”

কবিতা এবং বণিতা ইহারা উভয়েই স্নেহাস্র আগমন করলেই স্নেহপ্রদ হয়। বলাৎকারে ইহাদের মাধুর্য্য নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়—

“কবিতা কোমল বণিতা বসেন রসিতা

রসবত্তি রসিকং যদি স পততি কঠিন হৃদয়ে

ভবত্যলগ্না প্রতিপদ ভগ্না।”

## দ্বিতীয় অঙ্ক

কবিতা এবং কোমল-বর্ণিতা উভয়েই রসবতী, উভয়েই রসিক ব্যক্তিকে  
পরম প্রীতিদান করে। কিন্তু অরসিকের হস্তে পতিত হ'লে প্রতিপদে  
দুঃখবিস্তাপন হয়। বুঝলে ?

তর। সখীর পরম সৌভাগ্য যে আপনার জায় বসিকের হস্তেই—

কাম। বল কি তরলিকা, বল কি ?

তব। সখীর কবিতা শিক্ষা হ'চ্ছে।

মদ। (তরলিকার প্রতি কৃত্রিম কোপে) বাঃ !—( বলিয়াই মুখ ঢাকিল )

কাম। কালিদাস বলেন—

“অচুচুরচ্চাকু চকোর লোচনা  
ত্রিষং কিমিনোরথবাসু জন্মনঃ  
যতোজনঃ কশ্চনবীক্ষ্যতে যদা  
পিধায় গোপন্নতি চাননং তথা।”

তব। অর্থাৎ ?

কাম। ঐ বুঝতী বোধ হয় চন্দ্রমার জ্যোতি অথবা নলিনীর শোভা  
অপহরণ করেছে। নতুবা মুখ ঢাকে কেন ?

মদনিকা অধিকতর লজ্জায় মস্তক আবৃত করিয়া বসিল

কালিদাস বলেন—

“মধ্যং হরিণাং নয়নং মৃগীনাং  
জহার মা চাকুরুতং পিকীনাং  
নচেমমীবাং কথ মায়তাক্ষী  
সদৈব সঙ্কোচন মাতনোতি।”

অন্য।

বোধ হয় স্তম্ভরীগণ সিংহের কটিদেশ, হরিণের নয়ন এবং কোকিলের  
স্বর অপহরণ করেছে। নতুবা—( মদনিকাকে দেখাইয়া ) ওরূপ  
কেন ?

ভর। সখী বাগ ক'বেছে।

কাম। তবে আমি নই—কালিদাস কি বলেন শোন—

“কোপস্বরা যদি কৃতো মখি পঙ্কজাক্ষী  
সৌখন্ত প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্ত্রং ।  
আল্লেশমর্পয় মদর্পিত পূর্বমুচে-  
র্দ্রষ্টৃক্ষতং মম সমর্পয় চুখনঞ্চ ।”

তে পঙ্কজাক্ষী ! তোমার মনে যদি আমার প্রতি ক্রোধ হ'য়ে থাকে  
তবে আমি তোমায় বা দিয়েছি, তুমি আমার তা কিবিয়ে দাও—  
কিবিয়ে দাও আমার আলিঙ্গন—আমার চুখন ।

ভৈরবের প্রবেশ ও সকলকে অবলোকন করিয়া গ্রহান

কাম। ( ভৈরবকে দেখিযাই ) এরূপ কলহ হবেই কিনা ?

“মদনস্ত দশবাস্ত কলহা বদ্ধতিঃ সহ ।”

আর এই যে অকস্মাৎ ভয়, এট যে মনস্তাপ তাব কারণ বৃহস্পতির  
দশায় রাহুর অস্তর্দশা, কিনা—

ভর। নিশ্চয় আর কথায় কাজ নেই। ঠাকুর, ঠাকুরাণীর আশ্বাস  
সবই হ'য়েছে।

কাম। এরূপ জ্যোতিষ চর্চা হচ্ছে দেখলে আচার্য্যদেব স্থখীই হবেন—  
স্থখীই হবেন।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

নেপথ্যে বরাহ । ভৈরব ! ভৈরব !

তর । ঐ আচার্যদেব !

মদনিকা সন্তরে উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল

আমাব বড় জল পিপাসা পেবেছে—আস্ছি ( পলায়ন )

কাম । তাই ত আমারও যে কি একটা—ও ভাল কথা মনে পড়েছে—  
আমি জ্যোতিষ-গ্রন্থই ভুলে ফেলে এসেছি । সেগুলি বাড়ী থেকে  
নিয়ে আস্ছি ।

বাটারন-পাথ পলায়ন

মদ । তা হলে আমিও ববং—

পলায়নে উদ্ভত এমন সময় নেপথ্যে বরাহ ডাকিল—“মদনিকা” ।

মদনিকা শব্দায় পড়িয়া ঘুরের ভাগ করিল

বরাহের প্রবেশ । পরে ধরনী ও ভৈরবের প্রবেশ

বরাহ । মদনিকা এইখানে নিদ্রাভিত্তা ?

ভৈরব ইঙ্গিতে জানাইল তাহা নহে

বরাহ । হাঁ, ঐ যে—

ভৈরব শয্যাপাশে গিয়া নতজানু হইয়া মদনিকাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল

ধরনী । ভৈরব !

ভৈরব ছুটিয়া ওঁহার সম্মুখে আসিয়া করবোড়ে দাঁড়াইল

ধরনী । তুমি আমার মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িওনা ।

বরাহ । কেন ? কেন ?

অন্য।

ধরনী। মেয়ে ওকে ভয় পায়। ওর চেহারার দিকে চাইলে তার মাথা ঘোরে। একদিন মূর্ছাও গিয়েছিল। ভৈরব! তোমাকে পূর্বেও কতদিন বলেছি—আজও বলছি—তুমি ওর সন্মুখে যেয়ো না। তোমার ছায়া যেন ওর গায়ে না লাগে। বুঝলে?

ভৈরব মনে ব্যথা পাইল কিন্তু আদেশ পালন করিবে সম্মতি জানাইল

বরাহ। তবলিকা—সে কোথায়? ভৈরব তবলিকাকে ডাক।

ভৈরবের প্রশ্ন

ধরনী। আমি বলি আর কেন? ভৈরব বৃদ্ধ হয়েছে ওকে এখন মুক্তি দাও।

বরাহ। ও মুক্তি চায় না।

ধরনী। ক্রীতদাস মুক্তি চায় না অদ্ভুত কথা। ওর হৃদয় কোন হৃদভিসন্ধি আছে। সেই জন্তই তাকে বিতাড়ন করা আরো বেশী প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে প্রভু!—

বরাহ। হৃদভিসন্ধি! ভৈরবের হৃদভিসন্ধি। হাঁ-না-তা (সহসা) এতকাল আমাদের সেবা করেছে, মাযায় বদ্ধ হ'য়েছে, তাই ও মুক্তি চায় না।

বেদির উপর রক্ষিত পুস্তকগুলি দেখিতেছিলেন হঠাৎ চমকিয়া

এ কি! শৃঙ্গার-তিলকম্! এ গ্রন্থ কে পড়ছিল! যদনিকা! এ গ্রন্থ এখানে এলই বা কি ক'রে।

ধরনী। ও সব প্রশ্নের চেয়ে আমার একটা গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দাও প্রভু...

## দ্বিতীয় অঙ্ক

ববাহ । কি ?

ধবণী । কন্তার বয়স কত হ'ল স্মরণ হয় ?

ববাহ । যতই হোক ; কিন্তু তাই বলে—এই শূদ্রার তিলকম্ ! এ গ্রন্থ  
এখানে এলো কি ক'রে ?

ধবণী । ও গ্রন্থটা নিষেই বা তোমার এত মাথা ব্যথা কেন ? ওতে  
কি আছে ?

ববাহ । তোমারই বা সে প্রশ্ন কেন ? কন্তাব বিবাহের কথা বলছিলে,  
তাই বল—

ধবণী । তা শুন্ছ কই ? কন্তার কৈশোর তো গেছেই—বৌদনও  
যে যায়—

ববাহ । হাঁ, আমি পাত্র দেখ্‌বো ।

ধবণী । পাত্র ত চোখের ওপরেই র'য়েছে ।

ববাহ । কে ?

ধবণী । ঐ কামন্দক ।

ববাহ । কামন্দক ব্রাহ্মণ ।

ধবণী । তোমাব কন্তা বুঝি চণ্ডাল ?

ববাহ । ও হো হো—তাইত্ ! এই গ্রন্থখানা আমার বুদ্ধি বিলোপ  
ক'রেছে, এ গ্রন্থ এখানে কেমন ক'রে এল ?

তরলিকা ও পশ্চাতে জৈরবের প্রবেশ

( তরলিকাকে ) এ গ্রন্থ এখানে কেমন ক'রে এল ?

তর । কি গ্রন্থ পিতা ?



বরাহ।

বরাহ। নাম না হয় নাই শুনলে। এইখানা—এইখানা—  
ভর। দেখি...

বরাহ। দেখছ না? এইখানা—

ভর। নাম না জেনে, পুঁথি না দেখে.. কি ক'রে বলবো পিতা?

বরাহ। ( ধরনীকে ) পুস্তকখানা অগ্নিদগ্ধ করবে, আজই...এখনই—

ধরনী। ( পুঁথিখানা লইয়া ) ওগো মেয়ে কি তোমার শত্রু হ'য়ে দাড়াল?

মেয়ে যা চাইবে, তুমি তা দেবেনা; যা চাইবে না, তুমি তাই দেবে।

কেন?

বরাহ। দাও, আমাকেই দাও! ( পুঁথিখানা লইয়া ভৈরবকে ) এটা  
অগ্নিদগ্ধ করবে ..নাও।

ভৈরবের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। ভৈরব লইয়া গ্রহানোক্তত

মদ। ( কৃত্রিম নিদ্রা হইতে উঠিয়া ) মা! মা! কী ভীষণ এক দুঃস্বপ্ন  
দেখলাম মা!

ধরনী। কি স্বপ্ন মা?

মদ। দেখলাম কি একখানা গ্রহ আগুনে পুড়ছে—সেই সঙ্গে আমিও  
—আমিও—( ক্রন্দন )।

ধরনী। ( মদনিকাকে বুকে লইয়া ) ওরে...ওরে কি সর্বনাশ!

ভৈরব মদনিকার ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া উঠিল। কাপিতে কাপিতে বরাহের

সম্মুখে আসিয়া নভম্বাহু হইয়া পুঁথিখানি বাহাতে না পোড়ান

হয় তাহার জন্ত কাকুতি মিলতি করিতে লাগিল

## দ্বিতীয় অঙ্ক

বরাহ । ( ভৈরবকে ) আচ্ছা দাঁও ।

ভৈরব মহাখুসি হইয়া বরাহের পদতলে পুঁথি রাখিল । চোখে  
মুখে কৃতজ্ঞতা কুটিয়া উঠিল

বরাহ । এ গ্রন্থ আজ রক্ষা গেল, তোমাদের ক্রন্দনে নয় । ভৈরবের  
প্রার্থনায় ।

পুঁথি লইয়া গ্রহাম

ধবণী । এতদূর ! তোমার কাছে আমাদের মূল্য এইটুকু ? ( মদনিকাকে  
বুকে লইয়া ) আয় মা,—( তরলিকাকে ) আয়—

তব । কোথায় মা ?

ধবণী । আমার পিত্রালয়ে...যেখানে কস্তার আদর আছে...ভৃত্য  
যেখানে সর্বস্ব নয় ।

মদ । চল মা—

ভৈরব তাহাদের সপক্ষে গিয়া নতজানু হইয়া  
করজোড়ে ঘাইতে নিবেদন করিল

ধবণী । ( ভৈরবকে ) তুমি থাকতে আমরা আর এখানে কিচ্ছি না ।

ভৈরব ইচ্ছিতে জানাইল সেই ঘাইতেছে । কাঁদিতে লাগিল । মদনিকাকে  
শেষ দেখা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল

ধবণী । আমাদের কথাই যে গেল তা যেন উনি না জানেন । ক্রান্তদাস  
পালিয়েও ত বেতে পারে !

১

কাল

নেপথ্যে বরাহ । ভৈরব ! ভৈরব !  
ধরনী । আমি গিষে শেষ রক্ষা কচ্ছি ।

প্রস্থান

মদ । আপদ দূর হ'ল ।  
ভর । আহা বেচারী চোখের জল ফেলতে ফেলতে গেল !  
মদ । কষ্ট যে না হচ্ছে তা নয় তরলিকা । ভৈরব আমাব সেবা কববাব  
জন্মে উন্মুখ হয়ে ফিরত—কিন্তু—যাক  
ভর । চল সখি মা'ব কাছে চল ।  
মদ । না সখি সে আবাব আসতে পাবে ।  
ভর । এত রাত্রে ?  
মদ । তাকে সাবধান করবার জন্তই আমাকে এখানে থাকতে হবে ।  
ভর । শুধু শুধু বসে থাকবি ?  
মদ । ঐ পুঁথিখানা পেলে হত । তবলিকা, যদি কোনমতে পারিস্—  
ঐ পুঁথিখানা—বুঝলি ! ( ইঙ্গিত )  
ভর । দেখছি—  
মদ । এই পথে সে পালিয়েছে, হয়ত এই পথেই সে ফিরবে । বড় খুম  
পাচ্ছে—  
ভর । তবে শোবে চল—  
মদ । তুই গিয়ে শো—আমি আজ সারারাত জেগে শাস্ত্র পড়বো ।  
ভর । হাঁ শাস্ত্রই পড়—কিন্তু প্রেমে পড়োনা সখি—

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

## দ্বিতীয় অঙ্ক

মদনিকা ধীরে ধীরে শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। চোরের মত ভৈরব প্রবেশ  
করিয়া অতি সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া লইল। পরে শয্যায়  
কিছু দূরে বসিয়া মদনিকাকে ব্যঙ্গন করিতে লাগিল। বরাহ  
প্রবেশ করিয়াই এই দৃশ্য মুগ্ধভাবে কিরৎক্ষণ তাকাইয়া  
দেখিলেন। পরে ভৈরবের অলঙ্ক্য ধীরে ধীরে  
তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মূহুরে ডাকিলেন

বরাহ। ভৈরব।

ভৈরব চমকিয়া উঠিয়া ব্যঙ্গনি রাখিয়া তাহার  
পদপ্রান্তে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল

বরাহ। ওঠ ভৈরব, তুমি মদনিকাকে নিয়ে আজই এদেশ থেকে পালিয়ে  
যাও—দূরে—দূরে—বহুদূরে, তোমার এ কষ্ট আমি আর সহিতে  
পারিনা—ভৈরব।

ভৈরব অস্বীকার করিল। জানাইল—না—

বরাহ। হাঁ ভৈরব, আমি মদনিকাকে জাগরিত কবে আর আমার  
স্ত্রীকে ডেকে এনে উভয়ের নিকট এই মিথ্যাচার প্রকাশ করি।  
ভৈরব! ভৈরব! এ মিথ্যাচার যে তোমাকেই শুধু বেদনা দেয়—  
তা নয়—আমাকেও—আমাকেও—

ধরণীর পুনঃ প্রবেশ

ধরনী। একি? ভৈরব! আবার!

ভৈরব চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে চলিয়া গেল

অন্য।

ধরনী। ও নিশ্চয়ই আমাদের কোন সর্বনাশ করবে! ওর লক্ষণ ভাল নয়।

বরাহ। ভুল—ভুল ধরনী। ক্রীতদাসেরা প্রভুর জন্তে অমানুষিক আত্মত্যাগ করে। বস ধরনী ওদের আত্মত্যাগ যে কতদূর ভয়ঙ্কর হতে পারে, আমি বলছি শোন—

ধরনী। গল্প শোন্‌বার কি এই সময়?

প্রস্থানান্তর

বরাহ। তোমার সঙ্গে আমি পণ বাখলাম ধরনী, এ গল্প শুনে তুমি আতঙ্কে কেঁপে উঠবে।

ধরনী। গল্প শুনেই আতঙ্কে কাঁপবো?

বরাহ। পরিহাস নয়—হয়ত পরে মূর্ছাও যেতে পার, অথবা অথবা—  
তার চেয়ে আরও কিছু ভীষণ—

ধরনী। (হাসিয়া) বল। না দাঁড়াও, কি পণ?

বরাহ। সাধ্য মত যে কোন পণ—যে কোন পণ—

ধরনী। বেশী কিছু নয়, আমি যদি হাসি-মুখেই এ গল্প শুনে যেতে পারি, তাহ'লে সাতদিন তুমি জ্যোতিষ-চর্চা বন্ধ করে ঘবে বন্দী হয়ে থাকবে।

বরাহ। সাতদিন কেন? চিরজীবন জ্যোতিষ-চর্চা ছেড়ে দেব। তুমি শোন—

ধরনী। বল—বল—

বরাহ। এই ধর, কোন রাজার আমারই মত এক বৃদ্ধ সত্যাপণ্ডিত ছিলেন।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

ধবণী । কিন্তু সেই পণ্ডিতের আমার মত কোন স্ত্রী ছিলনা নিশ্চয় !

ববাহ । হাঁ, স্ত্রী ছিল এবং তাঁরা আমাদেরই মত প্রথম-জীবনে নিঃসন্তান ছিলেন ।

ধবণী । পরেও কোন সন্তান হলনা ?

ববাহ । হ'ল—সেই কথাই বলছি । যেদিন হ'ল সেইদিনই সেই পণ্ডিত ঐ ভৈরবের মত এক ক্রীতদাস দম্পতী ক্রয় করেন ।

ধবণী । মিলছে ! ভৈরবের মতই সে ক্রীতদাসের স্ত্রী মারা গেল মাকি ?

ববাহ । হাঁ, মাঝা যায়—সন্তান প্রসব কালে ।

ধবণী । সন্তান প্রসব কালে ! কিন্তু ভৈরবেব তো তা নয় । শুনেছি—

ববাহ । শোন বলছি । ক্রীতদাস তখন সেই সপ্তজাতা কন্যা নিষে মহা বিব্রত হয়ে পড়ে । পূর্বেই বলেছি সেইদিনই সেই সন্তা-পণ্ডিতের অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীও এক পুত্র প্রসব কবে ।

ধবণী । মিললো না । আমি প্রসব করলাম, এক কন্যা !

ববাহ । শোন বলছি । সন্তা পণ্ডিত জ্যোতিষ চর্চা করতেন । তাঁর পুত্র ভূমিষ্ঠ হলেই তিনি জাতকের আয়ু গণনা করে দেখেন, জাতকের আয়ু মাত্র এক বৎসর ।

ধবণী । তুমিও কি তোমাব সন্তানের আয়ু সেই রাত্রেই গণনা করেছিলে ?

ববাহ । করেছিলাম । আমিও করেছিলাম । তারপর পণ্ডিত কি ভাবলেন জান ?

ধবণী । কি ?

ববাহ । তাঁর পুত্রের আয়ু যখন মাত্র এক বৎসর, তখন আর ঐ

অন্য।

বৎসরায়ু সন্তানকে লালন পালন করে মায়াবদ্ধ হওয়া কেন ? তিনি সেই সন্তানকে শিশুকে তাঁর প্রহতির অজ্ঞানাবস্থাতেই এক তাম্র পাত্রে রক্ষা কবে জলে ভাসিয়ে দিলেন ।

ধরনী । উঃ, কি নির্ভর । পিতা হয়ে কি করে তা পারলো ?

বরাহ । তুমি এখনই বিচলিত হচ্ছে ধরনী !

ধরনী । না না, কিন্তু সেই শিশুর মাতা ? জ্ঞান ফিরে পেয়ে যখন তার স্বামীর এই নির্ভরতা জানতে পারল...তখন ?

বরাহ । তিনি তো জানতে পারলেন না ।

ধরনী । জানতে পাবলেন না ? তাব অর্থ ?

বরাহ । পত্নীকে প্রবোধ দেওয়া যাবে না ভেবে সেই পণ্ডিত বিষম ব্যাকুল হয়ে পড়লেন । তিনি ছুটে গেলেন তার সেই ক্রীতদাসেব গৃহে ।

ধরনী । কেন ?

বরাহ । গিয়ে ক্রীতদাসেব বুক থেকে কেড়ে আনলেন ক্রীতদাসেব সেই কণ্ঠা—

ধরনী । তারপর বুঝি ক্রীতদাসের সেই কণ্ঠাকে তাঁর স্ত্রীর বুক—

বরাহ । রাখলেন ।

ধরনী । তুমি বলছ কি স্বামী ?

বরাহ । স্ত্রীর যখন জ্ঞান হল, তখন তিনি জানলেন, তার পুত্র হয়নি । হয়েছে ঐ কণ্ঠা ।

ধরনী । কি সর্বনাশ—আর সেই ক্রীতদাস ?

বরাহ । ক্রীতদাস প্রথমটায় খুবই দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা, সে তার চোখের জল মুছে ফেললো । শুধু তাই নয় । পণ্ডিত সেই

## দ্বিতীয় অঙ্ক

ক্ৰীতদাসকে দিগে শপথ করিয়ে নিলেন, সে এ ঘটনা জীবনে কারো  
নিকট প্রকাশ করবে না। এমন কি ঐ কস্তার নিকটও না।

ধবলী। তাব ফলে? তার ফলে?

বরাহ।—তার ফলে সেই ক্ৰীতদাসের কন্যা পণ্ডিতের কস্তারূপেই মাহুধ  
হল। প্রকৃত ঘটনা জানলেন পৃথিবীতে মাত্র দুইটা প্রাণী। আমি  
আর তিনি।

ধবলী। (বিষম চাঞ্চল্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) তুমি? তুমি?

বরাহ। (সামলাইয়া লইয়া) আমি আর সেই পণ্ডিত।

ধবলী। (সন্দ্বিগ্ধচিত্তে) আর সেই ক্ৰীতদাস?

বরাহ। হাঁ, আর সেই ক্ৰীতদাস।

ধবলী। তোমাকে তারা একথা বল্লো কেন?

বরাহ। (নীৰব রহিলেন। কিন্তু এ নিস্তব্ধতা তাঁহার অসহ্য হইল) তবে  
সত্য কথা শুন্বে ধবলী? এ মিথ্যা আমি আর সইতে পারিনা—  
সইতে পারিনা—

ধবলী। কি মিথ্যা? কি মিথ্যা স্বামী?

বরাহ। (বিষম অন্তর্দ্বন্দ্ব বক্তব্য বলিবেন কি বলিবেন না ঠিক করিতে  
পারিলেন না) ঐ যে ম—দ—নি—কা—

ধবলী। বল, ওগো...বল! আমার সর্ব-শরীর আতঙ্কে কাঁপছে। ঐ যে  
ম—দ—নি—কা—

বরাহ। চীৎকার কোরনা—ও জেগে উঠবে।

ধবলী। তুমি বল—তুমি বল! ঐ মদনিকা—

বরাহ। (নীৰব)



ধবলী।

ধবলী। ওকি আমার নয়? যে আমার ছিল তাকে কি তুমি—  
বরাহ। (কি বলিবেন বুঝিলেন না। একটা আর্ন্তনাদের মধ্য দিয়া)  
ধবলী। ধবলী।

ধবলী। (সক্রন্দনে) বল—বল—যে আমার ছিল তাকেই কি তুমি  
স্বহস্তে নদীর জলে—ও—হো—হো—বল—  
বরাহ। (বুঝিলেন ধবলী মুচ্ছিতা হইতে পারেন, চেষ্টা করিয়া হাসিয়া)  
হা—হা—হা মিথ্যা—মিথ্যা! আমি এতক্ষণ যা বললাম, তার  
প্রত্যেকটা অক্ষর মিথ্যা। আমি ছল করে পণে জিতলাম।

ধবলী। সত্য? এই কথাই সত্য?  
বরাহ। এই কথাই সত্য। (হাসিতেও লাগিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধতা)  
ধবলী। (বিশেষ চেষ্টা করিয়া ইহা বিশ্বাস কবিল) তাই বল। কিন্তু  
এ রকম প্রাণান্তকর ছলনা কি মানুষে কবে? এখনও আমার বুক  
কাঁপছে—ছিঃ। ছিঃ।—আমি এখনই ঠাকুর প্রণাম করে আসছি।

প্রস্থান

বরাহ। (বাতায়ন পার্শ্বে গিয়া চাপা গলায়) ভৈরব!

ভৈরবের প্রবেশ। সে বরাহের দিকে চাহিয়া রহিল

আমি পারলাম না ভৈরব! বলতে আমি চেয়েছিলাম,—কিন্তু  
আমাব কণ্ঠ রোধ হয়ে এল।

ভাবাবেগ লুকাইবার জন্ত বাহিরে পালাইলেন

ভৈরব মর্দনিকাকে দেখিতে লাগিল। তাহার বেদীপ্রান্তে সঙ্গ্রেহে অঙ্গুলী

চালনা করিতে লাগিল—পিতা যেমন সন্তানের দেহে হাত বুলায়

জিভীক দৃশ্য

উজ্জয়িনী পথ

পথিক আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে

—গান—

সমুখ পানে চলয়ে ভোলা—

মনের-মাণিক খুঁজতে হ'লে সহিতে হ'বে ঝড়ের দোলা

খেলুক তড়িৎ, আসুক না ঝড়

চলার পথে করিসনে ভর—

হয়ত পথের শেষে পথিক, রতন দিয়ে ভরবি ঝোলা

এহান

মিহির ও বনার প্রবেশ

মিহির। নিষ্ঠুরা নারী! আর কত দিন এ খেলা আমার সঙ্গে খেলবে?

আব যে আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না বনা! দেশের পর দেশ,

পর্বতের পর পর্বত, নদীর পর নদী পায় হয়ে এলাম, কিন্তু

কোথায়—কোথায় আমার জন্মভূমি?

বনা। তোমার কষ্ট হচ্ছে মিহির?

মিহির। ভারতবর্ষের কি শেষ নাই থমা?

বনা। তাতে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে মিহির? আমার ইচ্ছে গর্ব।

অম্বা।

মিহির। গর্ভ ?

অম্বা। হাঁ গর্ভ। আমাদের দেশ... সে কত বড় দেশ। দিনেব পর  
দিন, রাতের পর রাত... পথ চলেছি, দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ছে... তবু  
কি এই ভেবে আনন্দ হচ্ছে না যে আমরা আমাদের দেশের একাংশও  
অতিক্রম করি নি ?

মিহির। আনন্দই হয়েছে অম্বা। ছুত্তর সাগর দেখে দুঃখিত হই নি।  
মনে করেছি আমার জন্মভূমির সাগর—সাগরই, এতটুকু নদী নয়।  
দুর্লভ্য পর্বত গজ্বল করবার সকল কষ্ট আমরা হাসিমুখে বরণ  
করেছি। মনে করেছি—আমার জন্মভূমির পর্বত, মাটির স্তূপ নয়।  
আমাব দেশের যা কিছু আছে, সবই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তার মাঝেও  
আমার স্মৃতিকাগার... আমার স্বর্গ। কোথায় আমাব সেই স্বর্গ ?

উদযান্তা এক নারীর প্রবেশ

নারী। স্বর্গ! স্বর্গ ছিল আমার বৃকে... যখন সে আমাব বৃকে ঘুমিয়ে  
পড়ত। স্বর্গ ছিল আমার ঘরে... যখন সে আমাব ঘবে খেলা করত।  
স্বর্গ ছিল আমার মুখে... যখন সে আমার মুখে চুম্বো খেত।

অম্বা। কে মা, কে ?

নারী। শোন নি তার কথা ? সে যখন হাসত, তখন মাণিক বারত।  
যখন হাঁটুত মনে হত মাটির বৃকে পদ্য কুটেছে শোন নি তাব কথা ?

মিহির। আমরা বিদেশ থেকে এসেছি। কে মা ? সে কে ?

নারী। সে ছিল আমার ভাঙ্গা ঘরের চাদের আলো। কখনও  
তা দেখ নি ?

## দ্বিতীয় অঙ্ক

মিহির। তোমার পুত্র।

নাবী। লোকে বলে পুত্র, কিন্তু পুত্র বললেই কি সব বলা হল? সে  
যে ছিল আমার চোখেব মনি, বুকের মানিক!

খনা। কোথায় সে?

নাবী। খেলতে খেলতে পালিয়ে গেল। লোকে বলে চোরে চুরি  
করেছে। আমারও তাই মনে হয় মা! আমারই মনে হত তাকে  
চুরি করে ধরে রাখি। আর খুঁজে পেলাম না। কি করেই বা  
খুঁজবো? চোখে আলো নেই—বুকে আশা নেই—মনে ভরসা  
নেই—কি করে খুঁজবো?

খনা। রাজদ্বারে সংবাদ দিয়েছ মা?

নাবী। সে কি মা?

খনা। রাজাকে জানিয়েছ?

নাবী। বাজা আমি চিনি না মা।

খনা। তবে এস মা আমাদের সঙ্গে এস—উজ্জয়িনী চল—

নাবী। হাঁ মা, চল। দাঁড়িয়ে থাকলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

চল মা চল—

মিহির। ( খনাকে ) কোথায়?

খনা। তোমার স্মৃতিকাগারে—তোমার স্বর্গে।

মিহির। উজ্জয়িনী?

খনা। হাঁ উজ্জয়িনী।

মিহির। তবে এস মা—তুমি হারিয়েছ পুত্র—আমি হারিয়েছি—  
পিতা-মাতা! চল এস রাজদ্বারে—আমি গণনা করে বলব

আমি

কোথায় তোমার সন্তান! এই গণনাতেই—এই গণনাতেই আমি  
বিশ্ব-বিস্তৃত বিক্রমাদিত্যের সত্যায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা হ'য়ে খুঁজে বের  
করব—কে আমার পিতা! হাঁ খনা, সন্ধান যখন পেয়েছি—  
এই উজ্জয়িনী আমার জন্মভূমি—সহস্র লোকের মধ্যেও আমি তাঁকে  
চিন্বে—আর তিনি—তিনিও কি আমার চিন্বেন না খনা?

সকলের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

### বিক্রমাদিত্যের বিশ্রামাগার

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিশ্রাম করিতেছিলেন নর্তকীগণ  
নৃত্যমূর্ত্যে—সম্রাটের চিত্তবিনোদন  
করিতেছিল

নৃত্যান্তে বরাহের প্রবেশ

বরাহ। সম্রাট!

বিক্র। জ্যোতিষার্ণব!

বরাহ। হাঁ আমি! অনধিকার প্রবেশের মার্জনা ভিক্ষা করি—কিছু  
না এসে আমার উপায় ছিল না। সম্রাট! এক মহা সমস্যা  
উপস্থিত।

বিক্র। সমস্যা! কি সমস্যা জ্যোতিষার্ণব?

বরাহ। ধর্ম্মাধিকরণে বিচার হচ্ছিল। বিচারপ্রার্থী ছিল উন্মাদিনী প্রায়  
এক নারী। সঙ্গে তার এক বিদেশী দম্পতি—পরিচয়ে প্রকাশ সিংহল  
হতে তারা সন্ত-আগত—ব্যবসা জ্যোতিষ-চর্চা। উন্মাদিনী এসে  
অভিযোগ করল—উজ্জয়িনীর কালী মন্দিরের পুরোহিত তার একমাত্র  
শিশু সন্তানকে নরবলিদানার্থে অপহরণ করেছে। এই অভিযোগের  
প্রমাণ দানে আশিষ্টা হলে—সে বলল, অন্য কোন প্রমাণ নাই,  
সিংহলাগত জ্যোতিষী-দম্পতির গণনাতেই সে পুরোহিতের বিক্রে  
এই গুরুতর অভিযোগ আরোপ করেছে। সম্রাট! জ্যোতিষ

অন্য।

গণনায ব'দ অপরাধীর নির্দেশ হয়, তবে শাসন সংরক্ষণের জন্য আমিই  
কি যথেষ্ট নই? সহস্র সহস্র মহামাত্য, গুপ্তচর, চৌরঙ্গরশিক,  
নগরপাল, শাস্তি রক্ষকের তথ্য কি আবশ্যক!

বিক্র। অবশ্য।

বরাহ। কিন্তু কি বলব সম্রাট, ঐ অপরিচিত জ্যোতিষী-দম্পতির গণনাব  
উপর নির্ভর করে পুরোহিতকে বন্দী করা সম্বন্ধে আমার অতিমত  
প্রার্থনা করায আমি বললাম, পুরোহিতকে বন্দী না কবে বন্দী  
কর সেই উদ্দেশ্যে জ্যোতিষীকে—যে জ্যোতিষের নামে এক মহা সম্ভ্রান্ত  
ব্যক্তির বিরুদ্ধে—

বিক্র। নিশ্চয় নিশ্চয়—। তারা বন্দী?

বরাহ। না সম্রাট। বন্দী নয় বরং—এই যে ওরাও এসেছেন—শুধু—  
ওদের কাছেই শুধু।

ধর্ম্মাধিকার ও বিভাবস্থর প্রবেশ।

ধর্ম্মা। জ্যোতিষার্গব বিচারের অপমান কবেছেন সম্রাট!

বিক্র। আমি শুনেছি। সিংহলাগত সেই দম্পতীকে এখনও বন্দী করা  
হয় নি কেন মন্ত্রীবর!

বিভা। আমাকে বলতে দিন ধর্ম্মাধিকার!

বিভা। ধর্ম্মাধিকার তাদের বন্দী করতে আদেশ দেবেন—ঠিক সেই সময়  
রোমাঞ্চকর এক ঘটনা ঘটল। ভীতা, ত্রস্তা হয়ে ছুটে এলেন, স্বয়ং  
পুরোহিতের পত্নী—বুকে তার এক শিশুসন্তান—মমতাময়ী সেই  
নারী ধর্ম্মাধিকারের পদতলে রাখল সেই শিশু—এবং কি বলব সম্রাট—

## দ্বিতীয় অঙ্ক

সত্য সত্যই দেখা গেল—ঐ শিশুই বিচার প্রার্থিনী সেই উন্মাদিনীর  
অপহৃত সন্তান ! “মা” বলে তার বুকে গিয়ে পড়ল কাঁপিয়ে ।

বিক্র। কি আশ্চর্য্য—তারপর ? তারপর মন্ত্রী ?

বিভা। বিচার সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলী সিংহলাগত জ্যোতিষী-দম্পতির  
জয়ধ্বনি করে উঠল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে চীৎকার  
করছে—পুরোহিতকে বন্দী কর—বিচার কর—বিচার কর—ঐ  
পুরোহিতের বিচার কর ।

বিক্র। তারপর । তাবপর ? পুরোহিত ?

দর্শা। আমি পুরোহিতকে বন্দী করবার আদেশ দিলাম—কিন্তু—কিন্তু  
সন্ধ্যাট—ঐ জ্যোতিষার্ঘব—অনধিকার হলেও তারস্ববে সভা মধ্যে  
ঘোষণা করলেন, সিংহলাগত ঐ দম্পতী জ্যোতিষীই নয় । ওদেব  
গণনা জ্যোতিষীগণনা নয়—যাহুকব যাহুকরীর ইন্দ্রজাল ।

ববাহ। সহস্রবার । এবং যে সিদ্ধান্তের ভিত্তি শাস্ত্র সম্মত নয়,  
ভোজবিদ্যা, সে সিদ্ধান্ত সত্য হলেও অশাস্ত্রিয় বলে প্রামাণ্য নয়—  
গ্রাহ্য নয় । সেই জন্যই শুধু গণনাব উপর নির্ভব করে পুরোহিত  
দণ্ডাই নন ।

বিক্র। সমস্তাই বটে । তারপর—

বিভা। বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল—ভূমূল কোলাহল হতে লাগল । শাস্ত্রি-  
ভক্তের আশঙ্কা করে বিচারসভা ভঙ্গ করে আমি এদের নিয়ে  
এসেছি—

বিক্র। সিংহলাগত সেই দম্পতী ?

বিভা। আপনার দ্বারে ।—আমুন । সম্মুখে সন্ধ্যাট ।



খনা

মিহির ও খনার প্রবেশ

মিহির। সম্রাট জয়তু। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট।

বিক্র। আপনারা জ্যোতিষী?

বরাহ। ( উত্তেজিতভাবে ) সম্রাট—সম্রাট—শুনুন সম্রাট! আদি  
যোষণা কবছি—ওরা জ্যোতিষী নয়—ওরা রাক্ষস—লঙ্কার মাযাবী  
রাক্ষস—

মিহির। সম্রাট। সম্রাট! এ কথা মিথ্যা। আমরা ভারত-সন্তান।

বরাহ। ভারত সন্তান। ভারত সন্তান!

বিক্র। ভারত সন্তান পরিচয় যথেষ্ট নয় বুঝক, ভারতের কোন্ বিখ্যাত  
পণ্ডিত তোমার পিতা?

বরাহ। বল—বল—কে তোমার পিতা?

মিহির। খনা—খনা, এখনও—এখনও কি তুমি নীরব থাকবে?

খনা। এর অতিবিস্তৃত পরিচয় দিতে বর্তমানে আমরা অক্ষম।

বরাহ। অক্ষম! পিতৃ-পরিচয় দিতে অক্ষম। হাঃ হাঃ, হাঃ সম্রাট।  
শুনলেন?

মিহির। খনা—খনা—

খনা। হিঃ মিহির!

বরাহ। অশুচ এদের গণনার উপর নির্ভর করেই—পুরোহিতের ত্রায় মহা  
সম্রাট ব্যক্তিকে—ঐ ধর্ম্যধিকার—

ধর্ম্য। হাঁ সম্রাট, আমি সত্য ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারি না—  
আমাদের বিচার যদি বিচার বলে গ্রাহ্য হয়—তবে আমার বিচাবে  
পারিশ্রমিক ঘটনামূলে পুরোহিতই অপরাধী—এবং বিরুদ্ধরূপ

## দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি তার আজীবন কারাবাস। এবং এই নবাগত যুবকের অদ্ভুত গণনা সাহায্যে সন্তান-হারা এক নারী যিবে পেয়েছে এক সন্তান—যাকে হাবিবে সে হয়েছিল উম্মাদিনী। বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ধর্ম্মাধিকার আমি—আমি সম্রাট-সম্মুখে সানন্দে তোমাকে দিচ্ছি এই জয় পত্র—

দেবী। সম্রাট! সম্রাট!

বিক্র। দাঁড়ান ধর্ম্মাধিকার। আপনার বিচার অবশ্যই গ্রাহ্য। কিন্তু আপনার বিচারেব বিরুদ্ধে—উদ্ধতন ধর্ম্মাধিকরণ, সম্রাটের সমীপে প্রতবাদ হওয়ায় বিচার কবছি আমি। বিচারে গণনার স্থান নাই—বিচার প্রমাণ সাপেক্ষ্য। সত্য বটে পুরোহিতের গৃহে পাওয়া গেছে সেই অপহৃত শিশু—কিন্তু শুধু তাতেই প্রমাণ হয় না—যে ঐ শিশু অপহরণ করেছিল পুরোহিত। বিশেষ জ্যোতিষার্ণব বরাহের মতে যখন এই গণনা অশাস্ত্রীয়—তখন এই গণনাকে আমরা তোজবিস্তা বা রাক্ষসীব ইন্দ্রজাল ভিন্ন আর কোন আখ্যা দিতে পারি না। আমার বিধানে ঐ জয় পত্র জ্যোতিষার্ণব বরাহের। শোন সিংহলাগত দম্পতি! তোমাদের গণনার ফল জয়যুক্ত হলেও যেহেতু তোমরা সিংহলাগত, যেহেতু তোমরা পিতৃ-পরিচয় দিতে অস্বীকৃত—তজ্জন্ত—তজ্জন্ত বিপরীতরূপ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আমার বিধানে তোমরা লঙ্কাবাসী মায়াবী রাক্ষস।

থনা। কিন্তু সম্রাট—

বিক্র। না মা, সম্রাটের বিধান প্রতবাদের নয়। আমার রাজ্যে মায়াবীর স্থান নেই। স্থান হতে পারে—যদি কেউ দ্ব্যাপরবশ হয়ে

প্রাণ্য

তোমাদের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। কে গ্রহণ করবে, তোমাদের  
পূর্ণ দায়িত্ব ?

ধনা। ( বরাহের প্রতি ) প্রভু। প্রভু। দয়া করে অবহিত হ'ন প্রভু !  
আপনার পদতলে বসে ভারতীয় জ্যোতিষ শিক্ষা করব এই অদন্য  
কামনা নিয়েই আমরা এসেছি—সুদূর এই ভারতে ! আমাদের  
আশ্রয় দিন—আপনার পদতলে আমাদের আশ্রয় দিন—

বরাহ। এ কি বলছ ! এ কি বলছ মা ?

ধনা। বা বলছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দয়া করুন—দয়া করুন প্রভু।

বরাহ। তাইত।

বিক্র। মায়াজাল প্রসারিত ! সাবধান জ্যোতিষাণব।

বরাহ। সত্য—সত্য—অতি সত্য। মায়াজাল। মায়াজাল ! না মা—  
আমি পারব না। তোমাদের কামনা পূর্ণ করতে আমি পারব না—  
না—না—না—

ধনা। আপনার পায়ে পড়ছি—আপনার পায়ে পড়ছি—

বিক্র। হাঃ হাঃ হাঃ

বরাহ। ( জুজ্বল হইয়া ) সাবধান।

ধনা। বটে ! উত্তম। স্বামী—

মিহির। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সুবিশাল রাজ্যে বিদ্যার্থী এই দুইটি  
প্রাণীর স্থান নেই। সত্য সত্যই কি তুমি বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যোৎসাহী  
বিক্রমাদিত্য—

বিক্র। ক্রমশঃ অথবা ভৎসনার বিক্রমাদিত্য তার কর্তব্য পথ হতে  
বিচলিত হয় না।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

খনা। সত্ৰাটের আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র একটি  
নিবেদন আছে। অতি ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র নিবেদন—

বিক্র। বল মা—

খনা। জ্যোতিষার্ণব বরাহের নিকট আমার একটি কথা বলবার  
আছে—একটি মাত্র কথা—কিন্তু বলব আমি তা—গোপনে।

ববাহ। না—না—

খনা। মাত্র একটি কথা—একটি কথা—

ববাহ। না—না—আমি গোপনে কোন কথা শুনতে অসম্মত—

বিক্র। হাঃ হাঃ হাঃ জ্যোতিষার্ণবের বাক্ষস-ভীতি উপভোগ্য সম্ভেদ  
নাই।

খনা। উত্তম। তবে আমি প্রকাশ্যেই বলছি। জ্যোতিষার্ণব...

মিহিরকে তাহার সম্মুখে লইয়া গিয়া

ইনি আমার স্বামী। সত্য সত্যই কি এঁকে সিংহলবাসী মায়াবী  
বলে মনে হয়? দেখুন দেখি এঁর মুখের দিকে চেয়ে!

ববাহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন

খনা। এস স্বামী চলে এস। ( গমনোত্তত )

ববাহ। দাঁড়াও—শোন—

খনা। একটি কথাই বলব বলেছিলাম, বলা ভো তা হয়েছে।

ববাহ। না—না—( মিহিরকে ধরিয়া ) তোমার বয়স ?

খনা। যাদের একটি কথা শুনতেই আপত্তি—দ্বিতীয়বার কথা কইবার  
তাদের সাহস নাই জ্যোতিষার্ণব!

অন্য।

বরাহ । তুমি বল—তুমি বল—তোমার বয়স ?

মিহিব । বিশ বৎসর ।

বরাহ । বিশ বৎসর ! বিশ বৎসর !

বিক্র । কি হ'ল জ্যোতিষার্ণব ?

বরাহ । এ্যা—না ভাবছিলুম : হাঁ ভাবছিলুম—ভাবছিলুম—এই বে  
এরা নিত্যন্ত বালক বালিকা—হাঁ নিত্যন্ত অসহায়—এদেব নির্বাসিত  
কবলে—বিদেশে—হাঁ অপরিচিত দেশে—নির্বাসিত হলে এদেব  
হুঃখের সীমা থাকবে না—এটা বিবেচনা ক'থা বটে সম্রাট !

বিক্র । বুঝলুম—বুঝলুম জ্যোতিষার্ণব—

বরাহ । ( বিব্রত হইয়া ) কি বুঝলেন সম্রাট ? ঘাই বুঝুন—এটা স্বীকার  
করতেই হবে—যে রাক্ষসী জ্যোতিষ অশাস্ত্রীয়—হা অশাস্ত্রীয় সন্দেহ  
নাই, কিন্তু, সেটাও জ্যোতিষ—সেটাকে আলোচনা কবে দেখতে  
দোষ কি ! আপনাবা হাসছেন, হাসুন—কিন্তু আমি হাসতে পাবছি  
না—আমি হাসতে পাবছি না । তোমরা থাকবে । সম্রাট, আমি  
এদের বুঝতে চাই, জানতে চাই, এরা কে ? কে এরা ! কেউ  
যদি তোমাদের আশ্রয় না দেয় আমি আশ্রয় দিলুম । এস—তোমরা  
আমার অতিথি । এবং—এবং সত্যই যদি তোমরা আমার শিষ্য  
চাও—জানি না তাতে কার দর্পচূর্ণ হচ্ছে—কিন্তু সে প্রস্তাবে আমি  
সম্মত হলাম সানন্দে—সানন্দে ।

মিহিব ও অন্য বরাহ চরণে প্রণত হইল । বরাহ তাহাদিগকে  
আশীর্বাদ করিলেন ।

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

#### ববাহেব বাসভবন

অন্তঃপুরের একাংশ। এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। অত্র পার্শ্বে সুরিকৃত অলিন্দ।  
বসন্ত সন্ধ্যা। একটি চ্যুত-লতিকা বসন্ত সমাগমে নব পুষ্পরাগে রঞ্জিত হইয়া  
মলয় পবন সংযোগে মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে। প্রসাধন-রতা  
মদনিকা। মদনিকার সখীগণ তার জন্মোৎসব উপলক্ষে  
প্রাঙ্গণটিকে নৃত্যে ও সঙ্গীতে মুগ্ধিত  
করিয়া তুলিয়াছে

—গান—

দেবানীষে আজ বেঁধেছে কবরী, ঘিয়েব প্রদীপে নয়ন কালো—  
জনম তিথিবে সফল করিতে—এ চোখে শুভ প্রদীপ জ্বলো।  
অগুরু গন্ধে শুভ্র এ মন—  
শব্দ করিছে শুভ আলাপন  
শুভ্র ললাটে চন্দন-বেথা—এ নব তিথিতে সাজিবে ভালো।

অক্ষা।

নিপুণিকা। নাও, এইবার জন্মদিনের শেষ উৎসবটি হোক। শোন সখি,  
তোমার এই জন্মদিনে তোমার মনের কথাটি আমাদের বল—শুনে  
খুসী হবে ঘরে বাই—

মদনিকা। বলব তাই, কিন্তু আমি মুখে বলতে পারব না—

সখিগণ। তবে ?—

মদনিকা। আমি লিখে দিচ্ছি—

পনের চারটি পাপড়ি ছিঁড়িয়া তাহাতে একে একে কাজল-লতা সহকারে চন্দন যোগে  
কি লিখিয়া তরলিকার হাতে দিল—তবলিকা তাহা একে একে  
চারি সখির হাতে দিয়া আসিল—

মদনিকা। এইবার পড়—

নিপুণিকা। “কা”

চতুৰিকা। “ম”

মালবিকা। “ন্দ”

বাসন্তিকা। “ক”

নিপুণিকা। কি না—“কামন্দক”! তোমার পেটে এত! গিবে বলছি  
ঠাকুরকে—মনের ঠাকুরটিকে গিবে বলছি—আয়রে আয়—  
ঠাকুরের সন্দেশ নিবি তো আয়!

মদনিকা ও তরলিকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

তর। ধন্য তোর জন্মদিন! বসন্তের কি সুন্দর সন্ধ্যা! মানিনী, ঐ  
চ্যুত-লতিকার দিকে চেয়ে দেখ। বসন্ত সমাগমে নব-কুসুমিতা ঐ  
মানিনীকে মলয়ানিল দোলা দিচ্ছে। মানিনী সোহাগে কাঁপছে।

—গান—

আসিল মলয়-অনীল, দিল সে কুঞ্জে হানা—

হব তোর বাতের সাথী, লতা, না কর মানা !

সম্মুখে আঁধার নিশা

হে সখি, হাবাই দিশা

তোমাবি বৃকের মাঝে সুখনীড় আছে জানা ।

বহু পথ একা চলে আজিকে আমি অবশ আমি

দেখিব সুখেব স্বপন, কাটাবো মধুর যামি

সবমে নবম লতা

কহে না মবম কথা—

তলুতে কাঁপন লাগে মুখে কয় না--না--না—!

গানের ভিতরেই পুঁথির বোঝা হস্তে কামন্দক প্রবেশ করিল

কাম । কালিদাস—কালিদাস—

তব । অর্থাৎ ?—

কাম । “ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতো হস্তমলবাং

তদেকাং তৎগেহে বিনয়রতি নেষ্টামি রজনীম্ ।

সমীবেণেভ্যক্তা নব কুসুমিতা চ্যুত-লতিকা

ধুনানা মুর্চ্ছনি নহি নহি নহীত্বেব কুরুতে ॥”

অর্থাৎ...সন্ধ্যা সমাগত, বহুদূর মলয় পর্বত হ'তে আমি এসেছি—

ওগো বিনয়বতী, আজ একটি রাত্রি তোমার গৃহে যাপন কর্তে



অন্য।

অভিলাস করছি—সমীরণের এই বাক্যে নব-মুকুলিতা, কিনা—নব  
পুষ্পিতা চাত-লতিকা মাথা নেড়ে বলছে, না, না, না। তিনবার কেন  
না বলছে জান কি?

তর। আমি কি জানি। কিন্তু কেন বলুন ত?

কাম। আজ না, কাল না, পরশু না, এই তিন দিন না...এ কালিদাসেব  
কবিতা—এ কবিতাও যদি না জান—তবে তুমি জান কি?

মদ। ও যা জানে তা আর কেউ জানে না!

কাম। অর্থাৎ?

তর। অর্থাৎ . অর্থাৎ . অর্থাৎ চুল বাঁধতে জান?

কাম। বাঁধতে জানি না কিন্তু কেন বাঁধ তা জানি।

মদ। অর্থাৎ?

কাম। যাতে মন্থমসমরে রণকৃত্যাং সৎকার মাতম্বতী  
বাসেদাজঘনে সুপীন কুচয়েঁহাবং কটৌ কিঙ্কিনী  
তাম্বুলশ্চ চ বীটিকাং মুখবিধৌ হস্তেরণং কঙ্কণং।  
পশ্চাদবর্তিনী কেশপাশ নিচয়ে যুক্তংহি বন্ধকম ॥

মদ। অর্থাৎ?

কাম। অর্থাৎ আমি না...কবি কালিদাস বলেন—সুন্দরী মন্থম-সমবে  
জয়লাভ করে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলকে বুদ্ধ সমবে যে যেরূপ সাহায্য  
দান করেছিল, তাদের তদুপযুক্ত উপহার দান কবলেন—কটিকে  
দিলেন কিঙ্কিনী, হস্তে দিলেন হার, নিতম্বকে দিলেন মেখলা, বদনে  
দিলেন তাম্বুল, হস্তে দিলেন বলয়...শুধু কেশপাশ কোন উপহার  
পাবে না। কেন না যুদ্ধের সময় সে পশ্চাৎবর্তী হয়েছিল। অতএব—

## তৃতীয় অঙ্ক

তব । অতএব ?

কাম । ( তবলিকাকে ) বাধ এই চুল । আমবা কিছু বুঝি না ?

মদ । ভাবি তো বুঝেছেন !

কাম । তবে হাঁ, আবার ঈশ্বর সব ব্যাপারও আছে, যা ঈশ্বরের  
বুঝি না ।

তব । সত্যি না কি ?

কাম । যেমন “কুন্তমে কুন্তমোৎপত্তি : ক্রম্যতে ন চ দৃশ্যতে ।”

তব । অর্থাৎ ?

কাম । অর্থাৎ হে স্নানবী ! পুষ্পের উপর পুষ্পের উৎপত্তি হয় কোন  
দিন দেখি নি, শুনিও নি । কিন্তু—

মদ । কিন্তু—

কাম । “বালে । তব মুখানুজ্ঞে বখমিন্দিবরদ্বয়ং ॥

—হে বালা ! তোমার বদন-রূপ কমলের উপর নয়ন-রূপ দুই দুইটি  
নীল-পদ্ম । বোকাব মত শুধু চেয়েই দেখি । কিন্তু অর্থ যে ওর  
কি . কিছুই বুঝি না ।

ধরণীর প্রবেশ

ধরণী । কি বোঝ না কামন্দক ?

কাম । কালিদাসের কবিতা ।

ধরণী । কিন্তু উনি বলেন, তুমি কালিদাস নিয়েই অস্থির । জ্যোতিষে  
তোমার মনোযোগ নেই ।

কাম । গুরুব কৃপায় জ্যোতিষ আমায় করকবলিত । হৃৎক এই যে কেউ  
আমায় প্রেম করে না ।

প্রাণী

তর। ( হাত মুঠা করিয়া সম্মুখে আসিয়া ) বলুন , আমার হাতে কি ?

ধরনী। নাও এবার তোমার চুখ দূর হ'ল কামন্দক ।

কাম। ( মনে মনে বিড় বিড় করিতে লাগিল । আকাশের দিকে  
তাকাইল । ভূমিতে রেখা টানিল । পরে বলিল ) প্রাণী ! জীবিত ।

তর। তারপর ?

কাম। ( পূর্ববৎ ) চতুষ্পদ ।

তর। চতুষ্পদ । তারপর ?

কাম। ( পূর্ববৎ ) শুঁড় আছে ।

তর। হাঁ আছে । নাম বলুন ।

কাম। হাতী, হাতী । হাতী না হয়েই যার না । চতুষ্পদ এবং শুঁড়  
আছে । খোল হাত ।

তর। সাবধান ! হাতীটা যদি উড়ে পালায় ?

কাম। সে কি । হাতী উড়বে ?

তর। যে হাতী হাতেব মুঠোয় ধরে বাধা যাব, সে হাতী বন্ বন্  
করে ওড়ে !

কাম। কই দেখি । ( তবলিকা মুঠা খুলিয়া কামন্দকের নাকেব কাছে  
ছাড়িয়া দিল—কামন্দক তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলিয়া ) এ কি !  
মশা ? কিন্তু তা হলেও চতুষ্পদ... শুঁড় আছে । ছোট হাতী,  
ছোট হাতী বলেছি কিনা—

ধরনী। বেঁচে থাক বাবা ! মদনিকার জন্মদিনে মিহির ও খনাকে নিমন্ত্রণ  
করেছি । তারা আসছে । এই সময়টায় ভূমি—

তর। না... বরং উনি থাকলে আমাদের সময়টা কাটবে ভাল ।

## তৃতীয় অঙ্ক

কাম। তাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে ? কে নিমন্ত্রণ করেছে ?

ধরনী। প্রভু স্বয়ং। ওদের ব্যবহারে তিনি ভারী প্রীত হয়েছেন।

ওদের দেখে যত মুগ্ধ হচ্ছেন, ততই বিরক্ত হচ্ছেন তোমার ওপর।

তুলনায় তুমি বডই নীচে নেমে যাচ্ছ কামন্দক।

কাম। মায়া। মায়া।—রাক্ষসী মায়া। গেল, সব গেল ! হযত এখনও সময় আছে। কোথায় প্রভু ?

ধরনী। প্রভু যথাস্থানেই আছেন। সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

তুমি ববং—

তব। আঃ ছোট হাতী গুলোব কি অত্যাচার ! ওদের তাড়াবার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন ?

কাম। কইছি। মাবণ যজ্ঞ। দেখ—

প্রস্থান

তরলিকা মদনিকার গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল

মদ। গণনায় না হয় একটু ভুলই হয়েছে, তাই বলে ওকে অতটা অপদস্থ করা আমাদের উচিত হয় নি তরলিকা—

ধরনী। হাতেব মুঠোয় হাতী আছে যে ভাবতে পারে, তাকে অপদস্থ করার ক্ষমতা কারও নেই মা ! আমি শুধু ভাবি ঐ খনার কপাল। কি বরই পেয়েছে !

মদ। খনাব কপাল তোমার না ভাবলেও চলবে মা।

ধরনী। তোর কপালের কথা ভাবতে গিয়েই তো তার কপালের কথা মনে জাগে। যাই বল মা, মিহিরেব কথা যতই শুন্ছি, ঐ কামন্দকে—

অন্য

মদ । জ্যোতিষ আমি ঘৃণা কবি না, ঘৃণা করি । আনন্দ মিহিব, কাব্য  
আর কবিতা নিয়ে দু-চাবটা প্রশ্ন কি আমিই কবব না !

ভর । সখি, তিনি এলেই সেই প্রশ্ন... চুল বাঁধি কেন ?

ধরনী । চুল বাঁধি কেন এও আবার একটা প্রশ্ন নাকি ? হাঁ ভাল  
কথা—সম্রাট তোর জন্মদিনে ময়ূরকণ্ঠি শাড়ী উপহাব পাঠিয়েছেন...  
সেই শাড়ী পাবি আয ।

সকলের প্রস্থানোচ্ছোগ । এমন সময় একগুচ্ছ ফুল হস্তে ভৈরবের প্রবেশ ।

ভৈরব অতি যত্নে মদনিকার সন্মুখে ফুলগুচ্ছ ধরিল

মদ । আচ্ছা, একে কে ফুল আনতে বলেছে ? জন্মদিনে একটা  
সুভকার্য্যে যাচ্ছি সন্মুখেই এই অযাত্না ।

ধরনী । ফুলগুলি ত বেশ ! নে মদনিকা ! ঘরেব লোক কি অযাত্না  
হয় ?

মদ । তুমি জান না মা, ওকে দেখলেই আমাব গা শিউবে ওঠে । তখন  
একটা না একটা কিছু অনর্থ ঘটে ।

ভৈরবকে এড়াইয়া সকলের প্রস্থান । ভৈরব ভাবিয়া পড়িল । তার হাত

হইতে ফুলগুচ্ছ পড়িয়া গেল । স্বপ্নাবিষ্টের মত বরাহের প্রবেশ,

ভৈরবের কাছে গিয়া—

বরাহ । ( চাপা গলায় ) আমি পরাজয় স্বীকার করছি । আমি—আমি  
—বিশ্ববিখ্যাত নববঙ্গ সভার অল্পতম রত্ন আমি—ঐ সিংহলাগত যুবক-  
যুবতীর কাছে পরাজয় স্বীকার কবছি । আমি স্বীকার করি, আমার  
চেয়ে ওদের জ্যোতিষের জ্ঞান লক্ষ্য গুণে বেশী । ওদের যা শক্তি .

## তৃতীয় অঙ্ক

তা, আমাব করনাতীত। আমাব ইচ্ছা হয়, আমার কেবলই ইচ্ছা  
হচ্ছে—নবরত্ন সভাতেও নয়, বিশ্বসভায় আমি এ কথা ঘোষণা করি।  
জগতের সকল জ্যোতিষী মিলে ঐ দেব-দম্পতীকে পূজা করি—  
দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করি—কে কোথায় অবিস্বাসী আছ, এইবার এস—  
আমরা মূর্খ। তোমাদেব সংশয় দূর করতে পারি নি, কিন্তু এইবার  
এস দেখি! আমাব ইচ্ছা হয় ভৈরব, আমি ওদের পায়ে  
লুটিয়ে পড়ে বলি, আমি কিছু জানি না। কিছু না। যেটুকু  
শিখেছিলাম, এতকাল তারই দর্পে আব এক পদ অগ্রসর হই  
নি। তোবা আমায় দয়া কব.. দয়া ক'বে আমায় শিক্ষা দে—  
শিক্ষা দে—

ঋণকান কি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই  
হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন

এই কথা আমি বলতে পারি? আমি বিশ্ববিখ্যাত নবরত্ন সভাব  
অন্ততম রত্ন। জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী-শ্রেষ্ঠ বরাহ—আমি—আমি  
এই কথা বলতে পারি? (হাসিয়া উঠিলেন—হঠাৎ বেন ভৈরবকে  
দেখিয়া তাহাব প্রতি বজ্রনির্ঘোষে) আমি তোমাকে কি বলেছি?  
বল—বল—

ভৈরব কিছুই বলিতে পারিল না।

বরাহ। (হাসিয়া উঠিলেন) ভৈরব। প্রভুভক্ত, মুক, ভৃত্য আমার!  
বা বলেছি...সাক্ষ্য নেই—কেউ তার সাক্ষ্য নেই। ভৈরব! ভৈরব!

থানা

আমার ইচ্ছা হয়, ওরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন একথানা ছুরি  
ওদের বুকে—

কল্লনাষ তাহাদিগকে ছুরিকাঘাত করিতে গিয়া ভৈরবকে দেখিয়া চমকিত  
হইয়া তাহার নিকট পরম অপরাধীর মত

না, না, না আমি না।

ভৈরব সাস্তুনা দিবার জন্ত পদসেবা করিতে লাগিল, যখন বুঝিলেন তাহার  
সম্মুখে ভৈরবই আর কেহ নহে তখন বরাহের স্বপ্নভঙ্গ হইল

ও তুই? ভৈরব? সংবাদ কি? তোর মা কোথায়? মদনিকা  
কই? তবলিকা? তোমরা কোথায়?

ভৈরবেন প্রশ্নান

মিহির আব থনা কিঙ্ক রওনা হ'য়েছে। তোমাদেব আযোজন সব—

ধরনী, মদনিকা এবং তরলিকার প্রবেশ।

মদনিকা বিচিত্র সাজে সজ্জিত।

ধরনী। সব প্রস্তুত। কিঙ্ক কই, তারা কই?

বরাহ। তারা রওনা হয়েছে—

ধরনী। তোমার সঙ্গে তারা এল না কেন?

বরাহ। এক সঙ্গেই বওনা হয়েছিলাম, কিঙ্ক পথে—

ধরনী। পথে কি হ'ল?

বরাহ। অজস্র লোক জমে গেল। যত সব অসভ্যের দল।

## তৃতীয় অঙ্ক

ধবণী । পথেও লোক ভাগ্য গণনাব জ্ঞাত ধরবে ? পথেও কি তোমার মুক্তি নেই ?

বরাহ জোর করিয়া কথাটা শেষ করিবার অভিপ্রায়ে

বরাহ । তাতে তোমার কি ?

ধবণী । আমার আর কি ? আমার তাতে বরং গর্ব, কিন্তু—

মদ । লোকেরা কি তাঁদের পথ বোধ করেছে ? তাঁরা কোথায় ?  
তাঁদের এত দেরী কেন ?

বরাহ । আমি জানি না ।

ধবণী । তাবা হয়ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না, তাই বিলম্ব হচ্ছে ।  
তা, তুমি গিয়ে না হয় তাদের উদ্ধার ক'বে আন ! বাত্রি যে ক্রমেই  
গভীর হ'য়ে আসছে !

বরাহ । প্রয়োজন থাকে তুমি যাও, আমি পারব না ।

নিবৃত্ততা

ধবণী । এই ঘরে তাদের শোবার ব্যবস্থা করেছি । আমি নিজেই এ ঘর  
আজ সাজিয়েছি । আজ ওরা আসবে শুনে শুধু মনে হচ্ছে ...এ যেন  
আমারই ছেলে...বিয়ে ক'রে ঘরে বউ আনছে । কেন যেন শুধু মনে  
হচ্ছে—ঐ মিহিব—ও কেন আমার গর্ভে জন্ম নিল না ?

ধবণীকে জড়াইয়া ধরিয়া সান্তিমনে

মদ । মা !—

ধবণী । কি মা ? ও কথা শুনে তোমার বুঝি অভিমান হ'ল ?



অবস্থা।

ছি মা, তুই—তুই-ই যে আমার সাত রাজার ধন এক  
মাণিক। (বরাহকে) আজ ওর জন্মদিনে তুমি ওকে আশীর্বাদ  
কর।

মদ। বাবা।

বরাহকে প্রণাম করিল

বরাহ। ওঃ!

একটা অক্ষুট আৰ্ত্তনাদ কণ্ঠ হইতে বাহির হইল

ধরণী। তুমি পিতা, আজ ওর জন্মদিনে ওকে আশীর্বাদ  
কর।

বরাহ। ভৈরব! ভৈরব!—

ধরণী। ভৈরবকে আবার এখন কি প্রয়োজন? এই শুভ মুহূর্তে—

ছুটিয়া ভৈরবের প্রবেশ

মদ। (ভৈরবকে) আমার সম্মুখ থেকে দূর হও।

ভৈরব পিছাইয়া গেল

বরাহ। (মদনিকাকে) কেন?

মদ। (প্রায় কাঁদিয়া) আমি জানি না—আমি জানি না!

ধরণী। পিতা যখন কল্যাকে আশীর্বাদ করবে তখন ও কেন? কতবারই  
ত তোমাকে বলেছি—মদনিকা ওর চেহারা দেখেই শিউরে ওঠে।  
ওকে দেখলেই—

## তৃতীয় অঙ্ক

মদ। আমার ভয় হয়। মনে হয় ও একটা দৈত্য। (বরাহকে)  
ওর আচরণ ত জান না তুমি, পারে ত আমার গ্রাস  
করে।  
এবাহ। ভৈবব!

নিকটে আসিবার জন্ত ইঙ্গিত

মদ। মা!—

ধরণীর প্রতি অভিযোগসূচক দৃষ্টিতে

ধবণী। (বরাহের প্রতি) তবু? তবু?  
এবাহ। ভৈবব।

ভৈবব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে, মদনিকাকে

আজ তোমার এই জন্মদিনে ওকে প্রণাম কর মদনিকা!  
মদ। প্রণাম!! ওকে?

স্বণায় মুখ ফিরাইল

এবাহ। ও তোমার যেমন হিতাকাজক্ষী, তেমন তোমার আর কেউ নাই,  
আমিও না—তোমার এই মাতাও নয়।

ভৈবব ইঙ্গিতে জামাইল প্রণামের প্রয়োজন নাই। প্রণাম সে চায় না। সে  
এক হাতে চোপের জল চাকিয়া অস্ত্র হাতে মদনিকাকে আশীর্ব্বাদ  
করিতে করিতে চলিয়া গেল

মদনিকা

ধরলী। ( বরাহকে ) তুমি ওকে আশীর্বাদ কল্পে না ?

বরাহ। জগতের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ও লাভ ক'রেছে। মা।—

মদনিকা প্রণাম করিল

দীর্ঘ জীবন লাভ কব, পিতাকে সুখী কর।

ধরলী। মাতার কথাটা বাদ গেল কেন ? ( হাসিয়া ) কি স্বার্থপর তুমি !

নেপথ্যে কোলাহল

ও কিসের কোলাহল ?

বরাহ। তারা আসছে।

ধরলী। আমি আহারের আয়োজন ক'ছি। তোমরা ওদেব নিয়ে এস।

ধরলীর অস্থান। বরাহ ও মদনিকা বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে কোলাহল :—

নেপথ্যে। “আমার কি হবে দেবী ?”

“সমুদ্র যাত্রা তবে আমার হবেই ?”

“আমার বৌ মনবে, সে কি ?”

“কলার চাব এই মাসে ?”

“আমার সন্তান হবে একুশটি ? আবে সর্বনাশ !”

“গুপ্ত ধনটা কোথায় ? বল দেবী ?”

বহুকণ্ঠে। “কখন যাত্রা কল্পে শুভ হয় ?”

## তৃতীয় অঙ্ক

নেপথ্যে খনা । মঙ্গলের উষা বুধে পা  
যথা ইচ্ছা তথা যা  
রবি গুরু মঙ্গলে উষা  
আব সব ফাসা কুসা

বহুকণ্ঠে উহার পুনরাবৃত্তি হইল

উত্তেজিতভাবে বরাহের প্রবেশ

এবাহ । অশাস্ত্রীষ—নিতাস্ত অশাস্ত্রীষ ।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিহিরের প্রবেশ

মিহির । কি অশাস্ত্রীষ আচার্য্য ?

এবাহ । খনা দেবী যেরূপ বাত্রার শুভলগ্ন নিরূপণ করছেন—“মঙ্গলে

উষা, বুধে পা,—যথা ইচ্ছা তথা যা ।” যদি তখন মদা, কিম্বা অশ্লেশা—

কিম্বা ত্রাহস্পর্শ হয়—তবু ?

মিহির । হাঁ, তবু মঙ্গলবারের নিশাবসানে উষাকালে, বুধবারেব প্রারম্ভে,

যদি যাত্রা করা যায়, সে যাত্রা পবম শুভ ।

এবাহ । আর্ঘ্য ঋষিগণ কি মূর্থ ছিলেন ? অথবা ঘুম ভাঙ্তো মধ্যাহ্নে,

উষার সন্ধানই তাঁরা পান নি ?

মিহির । তথাপি উষার মাহাত্ম্য লোপ হবে বলে মনে হচ্ছে

না । বাহিরের ঐ ষত লোক এসেছে, সবাই খনা দেবীর

বচন অক্ষুণ্ণ যাত্রা করে সফল মনোরথ হয়েই, ওই বচন

লিখে নিচ্ছে ।

প্রবাস

মদনিকার প্রবেশ

মদ। (ববাহকে) দিদিকে বাচাও বাবা! (মিহিরকে) না হয়  
আপনিই যান। এ কি অত্যাচার! এক যুদ্ধের অবসরও কি  
ওর মিলবে না?

ববাহ। কি হ'য়েছে মা?

মদ। তা কি দেখেছ না বাবা? রাজ্য শুদ্ধ লোক এসে যে ধনা  
দিদিকে পাগল ক'রে তুলে! কাবও প্রশ্ন, পেটে কি আছে?  
ছেলে না মেয়ে? কলার চাষ কোন্ মাসে? গুপ্ত ধনটা কোথায়?  
এমনি সব কত প্রশ্ন? রক্ষা কর বাবা, তুমি গিয়ে দিদিকে বক্ষা কর।

ববাহ। আচ্ছা মা, আমি যাচ্ছি—

হাসিমুখে ববাহের প্রস্থান

মদ। আমি শুধু ভাবছি, দিদি কি ক'রে হাসিমুখে এই অত্যাচার  
সহ্য করে?

মিহির। হাঁ, ও পাবে। কিন্তু আমি পারি না।

মদনিকা ও মিহিরের বাহিরে প্রস্থান

নেপথ্যে ববাহ। কাব কি গণনা আছে বল?

নেপথ্যে জনতা উচ্চ হান্ত করিয়া উঠিল

নেপথ্যে ববাহ। মা-লক্ষ্মী আমার গৃহে অতিথি। তাঁকে অন্তঃপুরে যেতে  
দাঁও। কার কি গণনা আছে আমার বল!

নেপথ্যে জনতা। আমরা আর ঠকছি না। বরং কাল এসে মা-লক্ষ্মীর পায়ে  
পড়ুব। চল হে চল—

## তৃতীয় অঙ্ক

নেপথ্যে বরাহ । আমি কি তোমাদের ঠকিয়েছি ?

নেপথ্যে জনতা । মা-লক্ষ্মীর গণনা দেখে এখন তাই মনে হচ্ছে ঠাকুর !

নেপথ্যে বরাহ । বটে ! বটে !

নেপথ্যে খনা । তোমরা অবোধ, তাই ঐ মহাপুরুষের মর্যাদা জান না ।

ঐ মহাপুরুষের চরণ তলে শিক্ষা লাভেব আমরা যোগ্য নই ।

নেপথ্যে জনতা । তোমার মা এ অনর্থক বিনয় ! শোন মা—

নেপথ্যে খনা । তোমাদের কথা শুনেও পাপ হয় ।

বরাহ, খনা, মিহির ও মদনিকার প্রবেশ—পশ্চাৎ পশ্চাৎ জনতা

ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল

খনা । ( বরাহেব নিকটে গিয়া ) দেব ! ওরা অবোধ, ওদের ক্ষমা  
ককন ! আমায়ও ক্ষমা করুন !

ইহাতে জনতার মধ্যে কেহ বলিয়া উঠিল

“আহা মার কি বিনয় !”

খনার মুখ খানা সহসা ছাইয়ের মত পাদা হইয়া গেল । একটা অব্যক্ত

যাতনায় দুই হাতে মুখ খানা চাপিয়া ধরিল

খনা । ওঃ !

মিহির । কি বিড়ম্বনা ! কে জান্ত এমন হবে ! মহাপুরুষের এই

অসম্মান আর ত দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না খনা !

খনা । চল, চল, আমায় এখান হতে নিয়ে চল—

জনতার মধ্যে কেহ । আমরাও তবে নিশ্চিন্ত হই । মহাপুরুষের মতিভ্রম

অন্য।

হ'তে কতক্ষণ ? এস মা শীগ্গীর এস—এই রাত্রি যোগে এই  
নেমন্ত্বরের কথাটাই আমাদের ভাল লাগছে না।

মদ । ( মহা ক্রোধে ) ভৈরব ! ভৈরব !

ছুটিয়া ভৈরবের প্রবেশ

বাহিরের ঐ লোকগুলোকে—

বরাহ । ( ভৈরবকে ) না—

ভৈরব মদনিকার ইঙ্গিত মাত্র জনতার উদ্দেশ্যে ছুটিতেছিল ।

বরাহের আদেশে ক্ষান্ত হইল বটে কিন্তু জনতা

ভয়ে ছুটিয়া পালাইল

( খনাকে ) যাও মা, ওদের নিরাশ করো না, ওদের কাছে যাও ।

খনা । বাহিরের ঐ নরকে আমাদের তাড়াবেন না । আপনার চরণে  
আমাদের আশ্রয় দিন্ দেব ।

ধরণীর প্রবেশ

ধরণী । তোমাদের গল্প কি ফুরবে না ? থাবাব যে ঠাণ্ডা হ'বে গেল ।

খনা । মা ।

কাঁদিতে কাঁদিতে ধরণীকে জড়াইয়া ধরিল

ধরণী । এ কি মা, কাঁদছ নাকি ?

খনা । না মা, হাঁ মা, ক্ষিদে পেয়েছে, কাঁদব না ? শীগ্গীর চল,  
খেতে দাও ।

মদ । ধন্তি মেয়ে ! ( মিহিরকে ) আসুন !

## হুতীর অঙ্ক

মিহিব। ( বরাহকে ) চলুন।

ধরনী। ওঁর খাবার সময় এখনও হয় নি। সে সেই হুপুর রাতে।  
তোমরা এস।

বরাহ। না—না—চল আমি যাচ্ছি। তোমাদের আহার দেখ্‌ব।

ধরনী। না—না—তুমি গণনাই কর। নইলে কাল সকালে লোক এসে  
তোমার মাথা খাবে। ( মিহিব ও ধনার প্রতি ) একটুও সময়  
যদি পান! বড় হওয়ার এ যে কি বিপদ, যখন হবে বুঝ্‌বে।

বরাহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অন্তরিক্‌ হইতে একজন লোককে ধরিয়া লইয়া কামন্দকের প্রবেশ

কাম। পালাবে কেন? ভয় কি? কি গুণ্‌তে হবে বল। দেখ্‌ছ না  
সম্মুখে সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য্য।

লোক। আমি অনেক দূর দেশ হতে এসেছি মশাই! শুন্‌লাম, এখানে  
এলেই মনকামনা পূর্ণ হবে। সেই আশায় কষ্টকে কষ্ট মনে করি নি,  
অর্থব্যয় সার্থক মনে করেছি। কিন্তু এখানে পৌঁছেই দেখ্‌লাম,  
বহু লোক প্রাণভয়ে পালাচ্ছে—

কাম। ওদের ফাঁড়া আছে কিনা। প্রভুর গণনা শুনেই সবাই দৌড়ে পালাল—

লোক। তবে ত আবও বিপদ। শুনেছি সর্প দংশনে আমার মৃত্যুবোগ  
আছে। ফাঁড়া যদি সত্য হয়, কি হবে? আমার যে বাতব্যাধি!  
পালাতে ত পারব না!

কাম। পালাবে কেন? গ্রহশাস্তি—অব্যর্থ। অব্যর্থ। দক্ষিণা তিন  
রজতমুদ্রা। সত্ত্ব ফলগ্রহ বিশেষ গ্রহশাস্তি—দক্ষিণা নব সংখ্যক রজত-



অন্য

মুদ্রা। এবং...বা—রা—হী কবচ সৰ্ব বিঘ্ন বিনাশন সৰ্ব ভয়  
প্রশমন. সৰ্ব সিদ্ধি সংঘটন—দক্ষিণা অষ্টদশ রজতমুদ্রা। যজ্ঞও  
করতে পার—সৰ্পযজ্ঞ! জন্মেজয় করেছিল, শোন নি?

লোক। না শুনি নি। কিন্তু শুনেছি ঐ প্রভুর অদ্ভুত গণনা। তাই  
কোন দিন, কোথায়, কি অবস্থায়, কোন দণ্ডে, কোন পলে, কোন  
অল্পপলে, সেই কালসৰ্প—

চমকিয়া সভয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত

কাম। এত ভয় কেন? সন্মুখে দেবতা।

লোক। দেবতা জেনেই জানতে এসেছি—কবে, কোথায়, কখন,  
কোন দণ্ডে, কোন পলে, কোন বিপলে, সৰ্প আমায় দংশন কববে?  
ফাঁড়াটা বহু জ্যোতিষীকে দিয়ে গুলিয়েছি। কাবও সঙ্গে কাবও  
গণনা মেলে না। কেউ বলে আজ কাল, কেউ বলে বিশ বৎসর  
পর, কেউ বলে এখনও ত্রিশ বৎসর বাকী। কেউ বলে আমার  
মরণবার পব সেই ফাঁড়াটা! অবশেষে শুনলাম বিক্রমাদিত্য বাজসভায়  
অপহৃত শিশুর উদ্ধারের সেই অলৌকিক কাহিনী। নব-রত্নের  
অন্ততম রত্নরূপে পরিচিত বরাহকে মূৰ্খ প্রতিপন্ন ক'বে (বরাহকে  
দেখাইয়া) ঐ সিংহল দেবতার অত্যাশ্চর্য্য গণনা। (হঠাৎ) আমাব  
মা কোথায়? খনা মা?

কাম। আছেন, আছেন, ভাত রান্না করছেন। সাবধান, কোন  
বাজে কথা নব। দেখ্ছ না প্রভু ধ্যানমগ্ন! দর্শনী আমাব হাতে  
দিয়ে ভূমি গিয়ে শুধু বল—প্রভু! সাপে আমাক কবে খাবে?  
ব্যস্ আর কোন কথা নব. দর্শনী?

## তৃতীয় অঙ্ক

লোক । ( দর্শনী দিবার ভাণ করিয়া হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া বরাহের চরণ ধরিয়া ) প্রভু ! আমি আপনার চরণপ্রান্তে উপনীত হবার পূর্বেই কপর্দকহীন হয়ে পড়েছি । সূর্য্যদেব নিতান্ত যে গরীব তাকেও আলো দিতে কার্পণ্য করেন না । আমাকেও আপনি তেমনি দয়া ককন দয়া করে আপনার মিহির নাম সার্থক করুন ।

বরাহ । আমাব নাম মিহির !

লোক । আপনাব নাম আজ কে না জানে ? সিংহল হ'তে যে দিন—

বরাহ । তুমি ভুল ক'রেছ—আমি বরাহ ।

লোক । ব—না—হ ? আপনাকে ত আমি চাই নি ! আমি যে সেই সিংহল দেবতা মিহিবকে চাই । সাক্ষাৎ সবস্বতী খুনা মাকে চাই ।

বরাহ । কি প্রয়োজন তোমাব ?

কাম । সর্প দংশনে ওর মৃত্যু যোগ আছে । সেই ফাঁড়ী কবে, কোথাব, কখন—

বরাহ । বেশ, আমিই গণনা করছি । এ ত অতি সহজ গণনা ।

লোক । না, না মশাই, আপনার কথা আমার জানা আছে । আমি চাই সেই সিংহল দেব-দেবীকে । শুন্লাম, তাঁবা এখানে, এই গৃহেই—  
কাম । ( রাগিয়া তাহাকে তাড়াইবার মানসে চীৎকার করিয়া ) সাপ্ !

সাপ্ ! সাপ্ !

লোক । বাপ ! বাপ্ ! বাপ !

দৌড়িয়া পলায়ন

বরাহ । এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল কামন্দক... মৃত্যু ভাল । ২.

কাম । আমিও তাই ভাবছি, মৃত্যু ভাল, কিন্তু আপনার নয় ।

ধন্য।

ভৈরব ছুটিয়া প্রবেশ করিল

বরাহ। জীবনে এত অপমান কখনও সইনি। অথচ এও বুঝছি—এর  
জন্ত ওরা এতটুকু দায়ী নয়!

কাম। এ সব বড়যন্ত্র প্রভু, বড়যন্ত্র। আপনি বুঝছেন না—তাই  
ওদের নেমন্তন্ন ক'রে ঘরে ডেকে এনেছেন। শুধু কি তাই? ওদের  
জন্ত ফুলশয্যা রচনা হচ্ছে। দুধ দিবে মামুষ কাল সাপ পোষে—  
আমি এই প্রথম দেখছি। শোন ভৈরব—

ভৈরবকে কি বলিতে লাগিল

বরাহ। না, না, ওদের কি দোষ? আমি দেখেছি, ওদের গণনা  
অবার্থ। আমি বুঝেছি, ওদের বিজ্ঞা অলৌকিক বিজ্ঞা। ওদের  
প্রতিভাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক  
কামন্দক, ওদের বিজ্ঞা রাক্ষসী বিজ্ঞা—সনাতন শাস্ত্র সম্মত নয়। কিন্তু  
কি কব্ব, আজ আমি বৃদ্ধ, আমার সে নব নব উন্মেষ শাশিনী প্রতিভা  
নেই—তর্ক মূর্খের শক্তি নেই, সাহসের অভাব হ'য়েছে, অধ্যবসায়  
হাবিয়েছি। আজ আমি আমার ঘোবনের জীর্ণ কঙ্কাল—আজ  
আমার বুকে শুধু এক হাহাকার—কি জান কামন্দক?

কাম। কি প্রভু?

বরাহ। আমার পুত্র নাই, পুত্র নাই—আজ যদি আমার পুত্র থাকত,  
রূপে সে কারও কাছে স্তান হত না। শিক্ষায় সে কারও কাছে  
মাথা মত্ত ক'রত না! বিজ্ঞায়, প্রতিভায়, হয়ত বিশ্বের  
বিশ্ময় হ'ত। আজ আমার পুত্র নাই—তাই আমি এই বার্ককে

## তৃতীয় অঙ্ক

অসহায় ভাবে দেখতে হচ্ছে রাক্ষসী-মায়ায় কিরূপে দেশ ধীরে ধীরে  
আচ্ছন্ন হচ্ছে... সনাতন জ্যোতিষ কিরূপে ক্রমে ক্রমে রাহগ্রস্ত হচ্ছে।  
থাক্ত যদি আমার পুত্র—

কাম। সে এ অপমান কিছুতেই সহ্য কর্ত না...এব প্রতিকার  
কর্ত। সে নাই—কিন্তু আমরা ত আছি...এস ভৈরব,—

ভৈরবকে লইয়া কামরূপের প্রস্থান

এবাহ। বৃথা—বৃথা—বৃথা, আমার জীবনই ব্যর্থ হ'ল—তুই এক পুত্রের  
অভাবে—

প্রস্থান

ধরণী, মদনিকা, মিহির ও খনার প্রবেশ

ধরণী। আর রাত কোর'না বাবা! মা মদনিকা, এবার ওরা বিদ্রোহ  
করবে। প্রভু কোথায়? তবে কি আবার পাঠাগারে গেলেন?  
আয় মদনিকা,—( খনা ও মিহিরকে ) আসি বাবা—আসি মা!  
আর রাত করো না—বরে গিয়ে শুয়ে পড়। আয় মদনিকা!—

ধরণীর প্রস্থান

মদ। যাই মা!—

খনা। ( মদনিকাকে ) একটা গান—

মদ। ( খনাকে ) একটা গান—

খনা। তুমি—

মদ। না ভাই তুমি—

মিহির। কলহ কেন? না হয় আমিই—

ধনা

ধনা । মা, মা, রক্ষে কর । এত রাতে শান্তিভঙ্গ সুবিধার কথা নয় ।  
তুমি গাও ভাই ।

—মদনিকার গান—

এল, জীবন মাঝে আজি পরম-রাতি  
সখি, কনক-দীপে জ্বলো উজ্জল-বাতি ।

এল দখিন হাওয়া,

কার পবন পাওয়া—

এল, রঙিন হ'য়ে এল নেশায় মাতি ।

আছি, দুয়ার খানি মোর আধেক খুলে—

রেখে, কদম-কেশব সহ, খোঁপার চুলে—

মিছা মেঘেব শাড়ী,

মোছ নয়ন বাবি—

বিনা, জীবন-সাথী মোব মলিন ভাতি ॥

ধরণীর প্রবেশ

ধরণী । এখনও শুতে যাও নি বাবা । আয় মদনিকা !

ধরণী ও মদনিকার প্রস্থান

ধনা । এ জন্মদিনেও ও সুখী নয় ।

মিহির । এ বয়সে বিয়ে না হ'লে অ-সুখ হবারই কথা ধনা !

ধনা । আজ তোমারও জন্মদিন মিহির !

মিহির । আমারও জন্মদিন আজ । বল কি ধনা ?

## কৃতীকৃত ভাষা

থনা। গণনা করেই বলছি মিহির। বিশ বৎসর পূর্বে এই উজ্জয়িনীতে

ঠিক এই দিনটিতেই তুমি প্রথম ধরণীর আলো দেখেছিলে।

মিহির। কার ঔরষে? কার গর্ভে? কোথায়? কোন গৃহে?

থনা। উতলা হয়ো না মিহির। উপযুক্ত দিন-কণ হলেই আমি বলব।

মিহিব। তার আর কত বিলম্ব?

থনা। তুমি নিশ্চিত থাক মিহির! তুমি বত অধীরই হও না কেন,

অসময়ে আমি কোন কথাই বলব না। বলবার হ'লে বহু পূর্বে—

সেই সিংহলেই আমি বলতাম। (মিত্তকতা)

মিহির উঠিয়া স্বরর দিকে চলিল

বাচ্ছ যে?—

মিহির। যে অক্ষম, ঘুমিয়ে থাকাই তার পক্ষে শাস্তি।

যরে গিরা শয়ন

থনা। বটে, যাব জন্তু করি চুরি সেই বলে চোর।

যরে গিরা জুয়ার দিয়া শয়ন

দেহ আবৃত করিয়া চোরের মত কামন্দক ও তৎপক্ষাতে ভৈরবের প্রবেশ। ভৈরবের

হাতে মশাল। কামন্দক ভৈরবকে ইঙ্গিতে বুঝাইতেছিল—

ঐ যরে আগুন দিতে হইবে। ভৈরব চক্ৰম্বিক দ্বারা

মশাল জালিবার উপক্রম করিতেই

নেপথ্য হইতে

বরাহ। কে? কে ওখানে? পালিও না, দাঁড়াও!

বরাহের কণ্ঠ শুনিয়াই উজ্জয়ের পলায়ন। বরাহ তাহাদের

ধরিবার জন্ত সেই দিকেই গেলেন

খনা।

খনা ছয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল

খনা। কেউ ত নেই! তবে কি শুনতে তুল কন্‌লাম! ভারতবর্ষে কি  
সবই সুন্দর! কি সুন্দর চাঁদনী রাত! মিহির ঘুমিয়েছে। এই  
চাঁদের আলো ছেড়ে ঘরে যেতে মন চায় না। (সোপানে উপবেশন)

—গান—

মন ভুলে অবহেলে—

সোনার-কমলে পাষাণ-পরাণে দিয়েছিলে জলে ফেলে।

স্রোতের সে ফুল উতলা হাওয়ায়

কত গাঙ ভেসে ফিরে এল হায়—

ও ভোলা, তাহারে বুকে তুলে নাও—দিয়ে নাক দূবে ঠেলে।

বরাহের প্রবেশ

বরাহ। খনা!

খনা। আপনি? এ সময়? খানিক পূর্বে—সে কি তা হ'লে  
আপনারই কণ্ঠ—

বরাহ। হাঁ-না। কিন্তু, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে মা?

খনা। কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন পিতা!

বরাহ। তুমি কি আমাকে উদ্বেগ করেই ও গান গাইছিলে?

খনা নিরন্তর

বরাহ। বল মা, চুপ করে রইলে কেন? বুঝেছি, আমাকে ব্যস্ত করাই  
তোমাদের উদ্দেশ্য!

## দ্বিতীয় অঙ্ক

খনা। সে কি পিতা ?

বরাহ। এই জগুই তোমরা সুদূর সিংহল হতে এখানে এসেছ ?

খনা। এ ভ্রান্ত ধারণা কি ক'রে আপনার মনে উদয় হ'ল ?

বরাহ। না আমার ধারণা ভ্রান্ত নয়। যদি তাই হয় তা হ'লে বল—

তোমাদের এখানে আসার প্রকৃত কারণ ?

খনা। এখন বলতে পারব না। সময়ে জানতে পারবেন।

বরাহ। তা হ'লে আমার অনুমানই সত্য ?

খনা নিরস্তর

বরাহ। এ বৃদ্ধ বয়সে আমার অপমৃত্যুর আয়োজন না কবে  
আর কিছুকাল অপেক্ষা কবলে কি তোমাদের বিশেষ কতি  
হ'ত ?

খনা। সে কি পিতা ?

বরাহ। জীবনের চেয়ে যশ বড়। তোমরা আমার সেই যশ—

খনা একবার কিছু বলিবার উপক্রম করিল,

কিন্তু পরক্ষণেই চুপ করিল

বরাহ। আমি বৃদ্ধ। আর সে শক্তি নাই যে, তোমাদের উদীয়মান  
প্রতিভাব বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াই। কিন্তু মা, এ শক্তিও নাই,  
যে এই অপমান, এই লাঞ্ছনা সুস্থ করি। ঘরে লাঞ্ছনা, বাইরে  
লাঞ্ছনা বল মা, তোমরা কি আমার মৃত্যু চাও ?

খনা। দুর্ভাগ্য যে আপনি আমাদের এতখানি ভুল বুঝেছেন ! সুদূর  
সিংহল হতে কেন এখানে এসেছি ?



বরাহ।

কেন তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। ওঃ! আজ যদি আমার  
পুত্র থাকত!

খনা। মনে করুন না কেন যে আমরা আপনারই সন্তান... মনে করুন  
না কেন আমরা আপনারই পুত্র—পুত্র-বধূ!

বরাহ। তা যদি হ'তে—তা যদি হ'তে মা, না থাক—

খনা। দীর্ঘনিঃশ্বাস কেন? তা মনে করা কি একেবারেই  
অসম্ভব?

বরাহ। আমি তা মনে করলেও লোকে তা মনে করবে কেন?

খনা। লোকে কি আজ এই কথাই মনে করতে পারে যে আপনি  
অপুত্রক নন, পুত্র আপনার হয়েছিল?

বরাহ। খনা! খনা!—

খনা। যে—আপনি, আপনার সেই পুত্রকে তার জন্ম দিনেই,  
বিশ বৎসর পূর্বে ঠিক এই দিনে স্বহস্তে জলে নিক্ষেপ  
করেছিলেন?

বরাহ। তাত্রপাত্রে—এই তাস্তির জলে—তুমি—তুমি—তুমি এ কথা  
কি ক'রে জানলে?

খনা। যেমন করেই হোক আমি জেনেছি।

বরাহ। গণনা? গণনা?

খনা। হাঁ গণনা। কিন্তু গণনা ত এ কথা জানতে পারলাম না যে  
পিতা হ'য়ে কেন আপনি স্বয়ং সেই সন্তানকে—

বরাহ। গণনা—গণনা করে দেখলাম, মাত্র ১ বৎসর তার আয়ু—

খনা। এক বৎসর—না একশত বৎসর?

## তৃতীয় অঙ্ক

বরাহ । এক বৎসর ।

থনা । না, একশত বৎসর ?

বরাহ । হ'তে পার তোমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী—কিন্তু জাতকের  
আয়ু গণনার সামান্য জ্ঞানটুকু আমার আছে ।

থনা । কিন্তু মানব মাত্রেই ত ভুল হয়—আপনারও—

বরাহ । সাবধান !

থনা । আপনি ক্রুদ্ধ হতে পারেন কিন্তু এ কথা যদি আজ জানেন  
যে আপনার পুত্র আজও বর্তমান, তথাপি কি আপনি ক্রুদ্ধই  
হবেন ?

বরাহ । সাবধান ! সাবধান !

থনা বক্ষাবরণ হইতে একখানি গণনাপত্র বাহির করিয়া

বরাহের সম্মুখে ধরিয়া

থনা । তবে দেখুন, আমি আপনার সেই পুত্রের জন্ম-পত্রিকা রচনা  
করেছি । এই দেখুন, আয়ু ছিল তার একশত বৎসর—অথচ  
আপনি তার পিতা, গণনায় দুটি শুল্ক ভুল করে—

বরাহ । তাহার হাত হইতে গহণা পত্র কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া দিমা—

সাবধান ! সকল অপমান আমি সহিতে পারি, কিন্তু এ  
অপমান—

থনা । অপমান ? না আনন্দ ?

বরাহ । ( সেই জন্ম-পত্রিকা কুড়াইয়া লইয়া ) এই পত্র তোমার ভ্রাতৃ  
গণনার সাক্ষী হ'য়ে রইল রাক্ষসী ! আমি বিশ্ব সমক্ষে প্রকাশ

খনা

কন্ব—( পত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ) দাঁড়াও, দেখছি, কোথায় তোমার  
তুল—( মনোনিবেশ সহকারে দেখিয়া চীৎকার করিয়া ) এ কি ?  
( পুনরায় ) এ কি । সত্যই ত—সত্যই ত—( আবার গণনা  
পর্যবেক্ষণ ) তাই ত—( বসিয়া উল্লাদের মত পুনরায় গণনা ) কি  
করেছি ! এ আমি কি করেছি ।

খনা । আপনি শান্ত হন । আপনার পুত্র জীবিত আছে ।

বরাহ । কে সে ? কোথায় সে ?

খনা । কিন্তু বল্‌বার সে স্তম্ভ মুহূর্ত্ত যে এখনও আসেনি পিতা ।

ইতিমধ্যে কামন্বক ইহাদের অলঙ্ঘ্য মিহিরের ঘরের শিকল টানিয়া

দিয়াছে । ভৈরব ঘরে আগুন দিয়াছে ।

আগুন জলিয়া উঠিয়াছে

বরাহ । তা হোক, তবু তুমি বল কে আমার পুত্র—

মিহির । ( ভিতর হইতে ) আগুন । আগুন ।

খনা । ও কি ! সর্বনাশ—

বরাহ । বল মা ! কে আমার পুত্র !

মিহির । খনা—খনা—ঘর থেকে আমি বেরতে পারছি না, আমি পুড়ে

মরলুম—

খনা । হাত ছাড়—হাত ছাড়—আমার স্বামী—আমার স্বামী—

বরাহ । আমার পুত্র—আমার পুত্র—

মিহির । খনা, এই মুহূর্ত্তেও কি তুমি বল্‌বে না—কে আমার  
পিতা ?

## ভূতীয় অঙ্ক

বরাহ । বল কে আমার পুত্র ? বল কে আমার পুত্র ?

থনা । তোমার পুত্র—তোমার পুত্র—

হাত ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া যরের শিকল খুলিয়া দিয়া

আমাব স্বামীই তোমার পুত্র !

মিহির ছুটিয়া বাহির আসিল

মিহির । তুমি । তুমি । পি—তা ?

বরাহ । আমি—আমি—

মিহিরকে বন্ধে জড়াইয়া ধরিলেন

## চতুর্থ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

অগ্নিদহিত গৃহ প্রাঙ্গণ । গভীর রাত্রি । বরাহ প্রেতের মত পদচারণা করিতেছিলেন ।

পুঁপি হস্তে কামন্দক মদনিকার খোঁজে যাইতেছিল—

হঠাৎ বরাহ তাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন ।

কামন্দক চমকিয়া উঠিল

বরাহ । কামন্দক ।

কাম । প্রভু !

বরাহ । তুমিই ঘরে আগুন দিয়েছিলে ?

কাম । সে কথা ত কেউ বলছে না—সে কথা কেউ তুলছেই না । সবাই বলছে—কি আশ্চর্য্য প্রভু—এ কথা এরই মধ্যে সারা উজ্জয়িনীতে রাষ্ট্র হয়ে গেছে—সম্রাটের কাণে পৌঁছেছে—আপনার বহিঃপ্রাঙ্গণে জনতারও অস্ত নাই এবং সে কি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ! আপনি নাকি লাক্ষনার হাত এড়াবার জন্য জোর করেই বলছেন ঐ মিহির নাকি আপনার পুত্র—এবং ওকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিশ বছর পবে কিবে পাওয়ার বে গল্প রচনা করেছেন, সবাই সে গল্প শুনে বলে, কল্পনায় আপনি কালিদাসকেও পরাজিত করেছেন ।

বরাহ । হঁ তুমি যাও । আমাকে একাকী থাকতে দাও । যাও—  
যাও কামন্দক ।

কামন্দকের প্রস্থান

## চতুর্থ অঙ্ক

### ধরণীর প্রবেশ

ধরণী । প্রভু !

ববাহ । বল ।

ধরণী । এতদিন আমার কাছে এ সংবাদ গোপন বেখেছিলে কেন ?

ববাহ । বলতে চেয়েছিলাম ধরণী—কিন্তু—কিন্তু—নিজের দুর্বলতার  
জন্ত, তা পারি নি ।

ধরণী । তা হলে—মদনিকা আমাব কত্তা নয়—কত্তা সেই ক্রীতদাসের  
অর্থাৎ ঐ তৈববের ? সে দিনকার সেই গল্প তবে অক্ষরে অক্ষরে  
সত্য ?

ববাহ । অক্ষরে অক্ষরে সত্য ।

ধরণী । মদনিকা—মদনিকা আমার কত্তা নয় ? যাকে আজ বিশ বৎসর  
দেহের রক্ত জল করে লালন করলাম, পালন করলাম—সে আমার  
কত্তা নয় ? পুত্র হল ঐ মিহির—যে আমার এক বিন্দু স্তন্য পর্য্যন্ত  
পান করে নি ! প্রভু ! প্রভু ! মিহিরকে আমি ফিরে পেয়েছি—  
এ আনন্দ আমি সহিতে পারছি—কিন্তু মদনিকাকে হারাবার দুঃখ  
আমি সহিতে পারব না । না—না—পারব না ।

নেপথ্যে মদ । মা ! মা !

ধরণী । মদনিকা ! কি বল্বে প্রভু ! আমি তাকে কি বল্বে ?

### মদনিকার প্রবেশ

মদ । মা ! মা ! যা শুন্লাম তা কি সত্য ?

ধরণী । ( নীরব রহিলেন )

আমরা।

মদ। তুমি কথা কইছ না কেন মা ? তোমরা কি মাহুয মা ? এত  
সব ঘটনা যে ঘটেছিল, কই একটবারও ত আমায় বল নি ?

ধরনী। তবে শোন মা—আজ তোমায় বলছি—কত বড় অবিচার যে  
আমরা তোমার ওপর করেছি—

মদ। একশবার কবেছ। এত বড় একটা ঘটনা সবার কাছে লুকিয়েছ—  
লুকোও, কিন্তু তাই বলে আমার কাছেও লুকোবে ?

ধরনী। কিন্তু আজ আর না বলে পারছি না—আমি সব বলছি—

মদ। থাক আর বলতে হবে না। যেন আমি কিছুই শুনি নি।

ধরনী। শুনেছিচ্ ?

মদ। না শুনেই বুঝি লাকাছি ?

ধরনী। কি শুনেছিচ্ বল দেখি—

মদ। ঐ মিহির আমার দাদা। বাবা ওকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—  
আমু গুণতে ভুল কবে। শিশু-হত্যার অপরাধ হয়েছে বুঝতে পেরে  
কথাটা গোপন রেখেছিলে তোমরা। ভারী দুঃখে ছিলে তোমরা—  
যদিও না আমি, হলুম। মিহির আমার ক' বছরের বড় মা ?

বরাহ। ( ছুটিয়া আসিয়া ) না না, তুমি ভুল শুনেছ মদনিকা ! প্রকৃত  
কাহিনীর অনেক খানিই তুমি শোননি।

ধরনী। ( বরাহকে বাধা দিয়া ) ও ঠিক শুনেছে, তুমি থাম।

বরাহ। না, না ধরনী।

ধরনী। তোর পিতা আনন্দে উদ্ভাদ। চলে আয় মদনিকা,—আমি  
বলছি।

মদনিকাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

## চতুর্থ অঙ্ক

ছুটিয়া কামন্দকের প্রবেশ

কাম। প্রভু! সর্বনাশ!

অদূরে পনা ও মিহিরের প্রবেশ

বরাহ। কি কামন্দক?

কাম। সম্রাট এই অভাবনীয় ঘটনার কথা শোনা মাত্র তাঁর প্রধান অমাত্য বিভাষস্বকে আপনার গৃহে প্রেরণ করেন। আমাকে দেখেই সে প্রকৃত ঘটনা কি জানতে চাইলে। আমি বললাম, আমি এখনও সব শুনিনি। সে বলল সম্রাট বলছেন, যদি ববাহদেব নিজের পুত্রের আয়ু গণনা কবতেই ভুল করেন, তাঁর গণনার ওপর লোকের কোন আস্থা থাকতে পারে না। তাঁকে জ্যোতিষীই বলা চলে না। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। এই যে খনা দেবী, আর কেন? যা হবাব হয়েছে, মিহির ঠাকুর স্তম্ভ হয়েছেন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, দয়া করে আমার বৃদ্ধ প্রভুটির স্বন্ধ ত্যাগ করে অন্ত একটি স্বপ্নের সন্ধান দেখুন। অমাত্যবর একলা বসে আছেন, আমি দেখছি।

প্রস্থান

খনা ও মিহির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল

মিহির। পিতৃ সম্বোধনের সৌভাগ্যের বিনিময়ে আমি আপনার শিরে এত বড় অসম্মানের ডালি তুলে দিতে পারি না, পারি না পিতা।



খনা।

খনা। তাই হিব করেছি আমরা চলে যাব। দূরে—দূরে—বহু দূরে—  
কেউ আমাদের সন্ধান পাবে না। আপনি ভাববেন না পিতা!  
মিহির। আপনি এখনই ঘোষণা করে দিন—আমরা ব্রাহ্মসেব দেশ হতে  
এসেছিলাম, মায়াবী আর মায়াবিনী। দুদিন মায়ার খেলা খেলে  
আবার চলে যাবছি। কিন্তু—কিন্তু পিতা, এই দুদিনের খেলাই  
আমাদের বাকী জীবনের পাথর হ'য়ে রইল। (পায়ের ধূলি লইয়া)  
বিলম্ব নয়—আর বিলম্ব নয় খনা।—

বিভাবস্তু প্রবেশ

বিভা। এই যে আপনারা সবাই এখানে। আমি বিভাবস্তু। সস্ত্রাট  
আমাব প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষায় বিনিদ্র চক্রে বসে আছেন বলে আমি  
আর বিলম্ব করতে পারলাম না। আপনাদের সম্বন্ধে প্রচারিত  
কাহিনী সস্ত্রাট বিশ্বাস করেন নি। তিনি বলছেন, বরাহদেব যদি  
নিজের পুত্রের আয়ু গণনার ভুল কবে থাকেন, তবে কে আর তাঁর  
গণনার আস্থা স্থাপন করবে? কে তবে তাঁকে জ্যোতিষী বলবে?  
তাই তিনি সত্য-মিথ্যা অবগত হবার জন্য আমাকে এই রাত্রিই প্রবেশ  
করেছেন। আমি আশা করি প্রচারিত গল্পবিত এই কাহিনী সম্পূর্ণ  
মিথ্যা। কি বলেন জ্যোতিষাৰ্ঘব?

বরাহ। না, এ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। এই আমার সেই হারানিধি  
পুত্র।

বিভা॥ জ্যোতিষাৰ্ঘব! আপনি কি বলছেন?

মিহির। (বিভাবস্তুকে) না, না, তখন—

## তৃত্ব অঙ্ক

বরাহ। যা শোনবার উনি তা শুনেছেন। অথবা আবার শুনুন—তুল  
আমি করেছিলাম। সোনার-কমল, জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।  
লোকে যদি তাতে বলে জ্যোতিষ আমি জানি না, বলুক। রাজা যদি  
বলেন—আমি জ্যোতিষীই নই—বলুন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর আমি  
সে তুল করব না। পারব না আজ আমি একে পুনরায় ভাসিয়ে  
দিতে—আমার জীবন নদীর-ওপারে!

মিহির ও খনাকে লইয়া এতদূর

পুঁথির বোঝা স্বপ্নে কামন্দকের প্রবেশ। কামন্দক আসিয়া দেখিল কেহ কোথায়ও

নাই। পুঁথির বোঝা নামাইয়া রাখিয়া সে অন্যরের দিকে উঁকি

মারিয়া যেই দেখিল তথায় মদনিকা রহিয়াছে, ছুটিয়া আসিয়া

পুঁথির স্তূপ সম্মুখে রাখিয়া অধ্যয়নের ভাণ

করিয়া পাঠ শ্রব করিল

কাম। “অসাবভূতে সংসারে সারভূতা নিতম্বিনী ইতি

সন্ধিত্যবৈ শঙ্করকাক্ষে পার্শ্বতীং দধৌ ॥”

অন্তার্থ—অসার সংসার। এই অসার সংসারে বমণীই একমাত্র সার

পদার্থ। দেবাদিদেব মহাদেব এই জনাই পার্শ্বতীকে অর্দ্ধাক্ষে ধারণ

করিয়াছেন।

মদনিকার প্রবেশ। তাহার হস্তেও পুঁথির বোঝা

কাম। ( তাহাকে আড় চোখে চাহিয়া দেখিয়াই অধিকতর মনঃসংযোগ  
করিল )।

“রমণী মধুরাধর মধুমধুরিমা পরিমাপজগালিৎ।

হরিরেব যৎ শ্বরেভ্য দস্তামৃতমিন্দ্রিাং হত্ৰকাম।”

কিনা।

কিনা—রমণী মধুরাধরের আশ্বাদ স্বয়ং হরিই জানেন। নতুবা সমুদ্রে  
মহনকালে অস্ত্রাস্ত্র দেবতাকে অমৃত দান করে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীকে গ্রহণ  
করলেন কেন? (চীৎকার করিয়া) অতএব—

মদনিকা পুঁধি খুলিয়া পাঠ করিল

“নির্ঝানদীপে কিম্বু তৈল দানম্,  
চোরে গতে বা কিম্বু সাবধানম্।  
বযোগতে কিং বণিতা বিলাস  
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥

কিনা!—দীপ নির্ঝাপিত হলে তাতে আর তৈল প্রদান করে লাভ  
কি? চোব চুবি কবে চলে গেলে সাবধান হবে কি ফল? যৌবন  
অতীত হলে বণিতা বিলাসে কি প্রয়োজন? জল নির্গত হলে  
সেতুবন্ধের কি আবশ্যক? অতএব—

কাম। অতএব—

উঠিয়া মদনিকার গলায় মালাদান করিতে গেল

এমন সময় ছুটিয়া তরলিকার প্রবেশ

তর। অতএব—(নেপথ্য দেখাইয়া)—কিন্তু—

বরাহের প্রবেশ

বরাহ। (কামন্দক পালাইতে উদ্ভত হইয়াছিল) কামন্দক! দাঁড়াও—  
কাম। কি গুরুদেব?

## চতুর্থ অঙ্ক

ববাহ। কালিদাস-কাব্যকুঞ্জের কোকিল তুমি, তোমাকে আমি মুক্তি দিচ্ছি।

কাম। সে কি প্রভু?

ববাহ। হ্যাঁ আমি পরিহাস জানি না। তুমি আমার শিষ্য হতে মুক্ত। এখন হতে স্বচ্ছন্দে তুমি কালিদাসের কবিতা-নিকুঞ্জে বিহার করতে পাবে।

কাম। আমি একা?

ববাহ। আবার কে?

কাম। ক্রুদ্ধ হবেন না প্রভু।

ববাহ। বল।

কাম। মদনিকা—। কালিদাসের কাব্য ওর কণ্ঠস্থ। অবশ্য জ্যোতিব শাস্ত্রেও ওর পাণ্ডিত্য কম নয়। হ্যাঁ, আমি অপেক্ষা অধিক। কিন্তু কালিদাস ..

ববাহ। তুমি বলতে চাও মদনিকা আগার আশ্রয় ত্যাগ করে কালিদাসের আশ্রয় গ্রহণ করবে?

কাম। না প্রভু!

ববাহ। তবে?

কাম। আমাদের উভয়েব মন—

ধামিনী গেল

ববাহ। বল—

কাম। অভয় দিন্ ত বলি—

~~কাম~~

বরাহ । বল !

কাম । আমাদের উভয়ের মন, উভয়ের প্রাণ কাব্যাকাশে বিচরণ করতে করতে একত্রীভূত হয়ে—

বরাহ । তুমি ওকে বিবাহ করবে ?

কাম । প্রভুর অনুমতি অপেক্ষা—

বরাহ । যদি জ্ঞান ও আমার কল্যাণ নয়—?

কাম । অধর্মের সঙ্গে পরিহাস কেন প্রভু ?

বরাহ । আমাকে পরিহাস করতে কখনও দেখেছ কামন্দক ?

কাম । না প্রভু ।

বরাহ । যদি এই কথাই সত্য হয় যে ও এক ক্রীতদাসের কল্যাণ । আমি এবং আমার স্ত্রী পালন করেছি মাত্র ?

কাম । দাসের সঙ্গে ছলনা করবেন না প্রভু ।

মদ । বাবা তুমি কি বলছ ?

বরাহ । ঠিক বলছি । মদনিকা ! মদনিকা ! ঐ ভৈরবই তোমার পিতা ।

তুমি মাতৃহীনা । আমরা তোমাকে লালন পালন করেছি মাত্র ।

মদ । বাবা !

ধরণীর প্রবেশ

মা ! মা !

ধরণী । কি মা ?

মদ । বাবা আমাকে—বাবা আমাকে—( ক্রন্দন )

ধরণী । কি হল ? তুমি কি বলছ ?

## চতুর্থ অঙ্ক

বরাহ । যা সত্য—আমি আর তা গোপন করতে পারছি না । আমি মদনিকাকে তার পিতৃ-পরিচয় দিয়েছি ।

কাম । কি যে বলেন গ্রহ ! এতে আপনার বিশেষ (ধরণীকে দেখাইয়া) ঐ মা জননীর যে কতখানি অসম্মান হচ্ছে তা কি আপনি বিবেচনা কচ্ছেন না ?

বরাহ । (ক্রোধে) রহস্ত আমি জানি না কামন্দক ! আমি ঘোষণা করছি—ঐ ক্রীতদাসের কন্যা ঐ মদনিকা । ভৈরব ! ভৈরব !  
মদ । তুমি—তুমি বল মা—এ কথা সত্য ?

ধরণী নীরব রহিলেন

মদ । কথা কইছ না যে মা ? বল মা, বল—এ কথা সত্য ?  
ধরণী । সত্য ।  
কাম । ঐ ক্রীতদাস মদনিকার পিতা ?

শশব্যস্তে ভৈরবের প্রবেশ

মদ । ভৈরব ! ভৈরব ! তুমি বল, তুমি বল—তুমি আমার পিতা ?

ভৈরব ক্রিষ্টবাবুটি হইয়া পড়িল

মদ । বল ভৈরব—বল—

ভৈরব মদনিকাকে বিচলিত দেখিয়া সেও

মহা বিচলিত হইয়া উঠিল

বরাহ । বল ভৈরব, আজ এই মহা সন্ধিক্ষণে আমি আদেশ করছি,  
আর তুমি নীরব থেক না ভৈরব ! ভৈরব ! প্রভুতত্ত্ব ভৃত্য আমার,

অজ্ঞান।

কথা কও—কথা কও আজ। আমার মিথ্যাচারকে সুরক্ষিত রাখতে  
যেচ্ছায় এই বিশ বৎসর ধরে মুক হয়ে আছ তুমি—ওরে ভৃত্য—ওরে  
বন্ধু—আমি আজ যখন নিজে সেই মিথ্যার গ্রস্থি করছি উন্মোচন—  
তোর আত্মত্যাগের অবসান কি আজও হবে না? ওরে আজও  
হবে না ভৈরব? ওরে তুই কথা বল—কথা বল আজ। সম্মুখে  
তোর মাতৃহারা একমাত্র সন্তান—ওকে বুকে নে—বুকে নিয়ে বল—  
এই সুদীর্ঘ বিশটি বৎসর—ওঃ—হো—হো—

বিশ বৎসর কথা না বলিবার অনাভ্যাসে  
জড়তা জনিত কণ্ঠে বহকণ্ঠে

ভৈরব। মা! মা আমার!

মদ। তুমি? তুমি আমার পিতা?

ভৈরব। আমি—আমি—আমি!

মদ। বাবা!—( তাহার বুকে পড়িতে গেল )

ভৈরব। ( শিহরিয়া সরিয়া গিয়া ) না—মা—আমাকে তুমি—আমাকে  
তুমি—

মদ। হৃণা করতুম। কিন্তু—কিন্তু—আজ—আজ যে তুমিই আমার  
সব বাবা!

ভৈরব। মা! মা আমার!

বুকে লইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল

বরাহ। আঃ—আঃ—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন

## চতুর্থ অঙ্ক

কামন্দক ধীরে ধীরে বরাহের নিকট গেল

কাম। প্রভু।

ববাহ। কি কামন্দক।

কাম। মদনিকা—

ববাহ। এখনও তুমি মদনিকার পাণি-প্রার্থী ?

কাম। প্রভু অপবাধ গ্রহণ কববেন না। আপনার কাছে জ্যোতিষ-  
চর্চা কবলেও মূলতঃ আমি মহাকবি কালিদাসেবই শিষ্য। তাই  
বিচার করে দেখলাম, জীরত্বং দুষ্কুলাদপি—অতএব—

ভৈরবের পদতলে মদনিকাকে লইয়া নতজানু হইয়া কামন্দক বলিল

আমাদেব আশীর্বাদ কর ভৈরব।

সর্বপ্রাণ প্রভুর আশীর্বাদ আবশ্যক বিবেচনায় ভৈরব মদনিকা ও

কামন্দককে হাত ধরিয়া বরাহের সম্মুখে লইয়া

গেল এবং এই মিলনকে আশীর্বাদ বকন,

এই প্রার্থনা সকাতরে জানাইল

ববাহ। তোমাদেব প্রেম অসাধারণ। জাতি-ধর্মের গণ্ডী তোমরা

অতিক্রম করেছ! এ বিবাহে আমি সানন্দে সম্মতি দিচ্ছি।

আশীর্বাদ করছি।

ধবলী। আশীর্বাদ করছি স্ত্রী হও।



## ভূতীয়া কৃষ্ণ

পুরনারীগণ বরণডালা লইয়া মঙ্গল-গীতে বধুবেশে  
মদনিকাকে বরণ করিবা লইল ।

—গান—

মঙ্গল-শঙ্খে—মঙ্গল-কণ্ঠে মঙ্গল-সুরে শোনাবো গান—  
সিন্দূর ভালে—মঙ্গলময়ী, শুকতাবা সম জাগাও প্রাণ ।  
পারুল-চাঁপায় গাঁথিব নূতন মালা—  
শত উপচারে সাজাবো বরণডালা—  
তব তরে হ'ল পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালা  
মালা-চন্দনে সাজাবো বদন খানি—  
শঙ্খের সুরে শোনাবো মধুর বাণী—  
চঞ্চল-চোখে কাজল দিখে নব-রূপ তাবে করিব দান ।

তখন ভৈরব সকলের অলঙ্কারে আসিয়া ঝাঁড়াইল । মুকুটভিত্তি সে  
উহাদিগের উৎসব মিরীক্ষণ করিল এবং বাজের তাল  
তালে নৃত্য করিতে করিতে উহাদিগের  
পশ্চাৎ অনুসরণ করিল

## চতুর্থ দৃশ্য

ববাহেব বাসভবন

বিভাবহু ও বরাহ

বিভা । মহাকবি যথার্থ বলেছেন :—

“শর্করী দীপকচন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ ।

ত্রৈলোক্য দীপকো ধর্ম সৎপুত্র কুলদীপক ॥”

অভাবিতরূপে সেই সৎপুত্র লাভ কবে আপনি ধন্য হয়েছেন । ভুলের ফলে যে এত বড় লাভ হয়—এ আমরা এই প্রথম দেখলাম ।

বরাহ । শুধু পুত্র ? পুত্র-বধু ?

বিভা । পুত্র-বধুর ত আপনার তুলনাই নাই । রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী ।

আপনার পুত্র-বধু সম্বন্ধে সত্ৰাটের ধারণা—তিনি মানবী নন—দেবী ।

বিশেষ জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি যে অলৌকিক প্রতিভা প্রদর্শন করেছেন, তাতে এই কথাই মনে হয়—আমরা এতকাল জ্যোতিষ

নিষে শুধু অসাব খেলাই খেলেছি । মনে হয় শুধু মরিচিকার পেছনে

পেছনে উদ্ভ্রান্তেব মত ছুটোছুটীই করেছি, প্রকৃত জ্যোতিষের

অস্তিত্বই অবগত ছিলাম না । কি বলেন জ্যোতিষাণব ?

বরাহ । ঠিক তা নয়, তবে কিনা—প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, অর্থাৎ...

এই কথাটাই আমি বলতে চাই যে—

আমি।

বিভা। যে কথাই বলুন, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবেন না যে সেই দেবীর সহজ স্বাভাবিক, অথচ অদ্রোহিত অব্যর্থ গণনা আপনাকে কিছুই অবগত নন। আপনার পুত্রও না। আপনারা যা জানেন তাতে অন্ধকারেই ঢিল ছোঁড়া হয়, লক্ষ্য-স্থলে কোনটা লাগে, কোনটা লাগে না।

বরাহ। এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি না মজিবর।

বিভা। আপনি স্বীকার করুন আব নাই করুন, যাক সে কথা, শুভ্রন জ্যোতিষাৰ্ণব! আমি আজ শুধু আপনাকে অভিনন্দিত কবতে আসি নি। আমি রাজ্যদেশে আপনার সঙ্গে দেখা কবতে এসেছি। সম্রাট অধীর হয়ে উঠেছেন—তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব কবতে স্বীকৃত নন।

বরাহ। কেন, তিনি কি চান?

বিভা। তিনি বলছেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ-মানুষ, শ্রেষ্ঠ-প্রতিভাব একত্র সমাবেশের জন্তই নববহু সভার প্রতিষ্ঠা। সত্য কিনা আপনিই বলুন!

বরাহ নিরস্তর

বিভা। সে সভাব শুধু তাঁরই স্থান হওয়া আবশ্যক যিনি বিজ্ঞায়, বুদ্ধিতে জ্ঞানে, প্রতিভায়—বিশ্বজয়ী। সে ক্ষেত্রে—

বক্তব্য বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন

বরাহ। ( উদ্বেজিত হইয়া ) আপনি কি বলতে চান বলুন!

বিভা। আপনিই কি এ কথা বলতে চান, নববহু সভায় যোগ্যক্

## চতুর্থ অঙ্ক

লোকের স্থান না হয়ে—অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য লোকের ক্রীড়াভূমি হয়ে থাকবে ?

বরাহ । আমি কিছুই বলতে চাই না । আমি আপনাকে কোন কথাই বলতে চাই না ।

বিভা । আপনি ওরূপ বিচলিত হচ্ছেন কেন ? সম্রাট কখনই অবিচার করবেন না ।

বরাহ । ( বিড় বিড় করিয়া ) বিচাব । বিচাব ! সম্রাটেব বিচার ।

বিভা । এ ক্ষেত্রেও বিচার কববার জন্য সম্রাট অস্থির হয়ে উঠেছেন ।

তিনি আজই—সন্ধ্যার পূর্বে—

বরাহ । বোধ হয় নবরত্ন সভা হতে আমাকে বহিষ্কৃত করতে চান ?

বিভা । আপনি ভুল বুঝেছেন । তিনি চান নবরত্ন সভায়—আপনি আপনাব আসন সুদৃঢ় করুন । সেই উদ্দেশ্যেই তিনি—

বরাহ । তিনি !

বিভা । এক বিচারেব আয়োজন কবেছেন ।

বরাহ । কিরূপ ?

বিভা । আজ সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি আপনার নিকট একটি প্রশ্নের উত্তর চান ।

বরাহ । কি প্রশ্ন ?

বিভা । আকাশে কয়টি তারা ? আপনি উত্তর দিতে পারলে নবরত্ন সভায় আপনার আসন প্রবতারাও মতই স্থির । অন্তথায়—

বরাহ । অন্তথায় ?

~~অন্য~~

বিভা । নবরত্ন সভার আপনার পরিবর্তে তিনিই প্রতিষ্ঠিত হবেন—যিনি  
এই উত্তর দেবেন । নমস্কার । ( প্রস্থানোত্তত )

বরাহ । আকাশে কয়টি তারা ?

বিভা । হাঁ, আকাশে কয়টি তারা ।

প্রস্থান

বরাহ । আমার তারা অস্ত গেছে বলেই না—বৃদ্ধ আমি, জীর্ণ আমি,  
আমাকে আজ এই প্রশ্ন !—আকাশে কয়টি তারা !

প্রস্থান

খনা ও মদনিকার প্রবেশ

খনা । মদনিকা ! মদনিকা ! এখানে আমি স্বামীব সংসারে শৃঙ্খলিতা—  
আর লক্ষ যোজন দূরে—সাগর পাবে রয়েছে জেহান্ন এক বৃদ্ধ,  
শোকাক্ত এক বৃদ্ধা ! এপাবে ওপারে শুধু এক আর্ন্তনাদ উঠছে—  
আয় আয়—বাই—বাই । কিন্তু বাবার উপায় নাই । আসবার  
উপায় নাই । মদনিকা—এ যে কি ব্যথা তুমি বুঝবে না, কেউ  
বুঝবে না ।

মিহিরের প্রবেশ

মিহির । কি বুঝবে না খনা ?

খনা । না, কিছু না ।

মদ । ঐ মা আসছেন ।

## চতুর্থ অঙ্ক

ধরণীর প্রবেশ

মা । বাপ-মাব জন্ত বোদিব মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে ।

ধরণী । স্বামীর ঘব করতে এসে বাপ-মার জন্ত কঁাদলে ত চলবে না মা । বৈষের পর বোকে ভুলেই যেতে হয় যে তারা বাপ-মা আছে ।

গনা । ( মদনিকাকে ) তুমি যদি পার তুলো । কিন্তু ( ধরণীকে ) কোন মেয়ে কি তা পাবে মা ?

ধরণী । রাজকন্তা হ'য় ত পারে না, কিন্তু—

মিহিব । না মা রাজকন্তা বলে ওকে অপমান কোর না ।

মদ । রাজকন্তা বললে যে কাবও অপমান করা হয়—তা ত জানা ছিল না মা !

মিহিব । যদি তা না জেনে থাক, তবে আজ জান, রাজকন্তা হয়েও যখন ঐ নারী স্বেচ্ছায় বরণ কবল অজ্ঞাতকুলশীল, দীনহীন এই অনাথকে, তখনও কি ওকে বলবে রাজকন্তা ? সাম্রাজ্যের সম্পদ তুচ্ছ করে, পিতা-মাতার অগাধ স্নেহ উপেক্ষা কবে, আমার হাত দুখানি ধবে ও যখন ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাপ দিল তখনও কি বলবে ও আর কিছু নয়, শুধুই রাজকন্তা ?

মদ । অপবাধ হয়েছে দাদা ! চল মা বাবার কাছে যাই । বাবাকে ভারী বিষণ্ণ দেখলাম কেন মা ?

খনার দিকে বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া

থাকনা।

ধরণী। প্রসন্ন থাকবার উপায় কই মা ?

মদ। তোমাব জামাইয়ের মুখে আমিও কথাটা শুনেছি মা। হাঁ  
বৌদি! বাণী না হয়ে বধূপনা করতেই বখন এসেছ তখন আব  
জ্যোতিষ-চর্চাটা কেন ?

ধরণী। ঘর কন্না কবতে হলে ঘর-কন্নাই কবতে হয় মা। জ্যোতিষ-  
চর্চাটা ষাঁদের কাজ তাঁরাই করুন।

মদ। এই বা কি কথা বুঝি না বৌদি—যে রাজ্যশুদ্ধ লোক এসে ঘবেব  
বউয়ের কাছে ধন্না দেবে, কপালের লিখনটা পড়ে দাও। দেশেব  
শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বাবা যেখানে বর্তমান সেখানে ভূমিই বা কোন  
সাহসে তাদের ভাগ্য-বিচাব করতে বোসো বলতো ?

ধরণী। কথাটা ভালও ত নয় মা।

মদ। নবরত্নের পণ্ডিত যেখানে বর্তমান সেখানে তাঁকে দিয়ে গণনা না  
করিয়ে তোমাকে দিয়ে গণনা করানোর অর্থ এই ত—যে তোমবা  
মুখখানি সুন্দর !

ধরণী। যে দিক দিয়েই দেখ, এতে যে কর্তার মাথা হেঁট হচ্ছে, এ কথাটা  
আমি তোমাকে কি করে বোঝাব মা ? আর মদনিকা।—

মদ। চল মা। বৌদি না বুঝলেও দাদা যে একথাটা কেন বোঝে না,  
তা' আমি বুঝি না।

মদনিকা ও ধরণীর প্রস্থান।

থনা। আমাকে নিয়ে চল। এই যদি সংসার হয় তবে আমার এখান  
পেকে উদ্ধার কর—রক্ষা কর—

মিহিরের বৃকে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল

## চতুর্থ অঙ্ক

মিহির। যদি তুমি আমায় ভালবাস খনা, তবে আমার মুখ চেয়ে এ  
নির্যাতন সহ করা কি একান্তই অসম্ভব ?

খনা নীরব রহিল

মিহির। রামের মুখ চেয়ে সীতা যে লাঞ্ছনা সানন্দে সহ করেছিলেন,  
তারই নাম রামায়ণ। পঞ্চপাণ্ডবের মুখ চেয়ে দ্রৌপদী যে নির্যাতন  
হাসিমুখে সহ কবেছিলেন তারই নাম মহাভারত। সেই রামায়ণ  
সেই মহাভারত তোমাকে কি শাস্ত কবতে পাববে না খনা ?

খনা নীরব রহিল

নেপথ্যে ববাহ। মা।—

মিহির। পিতা !

পরস্পর আলিঙ্গন মুক্ত হইল

ববাহের প্রবেশ

ববাহ। মিহির। তুমি এখানে ? আচ্ছা তুমি—(খনা চলিয়া  
যাইতেছিল) না মা তুমি দাঁড়াও ! (মিহিরকে) তুমিই বরঃ—

মিহিরের অস্থান

খগোল তুমি জান মা ?

খনা। জানি।

ববাহ। একটা গণনা করত মা !



খনা।

খনা। গণনা আৰু আমি কৰিব না পিতা।

বৰাহ। কেন ?

গনা নীলব

বৰাহ। কেন গণনা কৰিব না মা ?

খনা। আমি আজ হতে জ্যোতিষ-চৰ্চা ত্যাগ কৰলাম দেব।

বৰাহ। সে কি মা ? জ্যোতিষের সৰ্বোচ্চ যশোশিখৰ যখন তোমাব  
আবিস্তাধীন, তখন তুমি এ কথা কেন বল ?

খনা। ই দেব যে কথা বলেছি, সেই কথাই সত্য।

বৰাহ। তথাপি তোমাব এ সিদ্ধান্তের কাৰণ কি মা ?

খনা। আমাকে ক্ষমা কৰুন দেব।

বৰাহ। তোমাকে কেউ ক্ষমা কৰিব না মা। মূৰ্খিমতী সবস্বতীৰ মত  
তুমি জ্যোতিষে নব নব আবিষ্কাৰ কৰেছ। সনাতন শাস্ত্রের সঙ্গে  
তার বিরোধ হয় বলেই আমি তা গ্রহণ কৰতে পাবি না—আজ্ঞান্যব  
সংস্কার এসে বাধা দেয়। কিন্তু শাস্ত্র বিকল্প হলেও, তোমার গণনা,  
তোমাব বচন যে অভ্রান্ত তাত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কৰেছি। বিশ্বৈব  
এত বড় কল্যাণ আয়োজন কৰে মধ্য পথে তুমি নিবৃত্ত হলে আমিই যে  
তাতে বাধা দেব মা !

খনা। তাই কি !

বৰাহ। তুমি হয় ত শুনেছ, আমি তোমায় হিংসা কৰি—শুনেছ আমি তোমায়  
ঘৃণা কৰি—ভেবেছ তোমার জয়ে আমি ক্ষুব্ধ—কিন্তু যদি জানতে মা—

খনা নিরন্তর

## চতুর্থ অঙ্ক

ববাহ। যদি জানতে মা, নিশীথ রাত্রে—

থনা। কি?

ববাহ। নিশীথ রাত্রে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, সারা বিশ্বে একটা প্রাণীও জেগে থাকে না, তখন, তখন—আমার এই দেহ-পিঞ্জর হতে, বেব হয়ে আসে আমার অনাবিল অকলঙ্ক আমি—হিংসা জানে না—দ্বेष জানে না—তোমার জয়ে ক্ষুব্ধ হয় না—দীরে দীবে সেই আমি তোমার বশ মন্দিবেব সোপান শ্রেণীতে গিয়ে দাঁড়াই—তোমার বশেব আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তোমাকে—অতটুকু শিশু তুমি—তোমাকে আমি ভক্তিভাবে মুগ্ধচিত্তে প্রণাম করি—প্রণাম কবি।

থনা। পিতা। প্রভু।

অদবে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি ও আরতি-বাস্ত শোনা গেল

ববাহ। সন্ধ্যার আবতি। সন্ধ্যা।

যেন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত

ঐ আকাশে কয়টা তারা থনা?

থনা। কে বলতে পারে ঐ আকাশে কয়টা তারা?

ববাহ। আমি পারি নি—আমি পারি নি, কিন্তু উত্তর আমার চাই-ই চাই। বল।

থনা। গণনা না করে কি কবে বলা যায়?

ববাহ। গণনা কর—গণনা কর—

থনা। গণনা আমি আর করব না পিতা।

ববাহ। ( থনার হাত চাপিয়া ধরিয়া ) গণনা তোমাকে করতেই হবে

খনা

খনা! শোন মা। সম্রাটের প্রশ্ন আকাশে কয়টি তারা। এই সম্রাট যদি আমি তার উত্তর দিতে পাবি, নবরত্ন সভার স্থান হবে, না দিতে পারলে নবরত্ন সভা হতে বহিষ্কৃত হব। আমি মৃত্যু বরণ করতে পাবি কিন্তু পরাজয়েব অপমান কিছুতেই—কিছুতেই সহ্য করতে পারব না আমি। সম্রাট আগত। আমি অপাবগ। তুমি আমাকে উত্তর বলে দেবে—সেই উত্তর আমি সম্রাট সকাশে নিজস্ব উত্তর বলে প্রচার করে আমার আসনে, আমার প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখব। উপায় নাই মা। এ ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। কি তুমি এখনও নীবব? আমার অপমান, আমার অসম্মানই কি তবে তুমি কামনা কবছ খনা?

খনা। না. না, আমি গণনা করব, আমি গণনা করব।

ববাহ। তুমি আমার বাঁচালে মা, বাঁচালে।

উভয়ের গ্রহন

বিক্রমাদিত্য ও বিভাবতীর প্রবেশ

বিভা। সম্রাট দেখলেন ত, শুনলেন ত সব?

বিক্র। আর আমার দ্বিধা নাই মন্ত্রী। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সমাবেশ—কল্লেরই আমার নবরত্ন সভা। সেই সভায় আজ থেকে—সবে এস, ঐ ঠাঁয়ে আসছেন।

উভয়ে গ্রহানোত্ত

ছটিয়া বরাহের প্রবেশ, পঞ্চাতে খনা

বরাহ। কে শুনে চাও আকাশে কয়টি তারা। একি! সম্রাট! শুনে চান আকাশে কয়টি তারা?

## চতুর্থ অঙ্ক

বিক্র। শুন্তে চাই কিঙ্ক খনা দেবীর মুখে ।

ববাহ। কেন! সত্ৰাট, আমি এখনও বর্তমান, নববস্ত্রের জ্যোতিষ রত্ন  
আমি, আপনার নিজ হস্তে দত্ত এই সম্মানেব অসম্মান করতেই কি  
আপনি আজ বন্ধপবিকব ?

বিক্র। হাঁ—সম্মানেব প্ররুত অধিকারীকে ভূষিত কববাব জঙ্ক আমি  
বন্ধপবিকব । প্রকৃত ঘটনা আমবা অবগত । আপনি পদচ্যুত ।  
আপনি নববস্ত্রের অলঙ্কার উন্মোচন কবে খনা দেবীকে ভূষিত করুন ।  
দেবী ! আশ্বন—

খনা । কোথায় ?

বিক্র। নববস্ত্র সভায়—

খনা । বধুব স্থান সভায় নয়, স্বামীব ঘরে, স্বপ্তবেব ভিটায় ।

ববাহ । নাও মা—এ রাজার দান ।

পনা । বাজার দান আমি উপেক্ষা করতে পেরেছি—কিঙ্ক দেবতার  
দান—আপনার দান আমি উপেক্ষা কবতে পারি না—আমি মিনতি  
কবাছি পিতা ও অলঙ্কার আপনি আমায় পরতে আদেশ করবেন  
না—আপনাব আশীর্বাদে যে অলঙ্কার আমি পবাছি—হাতের  
এই শাঁধা—সীঁথের এই মিন্দুর যেন এই অলঙ্কার আমার  
অঙ্কয় হয় ।

ববাহ চরণে প্রণতা হইল

## পঞ্চম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

ববাহের বাসভবন

বহিঃপ্রাঙ্গণ

বরাহ ও মিহির

ববাহ । বিবেচনা ক'বে দেখ মিহির, বার্কক্যেব একমাত্র অবলম্বন পুত্র-পুত্র-বধু । পুত্রের সেবা এবং পুত্র-বধুব গুশ্রমা পাচ্ছি এবং পাব আশা ক'রেই এ ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও বাঁচতে লোভ হব । পবম জ্ঞানবতী বধুমাতা এ কথা বুকেও আমাদের পরিত্যাগ ক'বে পিত্রালয়ে সিংহলে যেতে চান কোন্ প্রাণে ?

মিহির । পিতা মাতাকে দেখেই আবার সে ফিবে আসবে । পিতা মাতাব সে একমাত্র সন্তান । আমাদের কথাও বিবেচনা করুন । পুত্র না হ'লেও আমি তাদের পুত্রাধিক ছিলাম । আমাদের উভয়কেই একসঙ্গে হারিয়ে তাঁদের মনেব অবস্থা আপনার কল্পনা করা কঠিন নয় পিতা ।

বরাহ । হাঁ, কিন্তু তবু—

মিহির । পিতা মাতার বিরহে আপনার বধু মাতার কি অবস্থা হ'য়েছে স্বচক্ষে দেখেছেন পিতা ? আপনি অহুমতি করুন আমরা সিংহলে গিয়ে তাঁদের একটবার দেখে আসি ।

এবাহ। আমবা ?

মিহির। আমি এবং থনা।

এবাহ। তুমি ?

মিহিব। হাঁ, আমি আব থনা।

এবাহ। অসম্ভব—অসম্ভব। তোমাকে স্বহস্তে নদীব জলে তাসিবে  
দিবেছিলাম। বহু পুণ্যে তোমাকে ফিবে পেয়েছি। ষ্ঠে ভুল  
একবার কবেছিলাম, দ্বিতীয়বার সে ভুল করতে সাহস নাই।  
না মিহিব, আমি তোমাকে যেতে দিতে পারব না।

মিহিব। শুকুন পিতা—

এবাহ। না, না, আমাকে বিবক্ত ক'ব না মিহির। সত্ৰাট আমাকে  
স্বরণ কবেছেন। আমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। আমাকে আব  
বিবক্ত ক'ব না। আমি বাজসভায় চললাম।

মিহিব। কিছু থনা—

এবাহ। ( ফিবিয়া ) তবে শোন মিহিব, তোমার বিচ্ছেদ যদি বা সহিতে  
পারি, তাব বিচ্ছেদ আমার পক্ষে দুঃসহ। তুমি আমার পুত্র...কিন্তু  
সে আমার মা লক্ষ্মী !

মিহির। আপনি শুধু নিজের দুঃসহ অবস্থাই কল্পনা করছেন। কিন্তু  
তা'ব দুঃসহ ব্যথা স্বচক্ষে দেখেও আপনার মনে কিছুমাত্র দবাব  
উদ্রেক হ'চ্ছে না। স্বার্থপরতায় আপনি হৃদয়হীন নির্ধুর হবেন না।  
আমি আপনাকে মিনতি কবছি পিতা—

এবাহ। ( ভাবাবেগ দমন করিয়া ) বেশ, তোমরা যেতে পার।

( ক্ষণিক নিষ্ঠুরতা ) যাও—( রক্ত আবেগ দমনে অগ্রম হইলেন )

খনা।

এস, আব দাঁড়িয়ে কেন? যাও। সে—তুমি—তোমরা দু'জনেই,  
'দু'জনেই—

চলিযা গেলেন

অস্ত্রপুর হইতে বিবহ-ব্যাকুলা খনার প্রবেশ

খনা। পিতা কি ব'লে গেলেন, মিহির?

মিহিব। (নীরব)—

খনা। অল্পমতি দিয়েছেন?

মিহির। (নীরব)—

খনা। দেন নি?

মিহির। দিয়েছেন।

খনা। তবে এস, আজই আমরা যাত্রা করি। কাল রাত্রে সেই দুঃস্বপ্ন  
দেখা অবধি আমি আব কিছুতেই ঐর্ষ্য ধরতে পারছি না। এস  
আমরা প্রস্তুত হই—

মিহির। আমি যেতে পাবব না খনা,—

খনা। তার অর্থ?

মিহির। অর্থ অতি সহজ। তুমি যাবে—সঙ্গে উপযুক্ত রক্ষী, অভিভাবক  
দেব।

খনা। তুমি যাবে না?

মিহির। না—

খনা। পিতা অল্পমতি দেন নি?

মিহির। দিয়েছেন।

খনা। তবে ?

মিহিব। দিয়েছেন ব'লেই যেতে পারব না। না দিলে হয়ত অবাধ্য হ'য়েই যেতাম।

খনা। অনুমতি পেয়েও তুমি যাবে না ?

মিহিব। তুমি যাও।

খনা। আমি যাব ? একা ? তোমাকে বেখে ?

মিহিব। আমি নিরুপায়। আমি যেতে পারব না। তুমি যেতে পার।

‘ যদি যাও, বল, আমি তার আয়োজন করি।

খনা। ( নীরব বহিল )।

মিহিব। তুমি যাবে না ?

খনা। ( নীরবে অন্তঃপুর্বাভিমুখে চলিল )

মিহিব। তুমি যাবে না ?

খনা। না।

দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া উদ্গত-অশ্রু রোধ করিয়া দাঁড়াইল

মিহিব। আমি নিরুপায় ! আমি নিরুপায় ! পিতা যদি অনুমতি না দিতেন, আমি অবাধ্য হ'য়েই যেতাম—কিন্তু, না, আমি নিরুপায় !  
আমি নিরুপায় !

খনা। নিরুপায় নয়, নির্ভর। নইলে পিতার অনুমতি পেয়েও—

মিহিব। সে অনুমতির অর্থ পুত্র-বধু বোঝে না, বোঝে পুত্র !

প্রস্থান

খনা এই বাক্যবাণে আহত হইল এবং গুরু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

খনা। ও কে ? কে আসছে ? তিলক ?

নেপথ্যে তিলক। ওহে, এই কি জ্যোতির্ষার্ণব ববাহের গৃহ ?



~~খনা~~

খনা। (চরম ব্যাকুলতায়) তিলক! তিলক!  
নেপাথ্যে তিলক। দেবী।

তিলকের প্রবেশ

খনা। তিলক!

তিলক। দেবী! দেবী!

খনা। কিন্তু তুমি এখানে তিলক!

তিলক। যদি বসন্তে পারতাম তুমিই বা কেন এখানে দেবী? বলতাম।  
কিন্তু চিরকালের ভূত আমি, আমি তা বলব না। বরং বলছি,  
যেখানে তুমি, সেইখানেই আমার স্থান।

সাময়িক প্রথায় খনাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল

খনা। (জ্ঞাপন মনে) না—না—কি মনে করবেন তাঁরা—না—না—তুমি  
ভুলে যাচ্ছ তিলক। তোমাদের সে রাজকন্ডা মরে গেছে। আজ আমি  
সংসারের বধু—অমন ভাবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমায় লজ্জা  
দিও না—তুমি বরং—

তিলক। কিন্তু দেবী, আমি ত একা নই, সমগ্র সিংহল ছুটে আসছে।  
এখনি এসে পড়ল বলে! কি সমারোহে তাঁরা আসছে!

খনা। আসছে—সমগ্র সিংহল, আমার বাবা? না—না, এ সব কি?  
এ কি অন্তায়? আমি বধু। আমার স্বামী, আমার স্বপ্নের একমুষ্টি  
আতপ তুলে ক্ষুরিবৃত্তি করেন। এ কি অত্যাচার! না তিলক,  
তুমি—তুমি—তুমি এখান থেকে বরং চলেই যাও—হাঁ তোমাকে ও  
ভাবে আমি সহিতে পারছি না। আমার স্বামী, আমার স্বপ্নের

## শপথের অঙ্ক

এখানে এসে তোমাকে এ ভাবে দেখেন, এ আমি ইচ্ছা করি না—  
ইচ্ছা করি না তিলক ! ফিরে যাও তুমি—ফিরে গিয়ে বারা আসছে,  
তাদের বল, তাবা ও ভাবে আমার এখানে এলে আমি আত্মহত্যা—  
হাঁ, আমি আত্মহত্যা করব ।

তিলক । দেবী—তিনি—

থনা । ছুটে যাও . ছুটে গিয়ে আমার বাবাকে বল, তিনি আসুন—

তিলক । দেবী—তিনি—

থনা । হাঁ, হাঁ তিনি আসুন । শোভাযাত্রা কবে নয়, গরীব-মেয়ের  
পর্ণকুটীরে যেমন আসে—

তিলক । কিন্তু—

থনা । আমার অবাধ্য হচ্ছে তিলক—যাও ।

তিলকের প্রস্থান

অল্প দিক দিয়া মিহিরের প্রবেশ

থনা । ( তাহাকে দেখিয়াই আনন্দে ) সিংহলে আর বোধ হয় না গেলেও  
চলবে মিহির ।

মিহির । হাঁ, সবই শুনেছি রাজকন্ঠা ! সবই শুনলাম—গরীবদের মর্মে  
আঘাত না লাগে সেজন্য তোমার মহাত্মবৃত্তাব যে অস্ত নাই—তা  
দেখে শুধু এই কথাই আজ আমার আমার মনে হ'চ্ছে যে আমাকে  
পতিজ্ঞে বরণ ক'বে তোমার কি ক্ষতিই না হ'য়েছে !

থনা । মিহির ! মিহির !

মিহির । আজ বোধ হয় মর্মে-মর্মে বুঝছ থনা, মহাকালের চতুষ্পাঠীতে

আজ

সেই গোখুলি লগ্নে কি ভুলই তুমি ক'রেছিলে যে আজ তোমার  
সংসারে দেহ-বক্ষীর ঠাই নাই—একটা শোভা বাজার ঠাই নাই।  
থনা। মিহির! মিহিব। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। অনর্থক—অনর্থক তুমি  
আমায় আঘাত কবছ। তুমি কি জান না—জান না আমায়? আমি  
সব সহিতে পারি—শুধু সহিতে পারি না—তোমার অনাদব তোমাব  
উপেক্ষা—তোমার তিরস্কার—তোমাব আঘাত।

ছুটিয়া কামন্দকেব প্রবেশ

কামন্দক। সর্বনাশ—সর্বনাশ—মহা সর্বনাশ!

মিহির। কি সর্বনাশ?

কামন্দক। সন্ধ্যাট প্রভুকে প্রকাশ্য-বাজসভায় বিষম অপমান কবেছেন।

থনা। সে কি?

কামন্দক। কারণ আপনি থনা দেবী।

মিহির। সে কি?

কামন্দক। ঔর গণনা—ঔর বচন। আপনারা কি আর আছেন?

থনার বচনে যে দেশ ছেয়ে গেছে। মা সবস্বতী আর আপনাদের

জ্যোতিষ-গ্রহের পাতার বাস করছেন না। আশ্রয় নিয়েছেন ঔর

ঐ জিহ্বায়—

মিহির। তুমি বল—তুমি বল কামন্দক—পিতার সংবাদ বল—

কামন্দক। পিতার কথাই বলছি। নবরত্ন সভায় সন্ধ্যাট প্রভুর আগনে

ঔর স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রভুকে ঐ সভায় নিমন্ত্রণ ক'রে সাধারণ

আগনে তাঁর স্থান নির্দেশ করেছেন।

মিহিব। কামন্দক!—

কামন্দক। প্রভুর এই অপমান সভাস্থল লোক পরমানন্দে উপভোগ  
কবছে। কি সে ব্যঙ্গ—কি সে বিক্রপ!

থনা। সম্রাটের এ কি আচরণ?

কামন্দক। আপনার মনস্কামনাই পূর্ণ হয়েছে থনা দেবী—সম্রাট শুধু  
আপনার স্বর্ণ-মূর্তি নবরত্ন আসনে প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি। প্রভুকে  
বৃত্তি-চ্যুত ক'রে আপনার বৃত্তি ধার্য্য করেছেন। অর্থাৎ ছ' মূর্তি অন্নের  
জন্তু প্রভুকে আপনার মুখেব পানাই—

মিহির। কামন্দক—না—থনা—

থনা। বল—

মিহির। তুমি আমাদের কুগ্রহ—তোমারই জন্তু তোমারই জন্তু পিতার  
এই অপমান—পুনঃ পুনঃ এই অমর্য্যাদা—অবশেষে চরম এই লাঞ্ছনা!

থনা। মিহির—

মিহিব। কুক্ষণে ভেলাঘ ভেসে সিংহলে কূল পেয়েছিলুম, কুক্ষণে তোমার  
পিতা মাতা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন, কুক্ষণে তোমায়-আমায়  
জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলাম, কে জানত, কে জানত তখন, যে তুমিই  
হবে আমার জীবনের একমাত্র কুগ্রহ!

থনা। মিহির—মিহিব—

মিহিব। হাঁ হাঁ শুধু আমার কুগ্রহ নও—আমার কুগ্রহ, পিতার কুগ্রহ—  
আমাদের সংসারের কুগ্রহ—কিন্তু কাকে তিরস্কার করব থনা—এ  
আমার নিয়তি—তোমার নিয়তি—কোথায় পিতা! এস কামন্দক—

এস্থান

খনা।

কাম। কি করে যে ঐ মুখ আপনি এখনও দেখাচ্ছেন, ভেবে পাই না—  
বাপু—মুখের কি কাল-বচন—আমি হ'লে অমন জিভ্ কেটে  
ফেলতুম।

প্রস্থান

খনা। ( মবণাহতে আঙুল চট্টয়া ) ওঃ আমার বচন—আমার জিহবা—  
তাই হোক—তাই হোক—

দু হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ত্রপুরে প্রস্থান

শশব্যস্তে বরাহ তৎপশ্চাৎ মিহির প্রবেশ করিলেন

বরাহ। কোথায় খনা? খনা কোথায়?

মিহির। তোমায় তাবা অপমান করেছে পিতা! আমি জানতে চাই  
কি অপমান করেছে—

বরাহ। অপমান! অপমান! মূর্খ তারা—আমায় অপমান করতে  
চেয়েছিল! ওদের আমি বলে এলাম—আজ এই স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠান  
যুগে যুগে এই অপূর্ব-কাহিনীট বিস্ময় বিঘোষিত হবে যে, বিশ্ববিখ্যাত  
নববন্ধু-সভায় বরাহ পণ্ডিতের আসন পূর্ণ কববাব সাধা অপর কোন  
দ্বিতীয় ব্যক্তির হয় নি—সে আসন পূর্ণ করেছিল বরাহ পণ্ডিতেবই  
কুললক্ষ্মী প্রাতঃস্মরণীরা খনা দেবী! শুধু কি তাই বলেছি! মিহিব—  
গর্বভরে বলে। এলাম, সম্রাট! স্বর্ণমূর্তি কেন? মা যখন অরুণ বর্তমান  
মাকে আন—আমার আসনে মহাসমারোহে তাকে বরণ কর।  
তাতে শুধু নবরত্ন ধন্য হবে না—সমগ্র ভারতবর্ষ ধন্য হবে—জগতের  
ইতিহাসে অর্থা নারীর এই গৌরব-গাথা স্বর্ণাকরে লিখিত হবে।

## শপথম অঙ্ক

খনা মার অমদেবেব সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অমর হয়ে থাকব...মিহির  
...আমি... এবং বিতোৎসাহী সম্রাট তুমি। স্বয়ং সম্রাট খনা মার  
জয়ধ্বনি কবে উঠলেন—সভা ভঙ্গ করে শোভা যাত্রা করে তাঁরা  
আসচেন। মাকে আমার নববদন সভাগ্র বরণ করে নিতে। মা! মা!  
কোথায় তুমি—আমি স্বহস্তে আজ তোমায় সাজিয়ে দেব—মিহির!  
তুমি খনা মাকে নিয়ে এস।

মিহির। আমি আনছি—আমি আনছি।

ছুটিয়া অন্তঃপুরে গেলেন

ববাহ। একি। আপনারা?

মিহিরের প্রশ্ন

তিলকের সহিত সিংহল রাজ্যেব মন্ত্রীত্রয়ের নগ্নপদে প্রবেশ।

স্বর্ণখালায় রাজমুকুট

প্রধান মন্ত্রী। আমরা সিংহলের মন্ত্রীত্রয়। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ  
করুন জ্যোতিষার্ণব।

ববাহ। সিংহলরাজ্যের কুশল?

প্রধান মন্ত্রী। তিনি স্বর্গাবোহণ করেছেন। সম্রাজ্ঞীও সহ-মৃত্যু হয়েছেন।  
সিংহলেব সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আপনার বধূমাতা  
খনা দেবী—। সম্রাটের শেষ কামনানুযায়ী। আমরা তাঁকে বরণ  
কবে সিংহলে নিয়ে যেতে এসেছি। এই তাঁর রাজমুকুট!

ববাহ। কিম্ব—কিম্ব...ঐ মুকুট অপেক্ষা তাঁকে অধিকতর মহার্ঘ মুকুটে  
সম্মানিত করণের জন্য আসচেন বিশ্ব-বিশ্রুত সম্রাট বিক্রমাদিত্য!  
ঐ দেখুন—

অনি

জয়বান্ধ। স-সভাসদ বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ। সঙ্গে স্বর্ণ খালে জয়মুকুট

বরাহ। সশ্রীট জয়তু!

বিক্রমাদিত্য। মা কই? মা?

বরাহ। আজ আমার কি সৌভাগ্য! মা, মা—

একাকী মিহিরের প্রবেশ

বরাহ। মা কই? মা কই?

মিহির। সে আর আসবে না—

বরাহ। আসবে না! সে কি! আমি যাই—

মিহির। ( তাহাকে বাধা দিয়া ) না—

বরাহ। কেন?

মিহির। সে আমার বলেছিল, আমি সব সইতে পারি—শুধু সইতে পারি

না যে তুমি আমার ভালবাসবে না। সব সইতে পারি—সইতে

পারি না - তোমার অনাদর—তোমার উপেক্ষা—তোমার তিরস্কার—

বরাহ। তুমি তাকে তিরস্কার—

মিহির। হাঁ আমি করেছিলাম—তবু—তবু—আজ আমি তাকে

তিরস্কার কবেছিলাম!

বরাহ। মা বুঝি তাই অভিমান করে বসে আছে! হাঃ হাঃ হাঃ

আমি গিবে নিয়ে আসছি—

মিহির। ( তাঁহাকে বাধা দিয়া ) দাঁড়ান। কামন্দক এসে বলল, সশ্রীট

কর্তৃক তোমার লাঞ্ছনা—ক্রোধে আমি জ্ঞান হারালাম—জ্ঞান হারিয়ে

তাকে আমি—

## পঞ্চম অঙ্ক

বরাহ । তাকে তুমি ? তাকে তুমি ?

মিহিব । ( নিরুত্তর ) ।

বরাহ । ( চবম আশঙ্কায় ) খনা ! খনা !

মিহিব । কি বল পিতা ! ( হঠাৎ কাঁদিয়া ) সে নেই । সে নেই ।

বরাহ । নেই । তুমি বলছ কি মিহিব ? খনা ।—খনা !

মিহিব । কাকে ডাক ? কেন ডাক ? তাকে আমি—তাকে আমি ইত্যাদি

কবেছি—অস্ত্র দিয়ে নয়—শুধু কণায়—শুধু শুৎসনায় ।

বরাহ । আঁ !

ছুটিয়া অস্ত্রপুরে গেলেন

মিহিব । ঐ দেখ পিতা ! অভিমানিনী আমার কর্তিত জিহ্বাব রক্ত-  
সাগবে ছিন্নকমলের মতো —

গনার মৃতদেহ বুক তুলিয়া লইয়া বরাহ কিয়িয়া আসিলেন

বরাহ । মা—মা, দীনেব কুটীরে লক্ষ্মী পূজাব আয়োজন করেছে সিংহল—  
সবস্বতী পূজার আয়োজন করেছে ভারত । মা—মা—ভক্ত এসেছে  
দারে, তুই কথা ক’—কথা ক’—

সিংহল ও ভারত-মুকুট দুইটি অঙ্কাজরে সোপান

প্রাপ্তে অর্থা দিল

ঘটনিকা



স্তম্ভনিক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত  
প্রমথ চৌধুরী এম এ,  
বার এট-ল :-

“—বাঙলা সাহিত্যে নাটক  
একবকম নেই বললেই হয়।  
‘আশা করি আপনি আমাদের  
সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ  
করবেন।’

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল  
ইসলাম :-

“—এক বুক কাঁদা ভেঙে  
পথ চলে এক দাঁবি পদ্ম  
দেখলে তুচ্ছোথে আনন্দ যেমন  
ধবে না, তেমনি আনন্দ তুচ্ছোপ  
পূবে পান করেছি আপনাব  
লেখায় আমায় আর কাকুর  
কোন লেখা এত বিচলিত  
করে নি।’

নব যুগের নাট্য-সাহিত্য

## তরুণ বাঙলার কীর্তিমান নাট্যকার

মন্মথ রায় এম-এ প্রণীত

**কাল্পাপার**—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হইয়া  
জাতির মর্মান্বর্শ করিয়াছে। বার্ণাড-সর ‘সেন্ট জোয়ানে’র সহিত  
একাসনে স্থান পাইয়াছে। ( “বিজলি” ).. ১।০

**মুক্তির ডাক**—একাঙ্ক নাটক। ষ্টাব থিয়েটার। মেটাবলিঞ্জের  
“মনান্তনা”র সহিত একাসনে স্থান পাইয়াছে। ( “প্রবর্তক” ).. ১।০

**দেবাসুন্দর**—পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক। ষ্টাব থিয়েটার। জাতির মুক্তি  
যজ্ঞে দধিচীর আত্মাহুতি। ফ্লোরা এনাইন ষ্টিলের কৃতিত্বের সহিত  
লেখকের কৃতিত্ব একাসনে স্থান পাইয়াছে। ( ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন-  
গুপ্ত এম-এ, ডি-এল )...১

**চান্দ সন্দাপান্ন**—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও ষ্টার থিয়েটার।  
 শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন হয় নাই। ১০১ নাটকখানি  
 শুধু মনোমোহনেই নতুন নয়, নাট্য-সাহিত্যেও নতুন। পঞ্চাঙ্ক  
 নাটক বচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও  
 সাফল্যমণ্ডিত হইছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাংলাদেশে অন্ততঃ  
 একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতেব বঙ্গমঞ্চকে কু-নাটক  
 অভিনয়েব দায় হতে রক্ষা করতে পাবেন।” —“নাট্যধর”

**শ্রীবৎস**—পঞ্চাঙ্ক নাটক। ষ্টার থিয়েটার। এমনি নাটকের  
 অভিনয়েই বঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক।—“নবশক্তি”তে  
 ( “চন্দ্রশেখর” ) ১২

**মল্লিকা**—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। ও দেশের জগৎ-  
 প্রসিদ্ধ কারমেনেব সঙ্গে তুলনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না  
 —“নবশক্তি”তে ( “চন্দ্রশেখর” ) ১২

**সেমিট্রেন্সিস ও নাটমঞ্চ**—লেখকের সুপ্রসিদ্ধ কথা-নাট্য-  
 সংগ্রহ। যন্ত্রস্থ।

**সাবিত্রী**—নাট্য-নিকেতন। ১১০ “সাবিত্রী”র পুরাতন পরিচিত  
 কাহিনীর মর্ষগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নাট্যকার উহাকে এমন এক  
 চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন, বাহার দ্বিধা সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দৃষ্টে  
 কোতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত  
 হইয়া এক আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে।  
 .. ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে—আধুনিককে গনাতন সত্যের  
 অচল-প্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।” —“আনন্দবাজার”

# অশোক

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক ; রঙমহলে  
অভিনীত । মূল্য ১।০

আম্বলক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩ ।

মন্মথ রায় পুৰাতন ‘অশোক’ নাটকের ছায়াও স্পর্শ করেন নি । সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি এক নূতন অশোক সৃষ্টি করেছেন । এইখানে তাঁর কৃতিত্ব ।

ভাদ্রদুত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা । ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০ ।

ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনায় মন্মথ বাবু এই প্রথম প্রচেষ্টা । মন্মথবাবু এই নাটকখানিতে ঘটনাপ্রলিকে সরস ও সুশোভন করে তুলতে যতটা চেষ্টা করেছেন এতে ইতিহাসোপযোগী আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা তার চাইতে কম করেন নি । ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর নাটক কি রকম জমে ওঠে, সেইটে ছিল দেখবার বিষয় । যতদূর দেখলুম তিনি সাফলা অর্জনই করেছেন—এমন কি তাঁর ‘কাবাগার’ ভাবধারার দিক দিয়ে অনিন্দ্যনীয় হলেও “অশোক”ই যে মন্মথবাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক, তাতে সন্দেহ নাট ।

নাট্যসম্বল, ৯ম বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা । ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ।

মন্মথবাবু যে জনপ্রিয়তাব দিকে এক চক্ষু রেখে আবার এক চক্ষু ব্যবহার করেছেন নাটক-রচনার জন্ত “অশোক” দেখলে একথা বুঝতে দেয়ী লাগে না । মন্মথবাবুর ভাষা আছে, ঘটনা সৃষ্টির শক্তি আছে, গল্প বলবার কাশনাও জানা আছে ।...

আম্বলক, ০৭ বর্ষ ; ১৬শ সংখ্যা । ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ।

অশোক নাটকখানি ঐতিহাসিক বিশেষণে বিশেষিত হলেও এতে mythologyর ছোঁয়াচেও আছে যথেষ্টই । তা হলেও mythological

উপাদান নাট্যকারকে বেক্রপ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে সে স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ না কবেও নাট্যকার শ্রীবৃদ্ধ মন্থর রায় ‘অশোক’ নাটকে ইতিহাসের সন্ধানই বন্ধা করেছেন সর্বত্র। ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাটক লেখায় যে বিপদ ও অন্তর্বিধা তাব হাত থেকেও এজ্ঞ অবশ্য মন্থরবাবু সম্পূর্ণ রেহাই পান নি। কিন্তু ঐতিহ্যের আমল থেকে ঐতিহাসিক নাটক বচনার যে রীতি চলে আসছে সে গতানুগতিক ইতিহাস-বিরোধী পন্থার অনুসরণ তিনি এদিক দিয়ে একটা দুঃসাহস ও গৌরবের পবিত্র দিয়েছেন। তাঁর নাটক এই কারণে হয়ে ওঠেনি ঘটনা-প্রধান,—হয়ে উঠেছে চরিত্র প্রধান। মন্থরবাবুর ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রথম প্রচেষ্টা হলেও “অশোক” নাটকখানিই আমাদের মান হয তাঁর অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাটক।

শিখিলা, ১৩শ বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা। ১লা পৌষ, ১৩৪০।

মন্থর বাবুর নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এই কথাটাই সব চাইতে বড় হয়ে মনে জাগে যে গতানুগতিক পন্থাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে এই শক্তিশালী নাট্যকার—নিজের নিজস্ব ধারায় কি সুন্দর ভাবেই না চরিত্র সৃষ্টি কবে তোলেন। ‘অশোক’ নাটক দেখতে বসে আমরা তাঁর সে নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি নি। অননুসরণীয় কথোপকথনের ভেতর দিয়ে নাটকের ষাত-প্রতিঘাতকে প্রাণবন্ত করে তুলে, প্রত্যেকটি চরিত্রকে—অপরূপ ভাবে—বিকাশ করে তিনি যে ভাবে নাটকের চরম পবিত্রিতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন—তাতে তাঁর স্নান কলা-জ্ঞানের প্রশংসা না করে উপায় নেই। “অশোক” নাটক দেখবার পূর্বে আমরা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি নি—যে পর পর দুইজন শক্তিশালী নাট্যকারের লেখা—এই বিষয়ের নাটক অভিনীত হওয়ার পর—তৃতীয় বার—এই নূতনতম প্রচেষ্টার কারণ কি! এই নবীন নাট্যকার ত’ অল্প বিষয়-বস্তু নির্বাচন করতে পারতেন! কিন্তু বলতে বিধা নেই—রঙমহলের দ্বিতীয় অবদান

‘অশোক’ দেখে আমরা হৃষ্টচিত্তেই গৃহে প্রত্যাবর্তন কবেছি। অলৌকিক বিষয়-বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নাট্যকার সুকৌশলে অশোকের অন্তর্ভবন যে ভাবে নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন—তাতে তাঁকে প্রথমশ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী বলে অভিনন্দিত করতে আমাদের সন্দেহ নেই।

অশোক-মহাকাব্য, ৮ম বর্ষ ; ৫২শ সংখ্যা। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

সুনিপুণ লেখকের হাতে নাটকখানি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। নৃত্য-গীতে—দৃশ্যপটে—ভাবসম্পদে—বাত-প্রতিবাত্তে—“অশোক”বহুদিন দর্শক-দের মনোবঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীশ্যামলী, পঞ্চম বর্ষ—৩৭শ সংখ্যা। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

আমরা ‘অশোক’ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। [নাট্যদর্শন] ... তাঁর (নাট্যকারের) মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যে ভাবে অশোকের মধ্য চৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে—তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের ড্রামার বিষয়বস্তু।... নাট্যকার যে ভাবে কুনালের প্রতি তিষ্ঠরক্ষিতার প্রেমের পবিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা’ একমাত্র প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়।...নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্য এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নাটকের গল্পটি দর্শক-সাধারণের চিত্তাকর্ষক হবে। [“চন্দ্রশেখর।”]

অশোক-মহাকাব্য, ৩য় বর্ষ ; ২৪শ সংখ্যা। ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

ভালো নাটকের ভালো অভিনয় বাঙলা রঙ্গমঞ্চে আজ নূতন হচ্ছে না। কিন্তু এমনিধারা finished production ইদানীন্তনকালে আর কোন অভিনয়-আসরে দেখেচি বলে মনে করতে পারিচি না।—

—[“চন্দ্রশেখর।”]

**Advance. Dec. 6th, 1933** Town Edition.

Belying the fears of a few and fulfilling the expectations of many, 'ASOKE' has met with enviable success, the first night it was presented on the boards of Rung-Mahal. The fears of a few were entertained having regard to the fact that S<sub>J</sub> Manmatha Ray's latest production would be pitted by critics against an earlier drama based on the life of the same Maurya Emperor from the pen of an illustrious author of hallowed memory. The expectations of the many had, however, a more solid basis to stand upon S<sub>J</sub> Manmatha Ray, the author is one of those authors who have fortunately their own monopolised styles. He can always beat a new tract. He can give a new colouring to an old picture and infuse new life into it. Those who held this view, Asoke has satisfied their most sanguine expectations. The author while maintaining the historic character of the Emperor and his entourage has deftly introduced histrionic situations which have enlivened episode after episode in the life of the Hero. If at times one seems to have been thrown off the link, one need not long wonder in uncertainty, because the story immediately develops to its logical albeit, thrilling conclusions. Periods of detachment are not necessarily boring and disagreeable in a drama and our author knows how to utilise them to advantage to add to the delictations of the audience. Asoke is much more than an ordinary dramatic production. The author has depicted his royal majesty which inspires awe. He has given a vivid description of his brutality which shocks humanity and has presented other traits of his character which

represent both the individual and the age. Reaction then sets in. The change works slowly in Asoke in spite of himself, and the author also slowly but cleverly interposes incidents which unobtrusively lead to the climax. As the story progresses there is novelty and newness in the way of presentation which impart freshness even in anticipated circumstances. Asoke has come to stay long with us.

**Amrita Bazar Patrika** Dec. 14th, 1933. Town Edition.

This historical drama 'ASOKE' is by Mr. Manmatha Ray of "Karagar" fame. Though the story of the drama is as old as near about two thousand years, the skilful dealing of the dramatist has endowed it with an epic grandeur. The drama in this respect can well be called as representing the strife and struggle of the age in which we live and so appeals to our heart all the more readily. The development of the third act second scene and the climax reached at Devi's death at the unconscious hands of Asoke do credit to the dramatist's conception and execution. The pathos created at the fifth act baffles description.

**Forward.** Dec. 7th, 1933. Town Edition.

We commend to all lovers of histrionic art to make it a point to visit this play from the pen of Mr. Manmatha Ray.

মন্মথ রায় রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক

# খনা

—প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে—

আনন্দ বাজার—১৩-৭-৩৫—

গত বৃহস্পতিবার নাট্যনিকেতনে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ বায় প্রণীত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক “খনার” উদ্বোধন হইয়াছে। নাট্যকার হিসাবে মন্মথবাবুর সুনাম অনেকদিন হইতেই আছে এবং এই নাটকে তিনি তাঁহার ক্রতিশ্বেদ চরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভাব অগ্রতম সভ্য জ্যোতিষার্ণব বরাহের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় দেখিলে মনে হয়, এইরূপ অভিনয় কেবল তাঁহাতেই সম্ভব। খনার ভূমিকায় শ্রীমতী সব্ববালা অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া বাধে। ভৈরবের ভূমিকায়—মণি ঘোষের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রূপসজ্জা এবং অভিনয়ভঙ্গী আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। বরাহের শিশু—কিন্তু কালিদাস-ভক্ত প্রেমিক—কামন্দকের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সুঅভিনয় করিয়াছেন এবং তাঁহার অভিনয় আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছি। মিহিরের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় ভালই হইয়াছে। বরাহের স্ত্রী ধরণীর ভূমিকায় শ্রীমতী চাক্ৰবর্তী অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে নয়খানি গান



আছে এবং শ্রীযুক্ত অখিল নিবোধী সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সুর দিয়াছেন। প্রত্যেক গান সুগীত হইয়াছে। ঘোটেব উপর নাট্যনিকেতনের “খনা” বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকেই ইহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

লক্ষ্য—২০-৭-৩৫—

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্থন বায়ের নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক ‘খনা’ নাট্যনিকেতনে দেখান হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয়া খনাদেবীর বচন ও কাহিনী বাঙ্গালী মাত্রই বিশেষভাবে জানেন। মন্থনবাবু অতি দক্ষতার সহিত এই খনা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীও পরিচালনায় ক্যালকাটা থিয়েটার ইহার রূপ দিয়াছেন।

গত শনিবার নাট্যনিকেতনে আমরা খনার অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি। অভিনয় দেখিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে—তাড়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ভারতলম্বাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্ততম রত্ন জ্যোতিষার্ণব বস্বাহের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেমন আন্তরিকতায় ভরা তেমনি প্রাণস্পর্শী। পুত্রের সহিত মিলনের দৃশ্যটি অতি চমৎকার হইয়াছে। খনার ভূমিকায় শ্রীমতী সরস্বতীর অভিনয় আমাদের মনকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই মহীষমী মহিলার ভূমিকায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। একটি সংঘর্ষ ও নির্ণায় ভাব তাঁহার অভিনয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরই কামানকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। মনোরঞ্জনবাবু সেই প্রেমীর মত যিনি সর্বপ্রকার ভূমিকাতেই কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারেন—বিশেষ করিয়া

হাস্তপূর্ণ ভূমিকায়। কামন্দক ছিল বরাহের শিষ্য, কিন্তু সে জ্যোতিষ চর্চার ধাব ধারিত না। সে ছিল কালিদাস উক্ত এবং প্রেমচর্চাকে তাহার জীবনের প্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। দীর্ঘ চারিষষ্ঠি ধরিয়া এইরূপ বিরোগান্ত নাটকের অভিনয়ে, দর্শক-চিত্ত যাহাতে ভারাক্রান্ত না হইয়া উঠে তজ্জন্ত লেখক অতি নিপুণতার সহিত এই কামন্দক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই চরিত্রে মনোবজ্রনবাবুর অভিনয়—আমরা বিশেষ ভাবে উপভোগ করিয়াছি। মিহিরের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় ভালই, কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ক্রীতদাস চরিত্র মনোবজ্রনবাবুর আর একটি সৃষ্টি। এই চরিত্রে মণিষোবের অভিনয় ও রূপসজ্জা অপূর্ব হইয়াছে। তাঁহার অভিনয় এরূপ করুণ ও মর্শ্মম্পর্শী যে তাহাতে সময় সময় দশকচিত্ত ব্যঞ্চিত হইয়া উঠে। বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রী বিভাবসুর ভূমিকার অভিনয় মন্দ হয় নাই; তরলিকাব অভিনয় এবং গান আমাদের ভাল লাগিয়াছে। মদনিকার ভূমিকায় নিকুপমা এবং তরলিকার ভূমিকায় তারকবালা (লাইট) অভিনয় করিয়াছেন। নাটকে নবখানি গান আছে এবং শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী সমস্ত গান লিখিয়াছেন। লেখা খুব ভাল এবং সবগুলিই সুগীত হইয়াছে। দৃশ্যপট এবং সাজসজ্জা প্রশংসনীয়।

বিশেষত্ব—১০ই আশ্বিন, ১৩৪২—

নাট্য নিকেতনে খনা—লক্ষপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার মনোবজ্র রায়ের ‘খনা’। নাটকখানি ব্যবসায়ীদের অনেক ফিকিরফন্সীর হাত এড়িয়ে দীর্ঘকাল পরে রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করেছে। যার জন্ত ব্যবসায়ীদের এত কাড়াকাড়ি সে জিনিষ যে ভাল হবে তা অনুমান করা শক্ত নয়, কিন্তু উপযুক্ত হাতে না পড়লে কোন্ জিনিষ যে কি হয়ে দাঁড়ায় সেইটেই ছিল ভাবনার কথা। গত শনিবার ‘নাট্য নিকেতনে’ ‘খনা

দেখে এসে আমাদের সে আশঙ্কা দূর হয়েছে। প্রতিভাবান শিল্পীরা অভিনয়ে নাটকের চরিত্র যে কত অপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী তা দেখিয়েছেন তাঁর বরাহের অভিনয়ে। এক সঙ্গে মেহ, পরাক্রমের মানি ও ঈর্ষার জ্বালা তিনি যে অপরূপ রূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা তাঁর স্ত্রায় শিল্পীর পক্ষেই সম্ভবপর। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের কামন্দকের ভূমিকাও হস্তরসে অপূর্ণ। তাঁর চিরকুমার সম্ভাষ 'বসিক' ও ফুল্লবার 'ভাঁড়ুদত্তে'র পবে খনার এই 'কামন্দকে'র ভূমিকাও অরণীয়। খনার ভূমিকাও সরযুবার অভিনয় চমৎকাব হয়েছে। তৈরবেব ভূমিকাটিও চমৎকাব হয়েছে। নাচের পরিকল্পনা নূতন এবং প্রশংসনীয়। আমরা খনা নাটকখানি দেখে খুসী হবোছি, আশা করি যারা দেখবেন তারাও খুসী হবেন।

**DIPALI Vol VII No. 29. July 19, 1935.**

"KHANA", from the pen of Manmatha Ray, is perhaps God's answer to the theatre-owner's prayer for a play that will please all classes of audiences without calling forth the best in the artistes. And that is where the dramatist triumphs over the players as a whole. Manmatha Ray needs no introduction to the Bengali theatre-goers and "KHANA" furnishes an excellent example of this noted author's rare knack of turning legends of yore into engrossing plays to the liking of modern audiences. Ray wields a facile pen and is a past master in giving such twists to a story that go a long way in creating dramatic situations and climaxes. In "KHANA" both these qualities have admirably combined to effect popular entertainment, with a capital 'P' and 'E'

\* \* \* \*

The life-story of Khana has taken the form of legends in many part of this country. She is known to posterity as one of the greatest astrological geniuses that ever lived in the world. But her life-story contains a universal appeal, inasmuch as, she being heiress to a throne, embraced poverty for the love she bore to her husband who however did not hesitate to trifle with that love. The author has closed the play with Khana's supreme sacrifice with her life at the altar of this divine love. Much of the play however is occupied with incidents in the life of Baraha, one of the nine luminaries in King Bikramaditya's world-famous Court, as he was the prime cause of all that happened in the drama. The author has blended the different episodes in an admirable manner, and the result has been the creation of a strong story-interest that never lets the attention of the audience flag till the very final curtain.

—THESPIS

শুভদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০.২১১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাঙলা সাহিত্যে  
একাক্ষ নাটক প্রবর্তক

মন্মথ রাধুয়ীর

সুপ্রসিদ্ধ একাক্ষ নাটক সংগ্রহ ।

## —একাক্ষিকা—

নাট্যসাহিত্যে সত্য সত্যই নব রসধারার মন্মথিকিনী ।

অভিজাত সমাজে সাদরে অভিনীত ।

মূল্য ১।০ মাত্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০, ২১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা











